জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

মূল্য ২০ টাকা

ক্রীড়াঙ্গন

বর্ষ ৪৮ # সংখ্যা ৬ # ১ অক্টোবর ২০২৪ # ১৬ আশ্বিন ১৪৩১

নতুন দিনের পেসার

নতুন দিনের পেসার ২৬

পেস বোলিংয়ে যাঁদের হাত ধরে নতুন আশাবাদের সঞ্চার হয়েছে, তাঁদের অন্যতম হলেন তরুণ বোলার হাসান মাহমুদ। দীর্ঘদিন ধরে স্পিনের ওপর নির্ভর করা বাংলাদেশের দ্রুতগতির বোলিং উত্থানের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে ডানহাতি এই ফাস্ট মিডিয়াম বোলারের মতো একাধিকজনকে ঘিরে। যদিও একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর ক্যারিয়ার, কিন্তু ইতোমধ্যেই দক্ষতার জন্য প্রশংসিত হয়েছেন। পাকিস্তানের পর ভারতের মাটিতে, দুই দেশের বিপক্ষে ইনিংসে পাঁচটি করে উইকেট নিয়ে নজর কাড়তে সক্ষম হন। দ্রুত, পূর্ণ ও নির্ভুল বল করার দক্ষতার কারণে দলের নির্ভরযোগ্য বোলার হয়ে উঠেছেন। পেস বোলিংয়ে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশ দলে নতুন দিনের জয়গান গাইছেন হাসান মাহমুদের মতো সম্ভাবনাময়রা।

বাফুফেতে কাজী সালাউদ্দিনের ১৪

পরাজয়ের বৃত্ত ভাঙার.....২৮

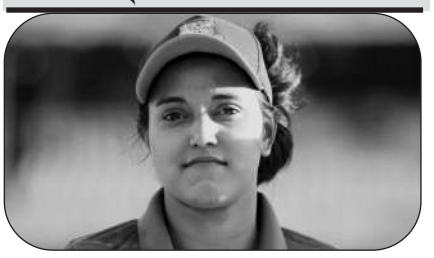

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে ৩০

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

জাগো জাগো

বর্ষ ৪৮ ● সংখ্যা ৬ ● ১ অক্টোবর ২০২৪
১৬ আশ্বিন ১৪৩১ ● মূল্য ২০ টাকা

সূচি.....১
নেপালে তিনটি রৌপ্য জয় ২
সম্পাদকীয় ৩
আমরা ক্রীড়ামোদী.....৪
সুদিনের বাতাস বইছে.....৬
শ্রীলঙ্কা সফরে বাংলাদেশ ৮
লড়াই জমাতে পারেনি.....১০
নতুন সভাপতির অপেক্ষায় ১২
বাফুফেতে কাজী সালাউদ্দিনের ১৪
ফুটবলে পরিবর্তন ১৭
দাবা অলিম্পিয়াডে প্রত্যাশা.....১৮
ঘরোয়া ফুটবলে নতুন ২০
হাসান মাহমুদের আরেক ২১
একটি স্বপ্ন ও গিনেস ২২
ভারতে অ্যাথলেটিকসে ২৪
একান্ত ব্যক্তিগত ২৫
নতুন দিনের পেসার ২৬
পরাজয়ের বৃত্ত ভাঙার ২৮
বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে ৩০
সিরিজজয়ী ক্রিকেটারদের ৩২
ফুটবল 'ডুবিয়ে' কাণ্ডারির বিদায়.....৩৪
অ্যাথলেটিকসে স্বর্ণজয়ী মিজানুর.....৩৬
যে গৌরব বাংলাদেশের ৩৮
ইমার লক্ষ্য বিশ্বকাপ.....৪০
ফুটবলার বিমল কর ৪১
অস্ট্রেলিয়া : নারী ক্রিকেটে ৪২
ইংল্যান্ড : নতুন দিনের ৪৩
ভারত : চমক দেখাতে ৪৪
নিউজিল্যান্ড : অধরা শিরোপার.....৪৫
দক্ষিণ আফ্রিকা : কঠিন পরীক্ষার ৪৬
ওয়েস্ট ইন্ডিজ : গৌরব ফেরানোর.....৪৭
শ্রীলঙ্কা : কতদূর যাবে.....৪৮
পাকিস্তান : গ্রুপ পর্বে ৪৯
বাংলাদেশ : হতাশা ঘোচানোর.....৫০
স্কটল্যান্ড : নারী বিশ্বকাপের ৫১
নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের.....৫২
ফিরে দেখা নারী টি-টোয়েন্টি.....৫৪
কুইজমালা.....৫৬
ক্রীড়া সংগঠক হতে হলে ৫৭
বাংলাদেশে ক্রীড়া পর্যটনের.....৫৮
শব্দজট.....৬০
এ ছবি কার ৬১
ঢাকার ফুটবলের ৬২
ক্রীড়াঙ্গনে তৃণমূলের নায়করা.....৬৪

রূপা জয়ী স্কোয়াশ দলের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

নেপালে তিনটি রৌপ্য জয় স্কোয়াশ দলের

ওমর ফারুক রুবেল

এক সময় সাউথ এশিয়ান (এসএ) গেমসে নিয়মিত পদক জিতত বাংলাদেশ স্কোয়াশ দল। ২০১০ ঢাকা ও ২০১৬ গৌহাটি এসএ গেমসে ব্রোঞ্জপদক জিতেছিল লাল সবুজের স্কোয়াশ দল। কিন্তু ২০১৯ সালে নেপালে হারিয়ে ফেলে সেই পদকটি। তবে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) কামরুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন নতুন কমিটি আসার পর হারানো পদক উদ্ধারে এগিয়ে যাচ্ছে স্কোয়াশ, যার অংশ হিসাবে এবার নেপালে তারা জিতেছে তিনটি রৌপ্যপদক। সেই সঙ্গে টুর্নামেন্টে দুটি রানার্সআপ ট্রফি জিতেছে। খুবই সীমিত সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও বাংলাদেশ স্কোয়াশ ফেডারেশন অক্লান্ত পরিশ্রম করে খুবই স্বল্প পরিচিত এবং অপ্রচালিত ও মৃতপ্রায় স্কোয়াশ খেলায় বাংলাদেশে একটা নবজাগরণের সৃষ্টি করেছে।

গত ১১ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় এনএসআরএ ইন্টার ক্লাব আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট ২০২৪। স্বল্প অভিজ্ঞ বাংলাদেশের পুরুষ ও মহিলা দল অংশ নিয়ে খুবই চমকপ্রদ ফলাফল অর্জন করেছে। পুরুষ বিভাগে একটি পাকিস্তানী ও একটি ইংল্যান্ডের দলসহ ১৪টি দলের মধ্যে সেনাবাহিনীর শাহাদাৎ, আপন ও কামরুলকে নিয়ে গঠিত দল রৌপ্যপদক এবং বিকেএসপির আমীরুল ও সাইমুন এবং ভাষানটেক কলেজের সৌকতকে নিয়ে গঠিত দ্বিতীয় দল রৌপ্য পদক লাভ করে। অপর দিকে মারজান (আই ইউ বি), চাঁদনী (উত্তরা স্কুল) ও নাবিলাকে (নির্ঝর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল) নিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম মহিলা স্কোয়াশ দল ছয়টি দলের মধ্যে রৌপ্যপদক লাভ করেছে। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে স্বাগতিক নেপাল। উল্লেখ্য যে নেপালের স্কোয়াশ দল খুবই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। যারা নিয়মিতভাবে এসএ গেমস, এশিয়ান গেমস ও কমনওয়েলথ গেমসসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে থাকে এবং বিদেশে দীর্ঘমেয়াদি কোচিং করে থাকে।

কেন সেরা নেপাল?

নেপাল পুরুষ দলের সদস্য আনান্দ সম্প্রতি এক বছর ইংল্যান্ড এবং তিন বছর মালয়েশিয়ায় স্কোয়াশ কোচিং নেওয়ার পাশাপাশি আনান্দ ও অমিত ২০১৬ ও ২০১৯ সালে এসএ গেমস এবং ২০১৮ ও ২০২৩ সালে এশিয়ান গেমস এবং অপর সদস্য অমির ২০১৯ সালে এসএ গেমস ও ২০২৩ সালে এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ করেছে।

তদ্রূপভাবে মহিলা দলের শোয়াস্তানী বিপানা ও ক্রীশনাও কয়েকটি এসএ গেমস ও এশিয়ান গেমসে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ দলের শাহাদাৎ এবং বিকেএসপির আমীরুল ও সৈকত ছাড়া কারও আন্তর্জাতিক খেলার অভিজ্ঞতা নেই। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী এসএ গেমস ও এশিয়ান গেমসের পূর্বে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ভালো ফলাফল করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় ছিল।

রূপা জয়ী স্কোয়াশ দল

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
এবং
চেয়ারম্যান
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

সম্পাদক
মাহমুদ হোসেন খান দুলাল

প্রোডাকশন ম্যানেজার
মো. মোশারফ হোসেন

উপ-সহকারী সম্পাদক
মো. মাহমুদুল হাসান খান ফাহাদ

রিপোর্টার
মোহাম্মদ আবদুল অদুদ চৌধুরী তুহিন
এ টি এম শরিফুল ইসলাম রুবেল

কম্পিউটার গ্রাফিকস
মো. শাহ্ জামাল

অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর
মো. ফরিদুল ইসলাম

প্রুফ রিডার
মো. সাজ্জাদ হোসেন সবুজ

প্রচ্ছদ ও কালার ডিজাইন
আবির মাহমুদ

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক
ক্রীড়াজগত
৪৮ বর্ষ ● ৬ সংখ্যা ● ১ অক্টোবর ২০২৪ ● ১৬ আশ্বিন ১৪৩১

প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা

জনসংখ্যা আর ক্রীড়ানুরাগের দিক দিয়ে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে থেকেও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে তেমন কোনো অবস্থান গড়ে নিতে পারেনি। বিশ্ব গণমাধ্যমে এ নিয়ে পরিহাস করা হয়। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গন বলতে মূলত অলিম্পিক গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান গেমস, বিশ্বকাপ ফুটবল, এশিয়ান ফুটবল, বিশ্ব ও এশিয়ান পরিসরের বড় বড় ক্রীড়া আসরকে বোঝায়, যা দিয়ে প্রকৃত মানদণ্ড নির্ধারিত হয় এবং যার মাধ্যমে অনায়াসেই লাইমলাইটে উঠে আসা যায়। এরমধ্যে এশিয়ান গেমস আর কমনওয়েলথ গেমসে যৎকিঞ্চিত যে পদক পাওয়া গেছে, তা কহতব্য নয়। সেই পদক পাওয়াও এখন আরও বেশি কঠিন হয়ে পড়েছে।

কথা হলো, বিশ্বখ্যাত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পদক আসবে কীভাবে? বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন আবর্তিত হয় মূলত দক্ষিণ এশিয়ান (এসএ) গেমসকে কেন্দ্র করে। এরচেয়ে বড় স্বপ্ন দেখার সেই স্বাপ্নিক কোথায়? এমনকি সবচেয়ে ছোট পরিসরে আয়োজিত এই দক্ষিণ এশিয়ান গেমসেও বাংলাদেশের অবস্থান আশানুরূপ নয়। এসএ গেমসকে কেন্দ্র করে এমন একটা ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হয়েছে, যে কারণে এ গেমসকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা হয় 'অলিম্পিক গেমস' হিসেবে। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটানো আর-কি! দক্ষিণ এশিয়ান গেমস ঘনিয়ে আসলে এমনভাবে স্টেডিয়াম পাড়ায় তোড়জোড় শুরু হয়, দেখে মনে হয়, বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। অথচ সাত দেশের এই গেমসেও পদক পাওয়া দুর্লভ হয়ে উঠেছে। স্বাগতিক হিসেবে দুইবার ছাড়া আর কখনো পদক তালিকার শীর্ষ তিনটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ স্থান করে নিতে পারেনি। এ থেকে ক্রীড়াঙ্গনের সামগ্রিক অবস্থা বুঝতে পারা যায়।

ক্রিকেট খেলা নিয়ে হইচই হলেও বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে এ খেলাটির তেমন গ্রাহ্যতা নেই। খেলাটিকে বিবেচনা করা হয় 'কমনওয়েলথ গোষ্ঠীর খেলা' হিসেবে। বলতে গেলে এর বাইরে খেলাটির জনপ্রিয়তা ও ব্যাপ্তি নেই বললেই চলে। যেহেতু প্রধান প্রধান খেলায় সাফল্য নেই এবং পরিসংখ্যানের খেলা হিসেবে বিবেচিত ক্রিকেট খেলায় সেঞ্চুরি হাঁকালেও যেমন, তেমনিভাবে 'ডাক' মারলেও আলোচনায় থাকা যায় আর টেলিভিশনে দীর্ঘ সময় খেলাটি সম্প্রচার হওয়ার কারণে, দেশে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া ব্যর্থতার বিপরীতে মানুষ সহজাতভাবেই যে কোনো সাফল্যকে আঁকড়ে ধরতে চায়। ক্রিকেটে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য কিংবা দলীয় টুকরো-টাকরা সাফল্যকে কেন্দ্র করে হাইপ তোলা হয়। অথচ আজতক বড় কোনো সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি। বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট তো দূরঅস্ত, তিন থেকে ছয় জাতিতে পরিণত হওয়া এশিয়া কাপ ক্রিকেটেও শিরোপা জয় করার তাকত দেখানো যায়নি।

প্রযুক্তির সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা প্রয়োগ করা ছাড়া ক্রীড়াঙ্গনে সাফল্য অর্জন মোটেও সহজ নয়। অপ্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তুলে পকেট ভারী করা যায়, তাতে সদর্থক কিছু হয় না। ইতোমধ্যে তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে। অপরিকল্পিতভাবে ব্যয় হয়েছে অর্থ। ক্রীড়াঙ্গনে সাফল্য পেতে হলে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করে এগিয়ে যেতে হবে পরিকল্পিতভাবে।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষে সচিব কর্তৃক ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক কর্তৃক দি গুডলাক প্রিন্টার্স, ১৩, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।
রেজিঃ নং ডিএ-৪২২। ফোন : ৪১০৫ ০৫ ৩৭ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৪১০৫ ০৫ ৫৭
e-mail : krirajagat@gmail.com ও krirajagat@yahoo.com

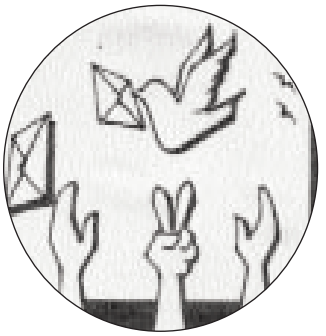

সময়োপযোগী টেস্ট জয়

আগস্টে সফরে গিয়েছিল বাংলাদেশ দল পাকিস্তান। রীতিমতো পাকিস্তানকে নাকাল করে এ দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে মানে ১০ উইকেটে পরাজিত করে ইতিহাস সৃষ্টি করতে পেরেছে, যে জয়কে টাইগারদের ঐতিহাসিক জয়ও বলা যায়। মুশফিকের অসাধারণ ব্যাটিং বেশি মুগ্ধ করেছে জাতিকে উক্ত ম্যাচে। আফসোস ছিল শুধু সে ডাবল সেঞ্চুরি করতে না পারাটা। বাকিরাও খুবই চমৎকার খেলেছেন। মুশফিকুর রহিম এ জয়কে তিনি এ দেশের সব মানুষের জন্য উৎসর্গ করেছেন। আর এ টেস্ট জয়ে তাঁর অনবদ্য ১৯১ রানের ইনিংস খেলার জন্য ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তিনি পুরস্কারের টাকাগুলো বন্যার্তদের জন্য দিয়ে দিবেন। বড় মনের মানুষ হলে এমনটি করতে পারেন, তা বলাই বাহুল্য এখানে। হঠাৎ আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর যখন চারদিকে বন্যায় জর্জরিত বাংলাদেশের মানুষ, ঠিক তখনই আমাদের দামাল ছেলেরা পাকিস্তানে গিয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচটি জিতে। যার জন্য দুঃখের ভেতরও কিছুটা আনন্দ পায় জাতি। আর এ ম্যাচ জয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ দল সামনে আবার বেশ ভালোভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে বলে মনে হচ্ছে। এ টেস্ট জয়টির মাধ্যমে জাতি আবারও আরেকবার আনন্দ পেয়েছে, যেটা দেখে খুবই ভালো লাগতেছে। বর্তমান সময়ে এমন একটি টেস্ট ম্যাচ জেতা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন ছিল, যা আমাদের মুশফিকরা করতে পেরেছেন। আমার কাছে মনে হয়েছে, এটি একটি সময়োপযোগী টেস্ট ম্যাচ জিতল বাংলাদেশ দল। চারদিকে যখন আমাদের সমালোচনা চলছিল, ঠিক সে মুহূর্তে দাঁতভাঙা জবাব আমাদের টাইগাররা দিয়ে দিতে পেরেছে পাকিস্তানে গিয়ে। পরিশেষে আবারও আরেকবার আমাদের সব খেলোয়াড়দের আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি চট্টগ্রামবাসীর পক্ষ থেকে। জয় হোক বাংলার ক্রিকেটের।

সুয়াইবা আলম
প্রযত্নে- গ্রিন ভ্যালী হাউজিং সোসাইটি,
টেক্সটাইল, বায়জিদ, চট্টগ্রাম ৪২০৯।

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সংখ্যার প্রচ্ছদ

ক্রীড়াজগত কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ

দেশসেরা ক্রীড়া ম্যাগাজিন ক্রীড়াজগত কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই। কেননা উক্ত ম্যাগাজিনটি প্রতি মাসের ১ ও ১৬ তারিখের আগেই বাজারে বের হয়ে যায়। এবং দেশ-বিদেশের ক্রীড়াঙ্গনের খবরাখবর পাঠকদের সঠিকভাবে উপস্থাপন করে ছাপিয়ে পাঠকদের বেশ উপকৃত করে। অনেক সুন্দর ও সাবলীলভাবে প্রতিটি সংখ্যা সাজানো হয়ে থাকে। আর পাঠকদের তো অনেক বেশি মূল্যায়ন করা হয়, সেখানে কুইজমালা, এ ছবি কার, শব্দজটের মতো পৃষ্ঠা তো রয়েছেই, যেগুলো উক্ত ম্যাগাজিনটি আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে সাহায্য করছে। সব কিছু মিলিয়ে মোট কথা অনেক দারুণ একটা ম্যাগাজিন বটে। তাই ক্রীড়াজগত এ জড়িত সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মোহাম্মদ রাফিউল আলম
মোহাম্মদ নগর সোসাইটি
বায়েজিদ, চট্টগ্রাম।

ইতিহাসগড়া অবিস্মরণীয় জয়ে টেস্টে বাংলাদেশের নতুন শুরু

পাকিস্তানের বিপক্ষে তাদেরই মাটিতে টেস্টে অনন্য একটি জয় পেয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। নিঃসন্দেহে এটি বাংলাদেশের জন্য অবিস্মরণীয়। বাংলাদেশের অধিনায়ক শান্ত খেলা শুরুর আগে বিশ্বাস করেছিল এই মাঠে ভালো ফলাফল করা সম্ভব। বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়রা নিজের সবটুকু নিংড়ে দিয়ে অপূর্ব একটি ম্যাচ খেলেছে। অথচ পাকিস্তানের মাটি মানেই বাংলাদেশের টানা পরাজয়! টেস্ট-৫, ওয়ানডে ১২ ও টি-টোয়েন্টি ৩ মিলে ২০০১ সাল থেকে গত ২৩ বছরে স্বাগতিকদের বিপক্ষে ২০টি ম্যাচ খেলে সব কটিতেই হেরেছে! শুধু ২০০৩

রাজনীতিমুক্ত ক্রীড়াঙ্গন চায় জাতি

সেরা চিঠি

স্বাধীনতা লাভের পর অনেক দূর এগিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে আমাদের ক্রীড়াঙ্গন। তারপরও বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী পৃথিবীর অন্য দেশগুলোর তুলনায় আমরা হয়তোবা আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারতাম, যদি না আমাদের ক্রীড়াঙ্গনে রাজনীতি নামক জিনিসটি প্রবেশ না করতো। এখানে কোন রাজনৈতিক দল বা কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করে কিছু লিখছি না। তাই পাঠকদের আবার কিছু মনে না করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রইলো। শুধুমাত্র এদেশের সকল খেলাধুলাকে ভীষণ ভালোবাসি বিধায় এ কথাটি বললাম। যেমন, আমাদের গর্বিত খেলোয়াড় সাকিব ও এদেশের ক্রিকেট ইতিহাসের এখনো সাবেক সেরা অধিনায়ক মাশরাফিরা রাজনীতিতে না জড়ালেও পারতেন। একজন খেলোয়াড় যখন খেলোয়াড়ি জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন তারপরই রাজনীতিতে আসার দরকার বলে আমি মনে করি। আর এখানে আরেকটা বিষয় বলতে হয় যে, এমনিতেই মাশরাফি ও সাকিবের খেলোয়াড়ি জীবনের সম্মানটুকু অনেক উপরে রয়েছে, সে হিসেবে তাঁরা রাজনীতিতে না আসলেও চলতো। অবশ্য এটা তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে আমি তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে ভীষণ ভালোবাসি বিধায় তাঁদের ব্যাপারে লিখলাম। সাকিব তো বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার। সে হিসেবে তাঁর বিশ্বেও আলাদা সম্মান রয়েছে। আমরাও আশা করি তাঁর সম্মানটুকু ক্রিকেট-এর মাধ্যমে জেগে থাকুক, তাঁর প্রাপ্য সম্মানটুকু নষ্ট হোক এটা আমরা কোনদিনও চাই না। আমি মনেকরি, এদেশের ক্রিকেটেকে তিনি এখনো অনেক কিছু দিতে পারবেন বা দেওয়ার রয়েছে। অতীতেও আমরা দেখেছি তিনি দেশকে অনেক কিছু দিয়েছেন তাঁর ক্রিকেট ক্যারিয়ারে। ২০১৯ ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপে তো তিনি এমন অলরাউন্ড পারফরম্যান্স করে বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছিলেন, যেখানে অল্পের জন্য তিনি ম্যান অব দা টুর্নামেন্ট হতে পারেননি। তবে দেশকে তিনি তখন অনেক সম্মানিত করতে পেরেছিলেন। এগুলো তো আর ভুলে গেলে চলবে না। তাঁর মতো এমন গ্রেট ক্রিকেটার একটি দেশে সহজে জন্মে না, আর জন্ম নিলেও তা অনেক অনেক বছর সময় লাগে। কিছুদিন আগে তাঁকে নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, যা আমরা মিডিয়ায় দেখেছি। অবশ্য বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ সবকিছু থেকে তিনি এখন মুক্ত হয়েছেন, যেটা আমাদের ক্রিকেটের জন্য পজেটিভ একটা দিক। এসব থেকে শিক্ষা নিয়ে আশা রাখি তিনি সামনে আরো ভালো খেলবেন ক্রিকেট ময়দানে। তবে, আমি এদেশের সকল খেলোয়াড়ের প্রতি বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি, তাঁরা যেন সবসময় তাঁদের পেশাদারিত্বটা বজায় রেখে সকল ধরনের রাজনীতিকে দূরে রেখে সামনে এগিয়ে যান। আসলে আমরা খেলাধুলাকে খুবই ভালোবাসি, তাই আমরা চাই সবসময়ই রাজনীতিমুক্ত ক্রীড়াঙ্গন। একটি দেশের ক্রীড়ার উন্নতির জন্য রাজনীতিমুক্ত ক্রীড়াঙ্গন খুবই জরুরি। তাহলেই এদেশের সকল ধরনের খেলাধুলা এগিয়ে যেতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এখানে আরেকটি কথা মনে পড়ে যায়, সেটা হলো ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ শেষে ফরাসি খেলোয়াড় এমবাপ্পের বাবা বলেছিলেন, 'আমার ছেলে যদি আজ তার জন্মভূমি আলজেরিয়াতে থাকতো তাহলে সে এত বড় বিশ্বমাপের খেলোয়াড় হতে পারতো না সেখানকার দুর্নীতির জন্য। আজ ফরাসি লিগে খেলার কারণে আস্তে আস্তে সে এত বড় খেলোয়াড় হতে পেরেছে।' এ কথায় বুঝা যায়, একটি দেশে দুর্নীতি বা খেলাধুলাতে রাজনীতি প্রবেশ করলে সে দেশের খেলাধুলা বেশিদূর এগিয়ে যেতে পারে না। তাই আমরা চাই, সবসময়ই সব খেলাধুলা থাকুক রাজনীতির ঊর্ধ্বে। আমার এ চিঠি পড়ে কেউ মনে কষ্ট পেয়ে থাকলে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন দয়া করে। জয় হোক এদেশের ক্রীড়াঙ্গনের।

মোহাম্মদ রাসেদুল আলম
ঠুকু ভিলা, গ্রিন ভ্যালি সোসাইটি
টেক্সটাইল, বায়জিদ, চট্টগ্রাম -৪২০৯।

সেরা চিঠি লেখককে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ক্রস চেক/বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ অক্টোবর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। - সম্পাদক

সালের সেপ্টেম্বরে মুলতান টেস্ট বাদে বাকি সব কটি ম্যাচ লড়াই করা তো দূরে থাক, বাজেভাবে পরাজিত হয়েছে। তা-ও আবার মুলতান টেস্টে জিততে জিততে মাত্র ১ উইকেটে হেরে গিয়েছিল বাংলাদেশ। অথচ এবার শান্তর নেতৃত্বে আগ্রাসী ক্রিকেট খেলে প্রথম ম্যাচেই ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে শান মাসুদের দলকে উড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান বধ করে বাংলাদেশ করেছে টেস্ট ম্যাচ জয়ের উল্লাস। আশা করি, এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

মো. মামুনুর রশিদ
মেসার্স ইসমাইল স্টোর
৪নং বসুপাড়া মেইন রোড, খুলনা।

অপেক্ষা হামজা চৌধুরীর

জামাল ভূঁইয়া, তারিক কাজীর পর ফুটবলপ্রেমীদের চোখ এখন সিলেটের গর্ব ইংলিশ বয়সভিত্তিক দলে খেলা হামজা চৌধুরীর দিকে। বাংলাদেশ পাসপোর্ট হাতে এসেছে। এখন অপেক্ষা জাতীয় দলে অভিষেক। হামজা এলে জাতীয় দলের উন্নতি হবে সন্দেহ নেই। জাতীয় দলে ৮-১০ বছর ধরে কোনো স্ট্রাইকার নিয়মিতভাবে নেই। একবার বিশ্বকাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে জার্মানির বিপক্ষে ৩ গোলে এগিয়ে থেকে ৪ গোলে পরাজিত হয় প্রতিপক্ষ দলটি। বিশ্বকাপ ফুটবলে বাছাইপর্বে ভারতের বিপক্ষে ৮৭ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে থেকেও কর্নার থেকে গোল খেয়ে ১-১ গোলে ড্র। গোয়া সাফ গেমসে দুই দেশের অনুপস্থিতিতে ৫ জাতি ফুটবলে নেপালের সঙ্গে সেই ৮৭ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে থেকে ড্র করে ফাইনালে উঠা হলো না। বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবলে সর্বোচ্চ ৫ বার, জাতীয় দলে সর্বোচ্চ ২৫ গোল করা শেখ আসলামের মতো শূন্যে উঠে ব্যাক ভলির গোল, নকিবের মতো শুয়ে পড়ে, দর্শনীয় হেডে গোল করা এখনকার স্ট্রাইকাররা জানেনই না, চেষ্টাও করেন না। সেট পিস থেকে গোল খাওয়ার অভ্যাস থেকে দূর হয়েছে, স্ট্রাইকারদের গোল করার কঠোর পরিশ্রম, অনুশীলন করা উচিত।

মো. জাকির উল্লাহ পাতা
সাধারণ সম্পাদক
ক্রীপাফো, ঢাকা জেলা।

৪৮ বর্ষ ৫ সংখ্যার সেরা চিঠি লেখক
তোহা বকর

মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং রেখা বেগমের জন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি

৪৮ বর্ষ, সংখ্যা ৫ (সেপ্টেম্বর ১৬, ২০২৪) সংখ্যা 'ক্রীড়াজগত'-এর 'সম্পাদনা পরিষদ' কিছুটা ব্যতিক্রম ঠেকল! কিছু একটা যেন অনুপস্থিত। হ্যাঁ, ধরতে পারলাম- 'দুটি নাম নেই!' প্রথমজন কম্পিউটার গ্রাফিকসের মো. মহিউদ্দিন চৌধুরী আর দ্বিতীয়জন অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর রেখা বেগম। আমার মতো অতি সাধারণের দৃষ্টিতে এসব আসার কথা নয়, দীর্ঘদিনের পাঠাভ্যাসের কারণে হয়তো ব্যাপারটা অধরা থাকেনি আমার নজরের। বলে রাখি, সম্পাদকীয় কলামটি খুব গুরুত্ব সহকারেই পড়া হয় আমার। প্রশ্ন হলো- 'এই দুটি নাম কি ভুলে ছাপা হলো না?' নাহ্; এটা হওয়ার নয়। জটটি খুলতে সময়ও লাগল না। সংখ্যাটির ৪০তম পৃষ্ঠায় পাওয়া গেল 'কষ্টদায়ক' সচিত্র প্রতিবেদনটি। 'বিদায়ী সম্মাননা' শিরোনামের পুরো এই ৪০তম পৃষ্ঠাজুড়ে ক্রেস্ট এবং প্রীতি উপহার হাতে স্বভাবসুলভ ব্যক্তিত্বে শ্রদ্ধেয় মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং রেখা বেগমকে পাওয়া গেল। রেখা বেগমের সঙ্গে আমার পরিচিতি নেই। তবে ভালো লাগছে ক্রীড়াজগতের মতো 'সুবিশাল প্ল্যাটফর্ম' ছেড়েছেন তিনি, জাতির জন্য 'শ্রেষ্ঠ সন্তান বিনির্মাণে' নিয়োজিত হয়ে তথা শিক্ষকতা পেশায় যোগ দিয়েছেন বলে। তিনি সফল এবং সার্থক হোন–এ প্রত্যাশায় তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনে সিক্ত করছি। কিন্তু মহিউদ্দিন চৌধুরী? তাঁকে তো অত সহজে ছেড়ে কথা বলা যাবে না। প্রায় তিন দশক নীরবে-নিভৃতে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সঙ্গে 'ক্রীড়াজগত'-এ কাজ করা এই ভদ্রলোক ক্রীড়াজগতেরই ৪০তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে আমার মতো একেবারেই সাধারণ একজনকে যে অসাধারণভাবে বরণ করে নিয়ে সম্মানের চূড়া পর্যন্ত আরোহণ করিয়েছেন, তা তো কখনো ভোলার নয়। শত ব্যস্ততার মধ্যেও অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি আমরা বেশ কয়েকজন লেখককে সসম্মানে এমনভাবে আগলে রেখেছেন, যেন আমরা তাঁর 'ব্যক্তিগত স্বজন-প্রিয়জন।' তার পর থেকে অনেকবার তাঁর সঙ্গে ফোনালাপ হয়েছে, ক্রীড়াজগত নিয়ে, লেখালেখি নিয়ে। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও তো একবারের জন্য বললেন না, বিদায়বেলার সন্নিকটে তিনি। আমি যখন ঢাকা ছিলাম, ক্রীড়াজগত অফিসে বেশ অনেকবার গিয়ে নিজের হাতে লেখা দিয়ে আসতাম। কিন্তু নিজেকে পরিচিত করিনি কারও কাছে, সম্পাদক সাহেবকে চিনলেও, নিজেকে লুকিয়ে রেখেছি স্বভাবসুলভায়। আর কাউকে ঠিক সেভাবে চিনতামও না। বেশ অনেক বছর পর মহিউদ্দিন চৌধুরী নিজে থেকেই আমাকে কল দিয়েছিলেন প্রথমে। তারপর সবকিছু ছাপিয়ে আমার মনে হতো- 'ক্রীড়াজগত মানে মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং মহিউদ্দিন চৌধুরী মানে ক্রীড়াজগত।' পাঠক, লেখক এবং ক্রীড়াজগতের স্বার্থে এই সহজ-সরল এবং ব্যক্তিত্ববান লোকটিকে আরও কিছু যৌক্তিক সময় চুক্তিভিত্তিক আটকে রাখার খবর পেলে ভালোই লাগত। সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন দেখে এমন একটি সুখবর প্রাপ্তির লোভ সংবরণ করতে পারছি না। উল্লেখ্য, 'দৈনিক সমকাল'-এর ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সংখ্যার প্রধান প্রতিবেদন- 'সরকারি চাকরিতে প্রবেশ ও অবসরের বয়স বাড়ছে। আবেদনের বয়স ৩২, অবসরের ৬২ বছর হতে পারে।' শ্রদ্ধেয় মহিউদ্দিন চৌধুরীর বাকি জীবন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন সুস্থতায়, সুখে, শান্তিতে এবং পরমানন্দে অতিবাহিত করুন। আমিন।

মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্
প্রযত্নে- ওবায়েদ উল হক ভবন (২য় তলা), গ্রাম- জামালপুর, বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম-৪৩২৬।

শ্রীলঙ্কা সফরে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাফল্য

বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের শ্রীলঙ্কা সফর ছিল এক বিশাল সাফল্যের অধ্যায়। এই সফরে বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটাররা তাদের ক্রীড়াদক্ষতা এবং মনোবল দিয়ে একটি নতুন মাইলফলক সৃষ্টি করেছে। তাদের সাফল্য কেবলমাত্র একটি টুর্নামেন্টে জয় নয়, বরং একটি বৃহত্তর ধারায় বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটের উত্থানের প্রতীক। শ্রীলঙ্কার মাটিতে এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল একটি আন্তঃজাতীয় সিরিজ খেলা, যা ছিল বাংলাদেশের নারী ক্রিকেট দলের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দলের দুর্দান্ত দক্ষতা এবং তাদের ঘরের মাঠের সুবিধা বাংলাদেশের জন্য একটি কঠিন প্রতিযোগিতা তৈরি করেছিল। বাংলাদেশের নারী ক্রিকেট দল টি-২০ সিরিজে নিজেদের শক্তিশালী পারফরম্যান্স প্রদর্শন করেছে। তারা সিরিজের তিনটি ম্যাচের মধ্যে দুইটি ম্যাচ জিতে সিরিজ জয় নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশের বোলারদের কার্যকর বোলিং এবং ব্যাটসম্যানদের সুশৃঙ্খল ব্যাটিংয়ে শ্রীলঙ্কার দল চাপে পড়েছিল। ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশ দল একটি ঐতিহাসিক জয় লাভ করেছে। দলটি সিরিজে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জয় নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশের অলরাউন্ডারদের কার্যকর ভূমিকা এবং দলের ব্যাটিং-বোলিং সেলস একত্রিতভাবে এ জয় নিশ্চিত করতে সাহায্য করেছে। বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের পারফরম্যান্স ছিল প্রশংসনীয়। দলের প্রধান খেলোয়াড়রা যেমন নিগার সুলতানা, সালমা খাতুন এবং জাহানারা আলম তাদের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার মাধ্যমে দলের উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষ করে, দলের বোলিং আক্রমণ এবং মিডল অর্ডার ব্যাটিং শ্রীলঙ্কার দলের বিরুদ্ধে তাদের শক্তির প্রদর্শন করেছে। এই সফরের সাফল্য বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বিশ্লেষকরা এবং ভক্তরা এই অর্জনকে বাংলাদেশের ক্রিকেটের উন্নতির একটি শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে দেখছেন। শ্রীলঙ্কার মাটিতে এই সাফল্য বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটের দক্ষতা ও মানের প্রমাণ এবং দেশের ক্রিকেটের উন্নতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। শ্রীলঙ্কা সফরে বাংলাদেশের নারী ক্রিকেট দলের সাফল্য কেবলমাত্র একটি সিরিজ জয় নয়, বরং এটি বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা। এই সাফল্য দলের প্রতিভা এবং কঠোর পরিশ্রমের ফল এবং দেশের নারী ক্রিকেটের অগ্রগতির একটি দৃঢ় প্রমাণ।

রাশেদ আহমেদ
চ-১৩৫, গুপিপাড়া, উত্তর বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

৪৮ বর্ষ ৪ সংখ্যার সেরা চিঠি লেখক
সাবিকুন নাহান ঐশী

সুদিনের বাতাস বইছে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে

● মোরসালিন আহমেদ ●

দীর্ঘদিনের বৈষম্য দূরীকরণে ক্রীড়াঙ্গনে সুদিনের বাতাস বইতে শুরু করেছে। শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর নতুন করে দেশের খেলাধুলা পুনর্গঠনে চেষ্টা করছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। যে কারণে সবার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে দুর্নীতিমুক্ত-রাজনীতিমুক্ত ক্রীড়াঙ্গন দেখতে। দীর্ঘ ১৬ বছরের বৈষম্য দূরীকরণে অনেকের কাছে বিষয়টি ধীরগতির মনে হলেও বাস্তবে তা সত্য নয়। ভালো কাজে সফল হতে গেলে বাস্তবতার নিরিখে একটু ধৈর্যধারণ করতেই হবে। নইলে যে লাউ সেই কদু পরিণত হবে। তাই স্বচ্ছতার সঙ্গে খেলাধুলার আঙিনা সাজছে বলে খানিকটা ধীরগতির মনে হচ্ছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এখনো দুই মাস পেরোয়নি। এর মধ্যে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার নেতৃত্বে সংস্কারপ্রক্রিয়া জোরকদমে এগিয়ে চলেছে। এমন কি ক্রমশ : সংস্কারপ্রক্রিয়া দৃশ্যমান হতে শুরু করছে। সেই তৃণমূল থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় সমানতালে প্রয়োজনীয় সংস্কার চলমান রয়েছে। সর্বজন গ্রহণযোগ্য ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক আর ক্রীড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা আর মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কমিটি গঠন এখন চূড়ান্ত পর্যায় রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, জাতীয় পর্যায় ইতোমধ্যে বিদ্যমান ক্রীড়া ফেডারেশন, অ্যাসোসিয়েশন, বোর্ড, সংস্থাসমূহের মনোনীত সভাপতিদের প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে যোগ্যতার মাপকাঠিতে সংশ্লিষ্ট ফেডারেশনগুলোয় নতুন সভাপতি নিয়োগে উচ্চপর্যায় বিবেচনাধীন রয়েছে। একই সঙ্গে বিতর্কিত সাধারণ সম্পাদকদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

শুধু কী তা-ই! সংস্কারপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) কর্মকর্তা ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যাঁরা বিভিন্ন ফেডারেশনের পদে ছিলেন, তাঁদেরও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এমন কি পাঁচ সদস্যের সার্চ কমিটি প্রতিটি ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের প্রকৃতচিত্র তুলে আনতে প্রতিনিয়ত সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সমস্যা জানার চেষ্টা করছেন। সেই সঙ্গে কীভাবে খেলাধুলার মানোন্নয়ন ও সাফল্য অর্জন সম্ভব, তা নির্ধারণে শীর্ষপর্যায় প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উপস্থাপনে কাজ করে চলেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা শুধু ক্রীড়াঙ্গনের সংস্কারপ্রক্রিয়া নিয়েই বসে নেই, নিজ দপ্তরে কাজের গতি আর প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনতে নানা রকম উদ্যোগও নিয়েছেন। সেই উদ্যোগের অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয়, এনএসসি ও ক্রীড়া পরিদপ্তরে রদবদলও দেখা গেছে। কাজেই গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত সর্বত্রই সংস্কারপ্রক্রিয়া সমানভাবে এগিয়ে চলছে। এরই মধ্যে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমের ক্রীড়া সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে ক্রীড়াঙ্গনের প্রকৃতচিত্র জানার চেষ্টা করেছেন উপদেষ্টা। সেই সঙ্গে ক্রীড়াঙ্গনের সার্বিক উন্নয়নে ক্রীড়া সংগঠক, খেলোয়াড়, কোচ, রেফারি এমন ব্যক্তিবর্গের কাছেও ক্রীড়ার মূল সমস্যা জানার চেষ্টা চলছে। সর্বোপরি তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় বৈষম্য দূরীকরণ আর দুর্নীতি উপুড়ে ফেলতেই ক্রীড়াঙ্গনে এই সংস্কারপ্রক্রিয়া। এমন নতুনত্ব আর ভিন্নতার কারণে ক্রীড়াপ্রেমীরা ক্রীড়াঙ্গন নিয়ে এবার ভীষণ আশাবাদী। তাদের প্রত্যাশা অতীতের মতো রাজনৈতিক বলয়ে নয়, বরং সর্বজন গ্রহণযোগ্য প্রকৃত ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক আর ক্রীড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গদের নিয়েই ক্রীড়াঙ্গনে আগামী দিনের পথচলা শুরু হবে।

এদিকে গত ১০ সেপ্টেম্বর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে একসঙ্গে ৪২টি ক্রীড়া ফেডারেশন এবং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন, শুটিং স্পোর্টস ফেডারেশন, হ্যান্ডবল ফেডারেশন, জুডো ফেডারেশন, কারাতে ফেডারেশন, তায়কোয়ানদো ফেডারেশন, টেবিল টেনিস ফেডারেশন, জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশন, বাস্কেটবল ফেডারেশন, আর্চারি ফেডারেশন, মহিলা ক্রীড়া সংস্থা, বক্সিং ফেডারেশন, বধির ক্রীড়া সংস্থা, বাশাআপ অ্যাসোসিয়েশন, রাগবি ফেডারেশন, ফেন্সিং ফেডারেশন, বেসবল সফটবল অ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশনাল প্যারালিম্পিক কমিটি, সার্ফিং অ্যাসোসিয়েশন, মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন, চুকবল অ্যাসোসিয়েশন, সেপাক টাকরো অ্যাসোসিয়েশন, জুজুৎসু অ্যাসোসিয়েশন, প্যারা আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন, ভারোত্তোলন ফেডারেশন, উশু ফেডারেশন, ক্যারম ফেডারেশন, সাইক্লিং ফেডারেশন, টেনিস ফেডারেশন, কুস্তি ফেডারেশন, রোলার স্কেটিং ফেডারেশন, কান্ট্রি গেমস অ্যাসোসিয়েশ, থ্রো বল অ্যাসোসিয়েশন, ভলিবল ফেডারেশন, স্কোয়াশ র‍্যাকেটস ফেডারেশন, রোইং ফেডারেশন, আন্তর্জাতিক তায়কোয়ানদো অ্যাসোসিয়েশন, ঘুড়ি অ্যাসোসিয়েশন, অ্যাথলেটিকস ফেডারেশন, খিউকুশিন কারাতে অ্যাসোসিয়েশন, খো খো ফেডারেশন ও মার্শাল আর্ট কনফেডারেশন।

একাধিক সূত্র জানায়, সহসাই কিছু কিছু ফেডারেশনে নতুন সভাপতি আসতে পারেন। এ ক্ষেত্রে যাঁদের স্পোর্টসের প্রতি ভালোবাসা আছে, খেলাধুলার সঙ্গে সম্পৃক্ততা আছে এমন ক্রীড়াবান্ধব সংগঠকদের সভাপতির চেয়ারে বসানোর প্রক্রিয়া চলছে। ফেডারেশনগুলোকে রাজনৈতিক বলয় থেকে বের করতে আনতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনে নতুন কমিটি গঠনে চিন্তা-ভাবনা চলছে। পুরো বডি পরিবর্তনে ক্রীড়া নীতি-নির্ধারকরা আরও একটু সময় নিয়ে এগোতে চাচ্ছেন। তবে দীর্ঘদিন ধরে সুবিধাবঞ্চিত ক্রীড়া সংগঠকেরা এ ক্ষেত্রে দ্রুত কার্যকর ভূমিকা দেখতে চাচ্ছেন। যে কারণে তাঁরা প্রতিনিয়ত স্টেডিয়ামপাড়ায় একের পর এক মানববন্ধন করে চলেছেন। যেসব ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনে বর্তমানে অ্যাডহক কমিটি রয়েছে, তা ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটির মাধ্যমে অন্তত পরিবর্তনের ছোঁয়া দেখতে চাচ্ছেন। এরপর না হয় যেসব নির্বাচিত কমিটি রয়েছে, সেগুলো ধাপে ধাপে ভেঙে দিয়ে কমিটি গঠনের দাবি উঠেছে। এর ফলে কবে কখন কমিটি ভেঙে ফেলা হয় এ আতঙ্কে ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনগুলোকে ততটা সচল দেখা যাচ্ছে না। অনেকে আবার রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গ্রেপ্তার হয়েছেন, আত্মগোপনে রয়েছেন, কেউবা আবার আসাই বাদ দিয়ে দিয়েছেন। ফলে ক্রীড়াঙ্গনে একটা স্থবিরতা লক্ষ করা যাচ্ছে। কার্যত জুলাইয়ে ছাত্র আন্দোলনের পর থেকে ঘরোয়া খেলাধুলা একরকম বন্ধই রয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ৮ আগস্ট নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। দেশের প্রতিটি সেক্টরের মতো ভঙ্গুর ক্রীড়াঙ্গন পুনর্গঠনে বর্তমানে সংস্কারপ্রক্রিয়া চলছে। সবার ধারণা ছিল সংস্কারের পাশাপাশি দেশের ক্রীড়াঙ্গন সচল হয়ে উঠবে। তবে অপ্রিয় হলেও সত্যি জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জাতীয় পর্যায় এই তিন মাস কোথাও তেমন খেলাধুলা লক্ষ্য করা যায়নি। এমন কি তৃণমূল পর্যায়ও তা পরিলক্ষিত হয়নি।

তবে এ সময়ের মধ্যে অবশ্য হাতে গোনা কিছু কিছু ক্রীড়া ফেডারেশনকে দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। এর মধ্যে জাতীয় ক্রিকেট দলের

পাকিস্তান সফর, পরবর্তী সময়ে ভারত সফর, নারী ক্রিকেট দলের শ্রীলঙ্কা সফর, জাতীয় ফুটবল দলের ভুটান সফর, বয়সভিত্তিক দলের নেপাল, ভুটান ও ভিয়েতনাম সফর, জাতীয় দাবা দলের অলিম্পিয়াডে অংশ নিতে হাঙ্গেরি সফর, স্কোয়াশ দলের নেপাল সফর, আর্চারি দলের তাইওয়ান সফর। শুধু অংশগ্রহণই নয়, জাতীয় ক্রিকেট দলের পাকিস্তানে টেস্ট সিরিজ জয় আর নেপালে সাফ অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল দলের শিরোপা জয় ছিল অন্যতম। সাফল্যের বিপরীতি আবার ব্যর্থতাও ছিল। যেমন দাবা দলের চরম ভরাডুবি হয়েছে হাঙ্গেরিতে। দাবা অলিম্পিয়াডের ইতিহাসে বাংলাদেশ দল এবার সবচেয়ে বাজে রেজাল্ট করেছে। ওপেন বিভাগে ৭৮তম ও নারী বিভাগে ৮১তম হয়ে দেশবাসীকে লজ্জায় ডুবিয়েছে। অন্যদিকে দেশেও বেশ কিছু আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট হওয়ার কথা ছিল। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় কুস্তি ফেডারেশনের পাঁচ জাতির আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজনের কথা ছিল। সেটি আপাতত স্থগিত রয়েছে। কবে এ আসর বসবে, তা নিশ্চিত করতে পারেনি ফেডারেশনটি। সেপ্টেম্বরে ঢাকায় প্রথমবারের মতো কমনওয়েলথ কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপের স্বাগতিক ছিল কারাতে ফেডারেশন। কিন্তু তাদের অদূরদর্শিতার কারণে আন্তর্জাতিক কারাতে ফেডারেশন ভেন্যু সরিয়ে নিয়েছে। খেলোয়াড়দের জার্মানি সফরে পাঠাতে চেয়েছিল হকি ফেডারেশন। দল প্রেরণে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ায় পাঠানোই সম্ভব হয়নি। এমন কি ঢাকায় টি-টোয়েন্টি নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেট হওয়ার কথা থাকলেও প্রস্তুতির জন্য বিসিবি পর্যাপ্ত সময় না পাওয়ার আইসিসি তা অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছে।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনও সচল করতে পারেননি বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। মধ্য আগস্ট থেকে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে এলেও তাঁদের আন্তরিকতার অভাবে জাতীয় পর্যায়ের খেলাধুলা মাঠে গড়াতে পারেনি। এমন কি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট সামনে রেখে যে ক্যাম্প চলছিল, তা-ও বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এর ফলে ক্রীড়াবিদরা এ মুহূর্তে অনেকটা অলস সময় পার করছেন। আগস্টে জাতীয় কাবাডি ও পরবর্তী সময়ে নারী করপোরেট কাবাডি লিগ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ফেডারেশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে অপসারণ করায় অন্য কোনো কর্মকর্তা দায়িত্ব নিয়ে আসর দুটিতে আলোর মুখ দেখাতে পারেননি। সেপ্টেম্বরে জাতীয় যুব আর্চারির শিডিউল থাকলেও তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছাত্র-জনতার জুলাইয়ে আন্দোলনে প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগটিও ফের শুরু করতে পারেনি লিগ কমিটি। বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাঁতার ফেডারেশনের ক্যাম্প বন্ধ রয়েছে। এমনকি তাদের পূর্বনির্ধারিত সেপ্টেম্বরে জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে নভেম্বর করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনে কম-বেশি একই অবস্থা বিরাজ করছে। অনেক ফেডারেশনের কর্মকর্তারা বলছেন বিভিন্ন ক্রীড়া অবকাঠামোয় আর্মি ক্যাম্প থাকায় এ মুহূর্তে তাদের পক্ষে টুর্নামেন্ট আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না। যদিও তাদের এ রকম খোঁড়া যুক্তি হাস্যকর। ইচ্ছা থাকলে, আন্তরিকতা থাকলে বিকল্প ভেন্যুতেও টুর্নামেন্ট করা যায়- এটি মনে হয় সম্ভবত তারা ভুলেই গেছেন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে- বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

এদিকে পাকিস্তান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (পিওএ) দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম ক্রীড়া উৎসব 'এসএ গেমস' আয়োজনের সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করেছে। এ গেমস সামনে রেখে ইতোমধ্যে পিওএ সাউথ এশিয়ান অলিম্পিক কাউন্সিলের (এসএওসি) সদস্য দেশগুলোকে তা অবহিত করেছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী বছরের ১-১২ ফেব্রুয়ারি ১৪তম এসএ গেমস আয়োজন করতে চাচ্ছে স্বাগতিক পাকিস্তান। সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা শেষে স্বাগতিকরা ২৮টি ডিসিপ্লিন চূড়ান্ত করেছে। এসব ডিসিপ্লিনগুলো হচ্ছে আর্চারি, অ্যাথলেটিকস, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, বক্সিং, ক্রিকেট, ফুটবল, গলফ, হ্যান্ডবল ও বিচ হ্যান্ডবল, হকি, জুডো, কাবাডি (ম্যাট) কারাতে, খো-খো, রাগবি, শুটিং, স্কোয়াশ, সাঁতার, টেবিল টেনিস, তায়কোয়ানদো, টেনিস, টাইথলন, ভলিবল ও বিচ ভলিবল, ভারোত্তোলন, কুস্তি, উশু, রোইং ও ব্লিলিয়ার্ড। এ ছাড়া বিবেচনাধীন রয়েছে বেসবল, সাইক্লিং, ফেন্সিং, জিমন্যাস্টিকস ও কাবাডি (সার্কেল)। এর ফলে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য মাত্র চার মাসের মতো সময় পাচ্ছে। তাই সঙ্গত কারণেই ফেডারেশনগুলোর এখনি জেগে উঠা প্রয়োজন। গেমসে ভালো করতে হলে, সাফল্য পেতে হলে- দীর্ঘমেয়াদি বিশেষ প্রস্তুতির একটা ব্যাপার-স্যাপার আছে। তাই কালবিলম্ব না করে দ্রুতসময়ের মধ্যে আবাসিক ক্যাম্প শুরু করা জরুরি। তার আগে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন কোন কোন ডিসিপ্লিনে অংশগ্রহণ করবে, সে সিদ্ধান্ত দরকার। এদিকে ক্রীড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত অভিজ্ঞমহল মনে করেন, সার্চ কমিটি ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনগুলোর সংস্কার ও পুনর্গঠনে যে গুরু দায়িত্ব পালন করছেন, তা যত দ্রুত পুনর্গঠিত হবে, তত দ্রুতই দেশের খেলাধুলায় প্রাণ ফিরে পাবে। বর্তমানে যেভাবে তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় সংস্কারপ্রক্রিয়া চলছে, তাতে সহসাই দুর্দিন কাটিয়ে সুবাতাসের ইঙ্গিত দিচ্ছে দেশের ক্রীড়াঙ্গন। এ সুদিনের অপেক্ষায় এখন দেশবাসী।

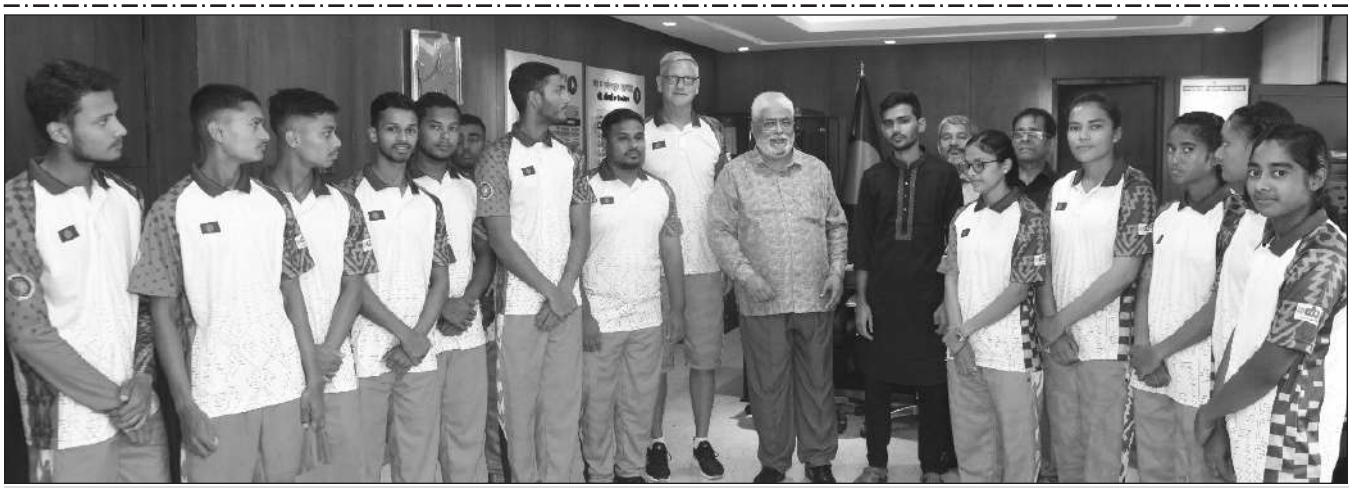

২৭ সেপ্টেম্বর হতে ৩ অক্টোবর চাইনিজ তাইপে এশিয়ান ইয়ুথ আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণকারী দল যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার সাথে তাঁর দপ্তরে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন আর্চারি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কাজী রাজীব উদ্দীন আহমেদ চপল, প্রশিক্ষক মার্টিন ফ্রেডরিক।

শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়ে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি উভয় সংস্করণের সিরিজই জিতে এসেছে বাংলাদেশ ‘এ’ নারী ক্রিকেট দল

শ্রীলঙ্কা সফরে বাংলাদেশ নারী ‘এ’ দলের সাফল্য

● মো. রেজাউল হক ●

বাংলাদেশ ‘এ’ নারী ক্রিকেট দল শ্রীলঙ্কা সফরে দারুণ সাফল্য পেয়েছে। লঙ্কান ‘এ’ নারী দলকে হারিয়ে জিতে নিয়েছে ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি উভয় সংস্করণের সিরিজ। পুরো সফরে এক ম্যাচ হারের বিপরীতে বাংলাদেশি মেয়েরা জিতেছে ৫ ম্যাচ এবং বৃষ্টির কারণে একটি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়। নামেই ‘এ’ দল! মূলত উইমেন্স টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে আদর্শ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে রাবেয়া খানকে অধিনায়ক করে ‘এ’ দলের মোড়কে ‘প্রায়’ জাতীয় দলটাই পাঠানো হয় শ্রীলঙ্কায়। নিগার সুলতানা জ্যোতি থেকে শুরু করে নাহিদা আক্তার, রিতু মনি, সোবহানা মোস্তারি, ফাহিমা খাতুন ও জাহানারা আলম; টাইগ্রেস স্কোয়াডের কে ছিলেন না ওই দলে। শ্রীলঙ্কা সফর করে আসা দলের বেশির ভাগ খেলোয়াড় নিয়েই নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে গেছে বাংলাদেশ।

সফরের প্রথম ওয়ানডে ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে টস ছাড়াই পরিত্যক্ত হয়। ফলে ২ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজটি পরিলত হয় এক ম্যাচের সিরিজে। প্রকৃতির বাধায় ২০ ওভারে নেমে আসা দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দুই লেগ স্পিনার ফাহিমা খাতুন (২/১০) ও রাবেয়া খানের (২/১৮) দুর্দান্ত বোলিংয়ে শ্রীলঙ্কা ‘এ’ দল করতে পারে ৫ উইকেটে ১১৩। ওপেনার দিলারা আক্তারের ৩৪ বলে ৪৭ ও মুর্শিদা খাতুনের ৩৪ বলে ৩০ রানের সুবাদে ২ ওভার ও ৭ উইকেট হাতে রেখে অনায়াসে জিততে কোনোই সমস্যা হয়নি বাংলাদেশি মেয়েদের। এরপর মাঠে গড়ায় ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। প্রথম ম্যাচে লঙ্কান মেয়েদের ৭ উইকেটে ১১২ রানে আটকে রাখার ক্ষেত্রে মুখ্য অবদান রাখেন ১২ রান খরচে ৩ উইকেট শিকার করা ফাহিমা খাতুন। এ ছাড়া জাহানারা, সুলতানা, রাবেয়া ও রিতু প্রত্যেকেই ১টি করে উইকেট পান। পরে শামীমা সুলতানার ৪৪ বলে ৪৮ ও সোবহানা মোস্তারির ৩১ বলে ২৮ রানের ওপর ভর করে ১৮.৫ ওভারে ৭ উইকেটে জয় নিশ্চিত করে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ১০৪ রানের ব্যবধানে লঙ্কান মেয়েদের বিধ্বস্ত করে ছাড়ে রাবেয়া বাহিনী। বাংলাদেশ অধিনায়ক ২.৪ ওভারে মাত্র ৪ রান খরচে তুলে নেন ৪ উইকেট, ২টি করে উইকেট পান সুলতানা ও ফাহিমা এবং ১টি জাহানারা। ১৬.৪ ওভারে ৬০ রানেই গুটিয়ে যায় স্বাগতিকদের ইনিংস। এর আগে প্রথমে ব্যাটিং করে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৬৪ রানের বড় সংগ্রহ গড়েছিল বাংলাদেশ ‘এ’। সাথী রানী ৪০ বলে ৫০, সোবহানা মোস্তারির ৩৯ বলে ৩৯ ও নিগার সুলতানা জ্যোতি ২৪ বলে অপরাজিত ৩৪ রান করে দলের স্কোর সমৃদ্ধ করেন। তৃতীয় ম্যাচে ৯৭ রানের পুঁজি নিয়েও বোলারদের দাপটে ১০ রানের জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ। সাথী রানী (২৬), রিতু মনি (২৫), দিলারা আক্তার (১৩) ও নিগার সুলতানা (১২) ছাড়া আর কেউ দুই অঙ্কের কোটায় যেতে পারেননি। লঙ্কান মিডিয়াম পেসার মালসা সেহানীর তাণ্ডবে (৪-০-১২-৪) পুরো ২০ ওভার উইকেটে কাটালেও ৯ উইকেটে ৯৭ রানের বেশি করতে পারেনি বাংলাদেশি মেয়েরা। এরপর বোলারদের সম্মিলিত নৈপুণ্যে ৮ উইকেটে ৮৭ রানে আটকে যায় লঙ্কান ‘এ’ দলের ইনিংস। মারুফা (২/১৬), নাহিদা (২/১৬), রাবেয়া (২/২২), ফাহিমা (১/১৩) ও সুলতানা (১/২০); বাংলাদেশের পাঁচ বোলারই দারুণ বল করেছেন। টানা তিন জয়ে দুই ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জয় নিশ্চিত করে ফেলা বাংলাদেশ ‘এ’ দল চতুর্থ ম্যাচে হেরে বসে ১৯ রানে। বোলাররা লঙ্কান মেয়েদের ৫ উইকেটে ১২৪ রানে বেঁধে রাখলেও রান তাড়ায় ব্যর্থতার পরিচয় দেন বাংলাদেশের ব্যাটাররা। ৫৬ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়া বাংলাদেশ ৩ বল আগে অলআউট হয়ে যায় ১০৫ রানে। শামীমা সুলতানা ৩৮, স্বর্ণা আক্তার ২৮ ও তাজ নেহার ১৫ ছাড়া আর কেউ বলার মতো রান পাননি। পঞ্চম ম্যাচ ৮ উইকেটে জিতে অবশ্য শেষটা রাঙিয়ে তোলে বাংলাদেশ ‘এ’ নারী দল এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজ নিজেদের করে নেয় ৪-১ ব্যবধানে। পুরো সফরে বাংলাদেশের মেয়েদের বোলিং ছিল অসাধারণ। কিন্তু ব্যাটিং নিয়ে দুশ্চিন্তা রয়েই গেছে।

এক সারিতে সিরিজের ম্যাচগুলোর ফল...

ম্যাচ	প্রথমে ব্যাটিং	পরে ব্যাটিং	ফল
প্রথম ওয়ানডে	বাংলাদেশ নারী 'এ' দল-	শ্রীলঙ্কা নারী 'এ' দল-	বৃষ্টির কারণে ম্যাচ পরিত্যক্ত
দ্বিতীয় ওয়ানডে	শ্রীলঙ্কা নারী 'এ' ১১৩/৫ (২০)	বাংলাদেশ নারী 'এ' ১১৭/৩ (১৮)	বাংলাদেশ নারী 'এ' দল ৭ উইকেটে জয়ী
প্রথম টি-টোয়েন্টি	শ্রীলঙ্কা নারী 'এ' ১১২/৭ (২০)	বাংলাদেশ নারী 'এ' ১১৪/৩(১৮.৫)	বাংলাদেশ নারী 'এ' দল ৭ উইকেটে জয়ী
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি	বাংলাদেশ নারী 'এ' ১৬৪/৬(২০)	শ্রীলঙ্কা নারী 'এ' ৬০/১০ (১৬.৪)	বাংলাদেশ নারী 'এ' দল ১০৪ রানে জয়ী
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি	বাংলাদেশ নারী 'এ' ৯৭/৯ (২০)	শ্রীলঙ্কা নারী 'এ' ৮৭/৮ (২০)	বাংলাদেশ নারী 'এ' দল ১০ রানে জয়ী
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি	শ্রীলঙ্কা নারী 'এ' ১২৪/৫ (২০)	বাংলাদেশ নারী ১০৫/১০(১৯.৩)	শ্রীলঙ্কা নারী 'এ' দল ১৯ রানে জয়ী
পঞ্চম টি-টোয়েন্টি	শ্রীলঙ্কা নারী 'এ' ৫৪/১০ (১৬.২)	বাংলাদেশ নারী 'এ' ৫৬/২ (১১.৪)	বাংলাদেশ নারী 'এ' দল ৮ উইকেটে জয়ী

মাইলফলকের সামনে চার টাইগ্রেস ক্রিকেটার

● শবনম খান ●

নারীদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশে। কিন্তু দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাক্রম বিচারে বিশ্বকাপের মতো একটা বড় ইভেন্ট আয়োজন নিয়ে দেখা দেয় শঙ্কা। তাই বিশ্বকাপ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সংযুক্ত আরব আমিরাতে। দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ মিস করলেও আইসিসি কর্তৃক আয়োজিত মেয়েদের সবচেয়ে বড় আসরে মাইলফলকের সামনে রয়েছেন বাংলাদেশের চার নারী ক্রিকেটার।

আগামী ৩ অক্টোবর শারজাহতে উদ্বোধনী ম্যাচেই মাঠে নামবে বাংলাদেশ। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করবে টাইগ্রেসরা। ৫ অক্টোবর শারজাহতে বাংলাদেশ নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচটি খেলবে ইংল্যান্ডের সঙ্গে। ১০ অক্টোবর একই ভেন্যুতে নিগার সুলতানারা মুখোমুখি হবেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের। এক দিন পর দুবাইতে বাংলাদেশ লড়বে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।

গ্রুপ পর্ব উতরাতে পারলে খেলতে পারবে আরও ম্যাচ। আপাতত: চারটি ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে নিশ্চিতভাবেই। সেখানে খেলতে নামলেও চারজন টাইগ্রেস ক্রিকেটার নাম লেখাবেন বিভিন্ন মাইলফলকে।

নিগার সুলতানা জ্যোতি

নারীদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বাংলাদেশের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ক্রিকেটার নিগার সুলতানা। যিনি জ্যোতি নামেই বেশি পরিচিত। ২৭ বছর বয়সী এ উইকেটরক্ষক ব্যাটার জাতীয় দলের জার্সি গায়ে ৯৯টি টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। আসন্ন বিশ্বকাপে মাঠে নামলেই শততম টি-টোয়েন্টি খেলার মাইলফলকে নাম লেখাবেন জ্যোতি, যা বাংলাদেশি হিসেবে প্রথম। শুধু এটাই নয়, আরও একটি মাইলফলক রয়েছে জ্যোতির সামনে। তিনি টি-টোয়েন্টিতে ১৯৪৪ রান করেছেন। অর্থাৎ আর মাত্র ৫৬ রান করতে পারলেই দুই হাজারী রান ক্লাবে নাম লেখাবেন। আশা করা যায়, বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চেই জ্যোতি দুটি মাইলফলকেই নাম লেখাবেন।

নাহিদা আক্তার

বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের নিয়মিত প্রতিনিধি। তিনি বল হাতে দলের বড় ভূমিকা রেখে থাকেন। এ পর্যন্ত ৮৭ ম্যাচে দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। শিকার করেছেন ৯৯ উইকেট। আর মাত্র ১টি পেলেই উইকেট শিকারে সেঞ্চুরি করে ফেলবেন নাহিদা। ১০০ উইকেটের মাইলফলকে নাম লেখাবেন বিশ্বকাপের আসরে, যা হবে বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটার হিসেবে প্রথম।

মুরশিদা খাতুন

বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের ওপেনিং ব্যাটার। ২০১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে অভিষেকের পর এখন পর্যন্ত ৪৮টি ম্যাচ খেলেছেন। বিশ্বকাপে মাত্র দুটি ম্যাচে খেলতে

নামলেই ৫০তম ম্যাচ খেলে ফেলবেন। এখানেই শেষ নয়, বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে যদি আর মাত্র ৯০ রান করতে পারেন তাহলে এক হাজার রানের মালিক বনে যাবেন মুরশিদা। অধিনায়ক জ্যোতির মতো তাঁর সামনেও থাকছে দুটি মাইলফলক ছোঁয়ার সুযোগ।

ফাহিমা খাতুন

নারী ক্রিকেট দলের অন্যতম অভিজ্ঞ ক্রিকেটার ফাহিমা। বল হাতে দলে ভূমিকা রেখে থাকেন তিনি। ৮৪টি ম্যাচে লাল-সবুজের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাঁর স্পিন ফাঁদে ফেলে ৪৯টি উইকেট তুলে নিয়েছেন ফাহিমা। আর মাত্র ১টি উইকেট পেলেই ৫০ উইকেট শিকার হয়ে যাবে। বিশ্বকাপে মঞ্চেই সেটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ফাহিমা শুধু বল হাতে নন, লোয়ার অর্ডারে ব্যাট হাতেও দলে ভূমিকা রেখে থাকেন। ৯৩.৪৪ স্ট্রাইক রেটে ৩৮৫ রানও আছে তাঁর সংগ্রহে।

লড়াই জমাতে পারেনি বাংলাদেশ

● মো. মাহবুবুর রশিদ ●

প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়ে ভারতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন পেসার হাসান মাহমুদ (মাঝে)। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় ম্লান হয়ে গেছে বোলারদের অর্জন

পাকিস্তানকে তাদেরই মাটিতে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করে রীতিমতো আকাশে উড়ছিল বাংলাদেশ। উত্তুঙ্গ আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভারতে গিয়ে একেবারে মাটিতে ধপাস করে পড়ল নাজমুল হোসেন শান্তর দল। চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিনে লাঞ্চের আগেই টাইগারদের কপালে জুটেছে ২৮০ রানের বিশাল ব্যবধানে একতরফা হার। ভারতের বিপক্ষে এতটুকু লড়াই জমাতে পারেনি বাংলাদেশ। দুই ইনিংসে ১৪৯ ও ২৩৪ রানে অলআউটের মাশুল দিয়ে ম্যাচে অসহায় আত্মসমর্পণের জন্য বাংলাদেশের ব্যাটসমানরাই উঠবেন কাঠগড়ায়, বোলাররা যদিও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ফিল্ডাররা সহজ কিছু ক্যাচ হাতছাড়া করায় চাপ অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি। ভাগ্যিস ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশকে ফলোঅন করাননি। পুরো ম্যাচের দুটো মুহূর্তেই কেবল বাংলাদেশ স্বস্তিকর অবস্থানে ছিল- প্রথম ইনিংসে ১৪৪ রানে ভারতের ৬ উইকেট তুলে নেওয়ার পর এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ওপেনিং জুটিতে ইতিবাচক মানসিকতায় ৬২ রান তুলে। কার্যত প্রথম ইনিংসে ভারতের পাওয়া ২২৭ রানের লিডই গড়ে দিয়েছে ম্যাচের ফল। নাজমুল হোসেন শান্তর রানে ফেরা ও হাসান মাহমুদের 'ফাইফার' বাদে বাংলাদেশের আর কোনো দলীয় প্রাপ্তি নেই।

চীপকের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামের লাল মাটির সামান্য ঘাসযুক্ত উইকেটে টস জিতে ফিল্ডিং বেছে নেয় বাংলাদেশ। এই মাঠে এর আগে সর্বশেষ কোনো দল টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ১৯৮২ সালে। ৪২ বছর আগে ওই ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে টস জিতে শুরুতে বোলারদের হাতে বল তুলে দিয়েছিলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক কিথ ফ্লেচার। ম্যাচটি ড্র হয়েছিল। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান জানিয়ে বল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন বাংলাদেশের বোলাররা। বিশেষ করে পেসাররা ছিলেন এক কথায় দুর্দান্ত। হাসান মাহমুদ বিধ্বংসীরূপ ধারণ করে একাই তুলে নেন ভারতের প্রথম ৪ উইকেট! একপর্যায়ে ১৪৪ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে রীতিমতো কাঁপছিল ভারত। ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে দলকে উদ্ধার করেন রবীন্দ্র জাদেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন। অবিচ্ছিন্ন থেকে প্রথম দিনের শেষ সেশনে মেরেকেটে খেলে উল্টো বাংলাদেশকে চাপে ফেলে দেন তাঁরা। দ্বিতীয় দিন সকালে তাসকিন আহমেদ ভাঙেন ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে ১৯৯ রানের সপ্তম উইকেট জুটি। ১২৪ বলে ৮৬ রানে জাদেজা ফিরলেও আগের দিনই সেঞ্চুরি করা অশ্বিন আউট হন ১৩৩ বলে ১১৩ রান করে। শেষ পর্যন্ত অলআউটের আগে ৩৭৬ রান করে ভারত। ২২.২-৪-৮৩-৫, বাংলাদেশের প্রথম বোলার হিসেবে ভারতের মাটিতে প্রথমবার টেস্টে 'ফাইফার' অর্জন করেন পেসার হাসান মাহমুদ। তাসকিন নেন ৩ উইকেট, ১টি করে উইকেট পান নাহিদ রানা ও মিরাজ।

ব্যাটিংয়ে নেমে শুরু থেকেই উইকেট বিলিয়ে

বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর ব্যাট থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে আসে ৮২ রান

দিতে থাকেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা। দেখতে দেখতে 'নাই' হয়ে যায় টপঅর্ডার, ৪০ রানে ৫ উইকেট খুইয়ে সেই বিপর্যয়ে পড়ে সফরকারী দল, আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। জসপ্রিত বুমরা (৪/৫০), আকাশ দীপ (২/১৯) ও মোহাম্মদ সিরাজের (২/৩০) গতি ও সুইংয়ে বিভ্রান্ত হয়ে ৪৭.১ ওভারে মাত্র ১৪৯ রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ। সাকিব আল হাসান (৩২), লিটন দাস (২২) ও নাজমুল হোসেন শান্ত (২০) উইকেটে সেট হয়েও ইনিংস বড় করতে পারেননি। মিরাজ অপরাজিত ছিলেন ২৭ রানে। বাংলাদেশের অন্য ২ উইকেট পান রবীন্দ্র জাদেজা।

২২৭ রানের বিশাল লিড পাওয়ার পরও প্রচণ্ড গরমে বোলারদের বিশ্রামের কথা চিন্তা করেই হয়তো বাংলাদেশকে ফলোঅন না করিয়ে নিজেরা দ্বিতীয় দফায় ব্যাটিংয়ে নেমে যায় ভারত। আগের ইনিংসের ভুল শুধরে দুর্দান্ত ব্যাটিং করতে থাকেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। তৃতীয় দিন চার বিরতির খানিক আগে রোহিত শর্মা 'দান' ছেড়ে দেন ৪ উইকেটে ২৮৭ রান তুলে। তরুণ ওপেনার শুবমান গিল অপরাজিত ছিলেন ১১৯ রানে। ১২৮ বলে ১০৯ রানের মারমুখি ইনিংস খেলে দুর্ঘটনার ধকল সামলে লম্বা সময় পর টেস্ট প্রত্যাবর্তন রাঙান উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্ত। মেহেদী হাসান মিরাজ ২টি এবং তাসকিন আহমেদ ও নাহিদ রানা ১টি করে উইকেট পান।

ভালো বল করা তাসকিন আহমেদ দুই ইনিংস মিলিয়ে শিকার করেছেন ৪ উইকেট

জিততে হলে চতুর্থ ইনিংসে বাংলাদেশকে করতে হবে ৫১৫ রান, হাতে সোয়া দুই দিনেরও বেশি সময়; ম্যাচের সম্ভাব্য ফল তো দেখা যাচ্ছিল ইনিংস বিরতিতেই। বিশাল রানের বোঝা মাথায় নিয়ে মাঠে নেমেও অবশ্য ঘাবড়ে যাননি বাংলাদেশের ওপেনাররা। পজেটিভ স্টাইলে ব্যাটিং করে ১৬.১ ওভারে ৬২ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়ে লড়াই করার বার্তা দেন তাঁরা। কিন্তু ৪৭ বলে ৩৩ রান করে জাকির হাসানের বিদায়ে ওই জুটি ভাঙার কিছুক্ষণ পর আউট হন অন্য ওপেনার সাদমান ইসলামও (৬৮ বলে ৩৫)।

বাংলাদেশ-ভারত চেন্নাই টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর...

- **তারিখ :** ১৯-২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪
- **ভেন্যু :** এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়াম, চীপক, চেন্নাই
- **টস জয় :** বাংলাদেশ (ফিল্ডিং)
- **ভারত প্রথম ইনিংস :** ৯১.২ ওভারে ৩৭৬ রানে অলআউট (রবিচন্দ্রন অশ্বিন ১১৩, রবীন্দ্র জাদেজা ৮৬, যশস্বী জয়সোয়াল ৫৬, ঋষভ পন্ত ৩৯, আকাশ দীপ ১৭, লোকেশ রাহুল ১৬; হাসান মাহমুদ ৫/৮৩, তাসকিন আহমেদ ৩/৫৫, নাহিদ রানা ১/৮২, মেহেদী হাসান মিরাজ ১/৭৭)
- **বাংলাদেশ প্রথম ইনিংস :** ৪৭.১ ওভারে ১৪৯ রানে অলআউট (সাকিব আল হাসান ৩২, মেহেদী হাসান মিরাজ অপরাজিত ২৭, লিটন দাস ২২, নাজমুল হোসেন শান্ত ২০, তাসকিন আহমেদ ১১, নাহিদ রানা ১১; জসপ্রিত বুমরা ৪/৫০, আকাশ দীপ ২/১৯, রবীন্দ্র জাদেজা ২/১৯, মোহাম্মদ সিরাজ ২/৩০)
- **ভারত দ্বিতীয় ইনিংস :** ৬৪ ওভারে ৪ উইকেটে ২৮৭ রানে ইনিংস ঘোষণা (শুবমান গিল অপরাজিত ১১৯, ঋষভ পন্ত ১০৯, লোকেশ রাহুল অপরাজিত ২২, বিরাট কোহলি ১৭, যশস্বী জয়সোয়াল ১০; মেহেদী হাসান মিরাজ ২/১০৩, নাহিদ রানা ১/২১, তাসকিন আহমেদ ১/২২)
- **বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংস :** ৬২.১ ওভারে ২৩৪ রানে অলআউট (নাজমুল হোসেন শান্ত ৮২, সাদমান ইসলাম ৩৫, জাকির হাসান ৩৩, সাকিব আল হাসান ২৫, মুমিনুল হক ১৩, মুশফিকুর রহিম ১৩; রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৬/৮৮, রবীন্দ্র জাদেজা ৩/৫৮, জসপ্রিত বুমরা ১/২৪)
- **ফল :** ভারত ২৮০ রানে জয়ী
- **প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ :** রবিচন্দ্রন অশ্বিন (ভারত)।

দেশের বাইরে বরাবরই প্রশ্নবিদ্ধ ব্যাটিং করা মুমিনুল হক (১৩) ও মুশফিকুর রহিম (১৩) বেশিক্ষণ টিকতে না পারায় বাংলাদেশ পরিণত হয় ১৪৬/৪। ক্রিজে নামার পর থেকেই আস্থার সঙ্গে খেলা নাজমুল হোসেন শান্ত ও সাকিব আল হাসান মিলে তৃতীয় তিনের বাকি সময়টা নিরাপদে রাখেন দলকে।

চতুর্থ দিন সকালে প্রথম ঘণ্টায় কোনো উইকেট হারায়নি বাংলাদেশ। তখন মনে হচ্ছিল হারার আগে অন্তত লড়বে তারা। কিন্তু অকারণে তাড়াহুড়া করে পরের ৪৭ মিনিটের মধ্যে ৪০ রান যোগ করতেই শেষ ৬ উইকেট খুইয়ে বাংলাদেশ অলআউট হয়ে যায় ২৩৪ রানে! সাদা পোশাকে অনেক দিন পর বড় ইনিংসের দেখা পেয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। ১২৭ বলে ৮২ রানে মেরে খেলতে গিয়ে আউট হওয়া নাজমুল হোসেন শান্তর ইনিংসটি সেঞ্চুরির মুখ দেখতে পারেনি মূলত সঙ্গীর অভাবে। চোখে অস্বস্তি নিয়ে ব্যাটিং করা সাকিব কোনোক্রমে করেন ২৫ রান।

ভরসা ছিল যাঁদের ওপর, সেই লিটন দাস (১) ও মেহেদী হাসান মিরাজ (৮) চরম ব্যর্থ হলে মুখ থুবড়ে পড়ে বাংলাদেশের ইনিংস। প্রথম ইনিংসে উইকেটশূন্য থাকার 'রাগ' মিটিয়ে ঘূর্ণির পসরা সাজিয়ে উইকেটের 'ছক্কা' মেরে বসেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন (২১-৬-৮৮-৬)। বাঁহাতি স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা তুলে নেন ৩ উইকেট, অন্য উইকেটটি পান জসপ্রিত বুমরা। ব্যাট হাতে একমাত্র ইনিংসে সেঞ্চুরি এবং বল হাতে 'ফাইফার'- অলরাউন্ডিং নৈপুণ্য দেখানো ৩৮ বছর বয়সী রবিচন্দ্রন অশ্বিন ছাড়া প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার আর কেউ পাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। বাংলাদেশকে ২৮০ রানের ব্যবধানে গুঁড়িয়ে দিয়ে দুই ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে গেছে ভারত।

দুই ইনিংস মিলিয়ে ৩ উইকেট পাওয়া মেহেদী হাসান মিরাজ ব্যাটিংয়ে প্রত্যাশা মেটাতে পারেননি

নতুন সভাপতির অপেক্ষায় দেশের ফুটবল

● মো. সামীম সরদার ●

টানা চারবারের সভাপতি কাজী মো. সালাউদ্দিন আগামী ২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে অংশ নেবেন না ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই ফুটবল অঙ্গনে বড় আলোচনা-কে হচ্ছেন বাংলাদেশ ফুটবলের নতুন বস। ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত সবশেষ নির্বাচনে কাজী মো. সালাউদ্দিনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সাবেক দুই ফুটবলার বাদল রায় ও সফিকুল ইসলাম মানিক। তাদের হারিয়ে চতুর্থবারের মতো সভাপতি হয়েছিলেন কাজী মো. সালাউদ্দিন। তিনি আর নির্বাচন করবেন না। ২৬ অক্টোবর নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সভাপতি পাবে দেশের ফুটবল। এই প্রতিবেদন তৈরি পর্যন্ত দু'জন বাফুফে সভাপতি পদে নির্বাচনের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। একজন বাফুফেতে পুরোনো মুখ। সাবেক ফুটবলার তাবিথ আউয়াল আগের তিনটি নির্বাচনে অংশ নিয়ে দু'বার সহসভাপতি পদে বিজয়ী হয়েছিলেন। এবার তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিয়েছেন সভাপতি পদে নির্বাচন করার। অন্যদিকে ফুটবল অঙ্গনে নতুন না হলেও বাফুফেতে প্রথমবার ভোটের লড়াইয়ে নামার ঘোষণা দিয়েছেন তরফদার মো. রুহুল আমিন। রুহুল আমিন ভোটে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেওয়ার এক সপ্তাহ পর প্রার্থীতা ঘোষণা করেছেন তাবিথ আউয়াল। সভাপতি পদে নির্বাচন করবেন, কাদেরকে সাথে নিয়ে করবেন তা পরিষ্কার করেননি দু'জনের কেউই। যখন তাঁরা ভোটের লড়াইয়ে নামার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তখন নির্বাচনের সিডিউল ঘোষণা করেনি বাফুফে। তাই দুইজনই অপেক্ষা করছেন সিডিউল ঘোষণার জন্য। প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই জানা যাবে এবারের ভোটে কাউন্সিলর কারা এবং মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পরই জানা যাবে ভোটের লড়াইয়ে নামছেন কতজন। তাবিথ আউয়াল ও তরফদার মো. রুহুল আমিন দু'জনই প্রার্থীতা ঘোষণাকালে ব্যক্তিগত কিছু পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছেন। ভোটে জিতলে পুরো পরিষদ নিয়ে চার বছরের পরিকল্পনা সাজাবেন তাঁরা। তার আগে দু'জনই তাদের নিজেদের পরিকল্পনার কথা বলেছেন গণমাধ্যমে। দু'জনই ফুটবলকে এগিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কে কি প্রতিশ্রুতি দিলেন তা পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হলো।

নির্বাচিত হলে ফুটবল মাঠে চমক দেখাবো : তাবিথ আউয়াল

তাবিথ আওয়াল

বাফুফে সভাপতি হলে কি পরিকল্পনা নিয়ে এগুবেন তাবিথ আউয়াল। নির্বাচন করবেন সে ঘোষণাকালে তিনি পুরো পরিকল্পনার কথা না বললেও কিছু বিষয়ে নিজের ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। তিনি ব্যক্তি চমকে বিশ্বাসী নন, তিনি চমক দেখাতে চান ফুটবল মাঠে। 'আমি নির্বাচন করবো, সে ঘোষণা দিলাম। এখন কারা নির্বাচন করবেন, কারা জিতে আসবেন এসবের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। আমি সভাপতি হলে অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করেই একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করবো। এখনো অনেক পথ বাকি। ভোটের প্রক্রিয়া শুরু হোক, আমি মনোনয়নপত্র জমা দেই তারপর পাশ করার বিষয়। তবে আমি আশাবাদী নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারবো।'

তাবিথ আউয়াল বলেছেন, 'আগামী ২৬ অক্টোবর নির্বাচন হবে। আমি ২০১২ সালে বাফুফের সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলাম। ২০১৬ সালেও সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলাম। আমি কখনো কোনো প্যানেলে ছিলাম না। এককভাবেই নির্বাচন করে দু'বার ভোটে জিতে সহসভাপতি হয়েছিলাম। ২০২০ সালে তৃতীয়বার আমি নির্বাচন করে পাশ করতে পারিনি। তারপরও আমি সব সময় ফুটবলের সাথে ছিলাম। ছোট সময়ে ফুটবল খেলেছি, অনেক দলকে সহযোগিতা করেছি। দু'টি ক্লাবকে আমি সরাসরি এগিয়ে নিয়েছিলাম। একটা ফেনি সকার ক্লাব এবং বর্তমানে নোফেল স্পোর্টিং ক্লাব। দু'টি দলই কিন্তু জেলা পর্যায় থেকে উঠে আসা। জেলার ফুটবলারদের নিয়ে দল গঠন করা হয়েছিল।

অনেক খেলায় অংশ নিলেও শুধু ফুটবলের সঙ্গে নিজে জড়িয়ে রাখার কথা উল্লেখ করে তাবিথ আউয়াল বলেছেন, 'আমি অনেক খেলায় অংশ নিলেও শুধু ফুটবলের সঙ্গেই জড়িত আছি। ফুটবল খেলেছি। সংগঠক হিসেবে আছি, স্পন্সর হিসেবেও ফুটবলের সাথে আছি। বিগত তিনটি নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলাম, চতুর্থবারের জন্যও আমি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচনে অংশ নেবো। এবার সভাপতি পদে। আমি আশাবাদী সভাপতি পদে নির্বাচন করলে জিতবো। জিতলে ফুটবলকে আরও সামনে নিয়ে যেতে পারবো। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমেই সবচেয়ে ভালো নেতা তৈরি হতে পারে। জিতে আসতে পারলে বুঝবো ক্রীড়াঙ্গনের মানুষের সমর্থন আমার ওপর আছে।'

নিজে রাজনীতি করলেও বাফুফের সভাপতির দায়িত্ব পালন করলে কোনো স্বার্থের সংঘাত হবে বলে মনে করেন না তাবিথ আউয়াল। 'আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটিতে অনেক দিন ধরে আছি। আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মনোনয়ন নিয়ে দু'বার ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র পদে নির্বাচন করেছি। ৮ বছর বাফুফের সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। আমার মনে হয় না, বিগত দিনগুলোতে আমার রাজনীতি ও ক্রীড়ানীতির মধ্যে কোনো স্বার্থের সংঘাত হয়েছে। আমরা সবাই দেখতে চাই বাংলাদেশের ফুটবল র‍্যাঙ্কিংয়ে যেন এগিয়ে যেতে পারে, ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের নাম যেন উজ্জ্বল হতে পারে, বাংলাদেশের ফুটবলাররা যেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও ভালো খেলতে পারে এবং আন্তর্জাতিক লিগগুলোতে অংশ নিতে পারে। আমি ধানমন্ডি ক্লাব থেকে ফুটবল খেলা শুরু করেছি। একজন ক্রীড়াবিদ হিসেবেই আমি ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছি।'

ব্যক্তির চমকের চেয়ে মাঠের চমককে বেশি গুরুত্ব দিয়ে তাবিথ আউয়াল বলেছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে চমক শব্দটা আমরা ব্যক্তির সাথে টেনে নিচ্ছি। ফুটবলে চমক কিন্তু ব্যক্তি দিয়ে হবে না, হওয়া দরকারও না। ফুটবলে চমকটা হবে মাঠে। আমরা ভালোভাবে খেলে যখন বিশ্বকাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডে যেতে পারবো সেটাই হবে চমক। আমি বলতে পারি, যদি সভাপতি নির্বাচিত হই তাহলে খেলার মাঠেই চমক দেখাবো। পুরো বিশ্বে যতো ইন্ডাস্ট্রিজ আছে সেগুলোর মধ্যে সপ্তম বৃহত্তম হচ্ছে ফুটবল। তাই ফুটবলকে আমি একটা প্রডাক্ট হিসেবে

দেখি। ফুটবল এখনো বাংলাদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। ফুটবলের ব্র্যান্ডিংয়ের সাথে জাতীয় দলের পারফরম্যান্স জড়িত। বর্তমান আমাদের জাতীয় দলের পারফরম্যান্স ভালো বেশি না। তাই আমাদের ব্র্যান্ডিংটাও ভালো পাবো না। যখন আমাদের নারী ফুটবল দল সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তখন কিন্তু ব্র্যান্ডিংটা বেড়ে গিয়েছিল। তখন কর্পোরেট হাউজগুলো লাইন ধরেছিল পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য। বাফুফের ব্র্যান্ডিং আসলে নির্ভর করে জাতীয় দলের পারফরম্যান্সের ওপর।'

কাঁচের ঘর থেকে ফুটবলকে গ্রাম-গঞ্জে নিয়ে যাবো : তরফদার রুহুল আমিন

সংগঠক হিসেবে তরফদার রুহুল আমিনের আবির্ভাব চট্টগ্রাম আবাহনীর ফুটবল কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়ে। তিনি সাইফ স্পোর্টিং ক্লাব নামে দল করে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে খেলিয়েছেন। আবার দল তুলেও নিয়েছেন। এই প্রথম তিনি বাফুফে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ২০২০ সালের নির্বাচন সামনে রেখে ভোটের কার্যক্রম চালালেও পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। সভাপতি হলে তিনি ফুটবলকে কাঁচের ঘর থেকে বের করে গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। নিজের প্রার্থীতা ঘোষণাকালে তরফদার রুহুল আমিন বলেছেন, 'ফুটবল বাঙ্গালির প্রাণের খেলা। ফুটবল বাঙ্গালির আবেগের জায়গা। ফুটবল নিয়ে আমাদের যে উন্মাদনা ছিল তা আজকে নেই। তখন খেলা দেখার টিকিট পাওয়া যেতো না। পুলিশের পিটানিখেয়ে আমরা ফিরে যেতাম। ২০০৮ থেকে ফুটবলটা তলানিতে চলে গেছে। আমরা একবারই ফুটবলের পতাকা ওড়াতে পেরেছিলাম সাফে চ্যাম্পিয়ন হয়ে। তারপর থেকে আমরা হারের মধ্যেই আছি। হারতে হারতে ফুটবল শেষ হয়ে গেছে।'

মাঠের ফুটবলকে মাঠে ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে তরফদার রুহুল আমি বলেছেন, 'ফুটবলে কাঠামো বলতে কিছু নেই। ফুটবলকে টেবিলে নিয়ে আসা হয়েছে। মাঠের খেলা যদি মাঠে থাকতো তাহলে ফুটবলের এ অবস্থা হতো না। নির্বাচন সামনে চলে এসেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি ফুটবল নিয়ে ব্যাপক কাজ করেছি। ফুটবল আগের জায়গায় নেই। ফুটবলের আবেগ নিয়ে খেলা করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত দু:খজনক। আমি যদি বাফুফে সভাপতি নির্বাচিত হতে পারি তাহলে গ্রাসরুট থেকে ফুটবল শুরু করবো। ফুটবলকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কাঁচের ঘরের মধ্যে রাখবো না। সেখান থেকে বের করে ফুটবলকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। গ্রাম-গঞ্জ থেকে ফুটবলার তুলে আনা হবে। প্রথমেই সেই কাজটিতে হাত দেবো। নির্বাচিত হলে চার বছর কি কাজ করবো সেই

তরফদার রুহুল আমিন

পরিকল্পনা সবার সামনে তুলে ধরেবো। বিকেএসপির সাথে একযোগে কাজ করতে হবে। খেলোয়াড় তৈরির জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করতে হবে। অনেক পরিকল্পনা করে রেখেছি। আমরা যারা কাজ করবো সবাইকে গ্রামে যেতে হবে। আমি নিজেও যাবো। কারণ, ফুটবলের উন্নয়নটা নির্ভর করে মফস্বল থেকে কি পরিমান ফুটবলার উঠে আসে তার ওপর। আমি আবারো বলছি, গ্রাম-গঞ্জ থেকে ফুটবলার তুলে আনাই হবে আমার প্রধান কাজ। সেটা করতে পারলে আশা করি, এক বছরের মধ্যে ফুটবলের একটা পরিবর্তন দৃশ্যমান হবে। তারপর পরিবর্তনটা ধাপে ধাপে সামনের দিকে এগুবে। নির্বাচনের সিডিউল ঘোষণা হলে আমি দেখবো কাদের নিয়ে পরিষদ করা যেতে পারে। আমি এমন একটা পরিষদ নিয়ে কাজ করতে চাই যে পরিষদের সবাই ফুটবলের উন্নয়ন নিয়ে ভাববেন, চিন্তা করবেন। সম্মিলিতভাবেই আমার ফুটবলে আবার জাগরণ ফিরিয়ে আনতে চাই।'

ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তরফদার রুহুল আমিন বলেছেন, 'আমরা বাফুফের সঙ্গে ৭-৮ বছর আগে একটা চুক্তি করেছিলাম বাংলাদেশ সুপার লিগ আয়োজনের জন্য। ফুটবলকে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের কনভার্ট করতে পারলে তাতে বাণিজ্যিকীকরণও হবে। শুধুমাত্র স্পন্সর ও সরকারের টাকার আশায় থাকলে হবে না। কারো পকেটের টাকা দিয়েও ফুটবল চালানো যাবে না। ফুটবল দিয়েই টাকা আয় করতে হবে। এক কথায় ফুটবলকে আমরা প্রোডাক্ট হিসেবে তৈরি করবো। সেটা বিক্রি করে ফুটবল চালাবো। ফুটবলাররা যাতে ভালো জীবন-যাপন করতে পারেন সে বিষয়টাও মাথায় রেখেছি। আমি জিততে পারলে বাংলাদেশ সুপার লিগ আয়োজনের জন্য আবারও কাজ শুরু করবো। ফুটবলের এমন একটা ভিত তৈরি করতে চাই যাতে পরবর্তীতে যারা দায়িত্বে আসবেন তাদের এ নিয়ে আর কাজ করতে না হয়।'

ফুটবলের বর্তমান র‍্যাঙ্কিং ১৮৬। এখান থেকে উত্তরণের চেষ্টা করবেন উল্লেখ করে তরফদার রুহুল আমিন বলেছেন, 'বর্তমানে ফুটবলের কোনো কাঠামোই নেই। আমাকে আগে এই কাঠামো ঠিক করতে হবে। তারপর র‍্যাঙ্কিং কোথায় নিতে চাই সে বিষয় কথা বলা ভালো। ফুটবলের র‍্যাঙ্কিং কোথায় নিয়ে যাবো সেটা এখন বললে ফেক কথাবার্তা হবে। মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হবে। বাস্তবে যেটা হবে সেটা তো সবাই দেখতেই পাবেন।'

আমেরিকা প্রবাসী জিনাত ফেরদৌসের ব্রোঞ্জপদক অর্জন

আন্তর্জাতিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন (আইবা)-এর অনুমোদনে পোলান্ড বক্সিং ফেডারেশন ইউরোপিয়ান তথা সারা বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে গত ২ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পোলান্ডের এরিনা জাসকা গ্লিউস শহরে সমাপ্ত হয় ২১তম সিনিয়র পুরুষ ও মহিলা আন্তর্জাতিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ। পুরুষ ও মহিলা গ্রুপের ২৬টি ওজন শ্রেণিতে ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বহু দেশের খ্যাতিমান বক্সাররা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশন হতে আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশি বক্সার জিনাত ফেরদৌস (৫০ কেজি) ওজন শ্রেণিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়। তিনি নিউইয়র্ক হতে সরাসরি তাঁর নিজস্ব বক্সিং কোচ ইউলিয়াম মরগনকে নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। ২ সেপ্টেম্বর ৫০-কেজি ওজন শ্রেণিতে বক্সার জিনাত ফেরদৌস প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হন হাঙ্গেরির বক্সার কাটা পপের সঙ্গে। তিন রাউন্ডের ফাইটে ৫-০ তে বিজয়ী হয়ে সেমিফাইনালে উন্নীত হন। এক দিন পর সেমিফাইনালে তিনি ইউক্রেনের প্রতিদ্বন্দ্বী ডারিয়া হাটারিনার সঙ্গে তিন রাউন্ড প্যাগ্রেসিভ সিড নিয়ে প্রাণপণ ফাইট করে হেরে যান এবং চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জপদক লাভ করেন। ইউরোপ বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ হতে এবারই প্রথম মেডেল পেল বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশন। আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশি বক্সার জিনাত ফেরদৌস গত মে মাসে সাউথ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ হতে স্বর্ণপদক অর্জন করেন। তিনি দেশের হয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সাফল্য অর্জনে আশাবাদী।

- মো. জহির চৌধুরী

বাফুফেতে কাজী সালাউদ্দিনের ১৬ বছর

● রফিকুল ইসলাম ●

ফিফা সভাপতির আশির্বাদপুষ্ট বাফুফে সভাপতি

এক. ১৯ অক্টোবর ১৯৮৪। ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার কাজী মো. সালাউদ্দিন। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে কাজী সালাউদ্দিনের আবাহনীর প্রতিপক্ষ ছিল তাদের চির প্রতিদ্বন্দ্বী মোহামেডান। গ্যালারি ভরা দর্শক। সিনিয়র ডিভিশন লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটা শেষ হতে পারেনি। দর্শক উশৃঙ্খলতার কারণে দ্বিতীয়ার্ধে খেলা পরিত্যক্ত হয়। ১-০ গোলে এগিয়ে থাকা মোহামেডানকে পরে ২-০ ব্যবধানে জয়ী ঘোষণা করেছিল মহানগরী ফুটবল লিগ কমিটি। সালাউদ্দিনের বিদায়ী ম্যাচটি শেষ হতে পারেনি সালাউদ্দিনের কারণেই। না, কাজী সালাউদ্দিন ম্যাচটা শেষ করতে দেননি বিষয়টা তেমন ছিল না। কারণ ছিল তাঁকে ভালোবেসে হাজার হাজার দর্শক মাঠে প্রবেশ করায়। দ্বিতীয়ার্ধে যখন দুই হাত উঁচিয়ে মাঠ থেকে বের হচ্ছিলেন কাজী সালাউদ্দিন, তখন তাঁকে সম্মান জানিয়ে দাঁড়িয়েছিল গ্যালারির সব দর্শক। আবাহনীর খেলোয়াড় হলেও সেদিন মোহামেডানের খেলোয়াড় ও সমর্থকরা কোনো কার্পণ্য করেনি সালাউদ্দিনকে বিদায়ী সম্মান জানাতে। তাঁর সঙ্গে ছবি তুলতে এবং তাঁর হাতে হাত মেলাতে সেদিন দুই ক্লাবের হাজার হাজার সমর্থক মাঠে ঢুকেছিল। এক পর্যায়ে মোহামেডানের সমর্থকরা গ্যালারিতে ফিরে গেলেও মাঠ ছাড়েনি আবাহনীর সমর্থকরা। যার কারণে রেফারি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করে মাঠ ছাড়েন। বীরের মতো সেদিন মাঠ ছেড়েছিলেন কাজী মো. সালাউদ্দিন। তাঁর বিদায়ী ম্যাচ নিয়ে প্রবীণ ক্রীড়ালেখক ও কবি সানাউল হক খান যেমন বলছিলেন, 'লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ছিল। সবচেয়ে বড় কথা মোহামেডান-আবাহনী ম্যাচ। তবে এসব ছাপিয়ে সেদিন সবচেয়ে বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল সালাউদ্দিনের অবসর। ওই ম্যাচের আলোচনা ছিল একটাই-কাজী সালাউদ্দিনের শেষ ম্যাচ। বাংলাদেশের খেলাধুলার ইতিহাসে কোনো ক্রীড়াবিদের এমন রাজসিক বিদায় আর হয়নি। আসলে সালাউদ্দিন একজনই। তাঁর জন্মই যেন হয়েছিল ফুটবল খেলার জন্য। মাঠে তাঁর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন সব সময়। এখন সংগঠক হিসেবে তাঁকে নিয়ে অনেক সমালোচনা হতে পারে। তবে ফুটবলার সালাউদ্দিনকে নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। বাংলাদেশ আর কখনো তাঁর মতো ফুটবলার পাবে কি না সেটা সময়ই বলে দেবে।'

দুই. ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪। মতিঝিলের বাফুফে ভবনে সংগঠক ক্যারিয়ারের ইতি টানার ঘোষণা দিয়েছেন কাজী মো. সালাউদ্দিন। আকস্মিক সংবাদ সম্মেলন করে তিনি জানিয়ে দিলেন আগামী ২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে অংশ নেবেন না। যদিও গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন পঞ্চমবার বাফুফে সভাপতি পদে নির্বাচন করার। তবে নানা কারণে তিনি সিদ্ধান্ত বদল করেছেন। যদিও কোনো কারণের কথাই তিনি বলেননি। আগামী ২৬ অক্টোবর বাফুফের নির্বাচন হওয়ার পরই কাজী মো. সালাউদ্দিনের ১৬ বছরের যুগের অবসান হবে দেশের ফুটবলে।

ওই দিন কাজী সালাউদ্দিন যখন আনুষ্ঠানিকভাবে আগামী নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিয়েছেন তখন তাঁকে অনেকটাই বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। নিজের সিদ্ধান্ত জানানোর সংবাদ সম্মেলনে ৩ মিনিটের বেশি সময় নেননি তিনি। অনেক প্রশ্নই ছিল গণমাধ্যমের, হাতেগোনা দুই একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েই তিনি সংবাদ সম্মেলনকক্ষ ত্যাগ করেছেন। নির্বাচনে অংশ না নিলেই তো হতো, আগে ঘোষণার কি প্রয়োজন ছিল এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'যাতে কোনো কনফিউশন না থাকে এজন্যই আগে বলে দেওয়া।' ফুটবলার কাজী সালাউদ্দিনের অবসর ও সংগঠক কাজী সালাউদ্দিনের বাফুফের সভাপতি পদে আর নির্বাচন না করার ঘোষণার দুই দিনের পরিবেশ ছিল দুই রকম। তিনি ফুটবল ছেড়েছিলেন হাজার হাজার ভক্ত-সমর্থকের ভালোবাসা ও করতালির মধ্যে। আর বাফুফে সভাপতি হিসেবে বিদায়ের ঘোষণা দিয়েছেন তৃপ্তি আর অতৃপ্তির মিশেলে অস্বস্তিকর একটা অবস্থা নিয়ে। ফুটবলার সালাউদ্দিন কেমন ছিলেন এ প্রশ্নের উত্তর সবার কাছেই অভিন্ন হবে। কারণ, তিনি দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলারের তকমা নিয়েই বুট-জার্সি খুলে রেখেছিলেন। সংগঠক হিসেবে সেটা কি পেরেছেন? সময় অনেক দীর্ঘ, ১৬ বছর। অনেক কিছুই করার ছিল। অনেক কিছুই মানুষ তাঁর কাছে প্রত্যাশা করেছিল। এখন সেই হিসেবটাই মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করছেন সবাই।

শুরুতেই চমক ছিল কোটি টাকার সুপার কাপ

দায়িত্ব নেওয়ার এক বছর পরই কাজী সালাউদ্দিন চমক দেখিয়েছিলেন ঘরোয়া ফুটবলে নতুন টুর্নামেন্ট আয়োজনের ঘোষণা দিয়ে। কোটি টাকা প্রাইজমানির সুপার কাপ আয়োজন করবেন-এমন ঘোষণা দিয়ে তিনি হাসির পাত্র হয়েছিলেন সহকর্মীদের কাছে। তবে কাজী সালাউদ্দিন সেটা করে দেখিয়েছেন। ২০০৯ সালে প্রথম আসরে মোহামেডান জিতে নিয়েছিল সেই কোটি টাকার সুপার কাপের ট্রফি। ফাইনালে মোহামেডান হারিয়েছিল আবাহনীকে। ২০১১ সালে দ্বিতীয়বার ফাইনালে মোহামেডানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আবাহনী। ২০১৩ সালে তৃতীয়বার শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্রকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় মোহামেডান। এরপর আর এই টুর্নামেন্ট হয়নি। গত দু'টি মৌসুমে সুপার কাপ আয়োজনের

ঘোষণা দিয়েই হয়নি। ঘোষণা ছিল চলমান আসরে আয়োজন করারও। মৌসুম শুরুর আগেই তা বাতিল করা হয়েছেন রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে। শুরুতে তিনি সিটিসেল ও গ্রামীণ ফোনকে বিজ্ঞাপন হিসেবে ফুটবলে এনেছিলেন। কাজী সালাউদ্দিনের আরেক চমক ছিল মেসির আর্জেন্টিনাকে ঢাকায় এনে প্রীতি ম্যাচ খেলানো। মেসিসহ আর্জেন্টিনা দলকে ঢাকায় আনার ঘটনা ছিল আলোচিত। আর্জেন্টিনা ও ক্যামেরুনের ওই ম্যাচের পর বাংলাদেশের নাম আরও ছড়িয়ে পরে বিশ্ব ফুটবল অঙ্গনে।

সচল ছিল ঘরোয়া ফুটবল

কাজী মো. সালাউদ্দিনের দায়িত্ব নেওয়ার আগে নিয়মিতভাবে লিগ হয়নি। কখনো দেখা গেছে তিন বছরে লিগ হয়েছে একটি। লিগের দাবিতে আন্দোলনও করতে হয়েছিল ফুটবলারদের। তাঁর সময়ে সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। লিগ একটা কাঠামোতে দাঁড়িয়েছে। ফুটবলারদের পারিশ্রমিক কোটি টাকা ছুঁই ছুঁই করেছে। ফুটবলাররা বেশি পারিশ্রমিক পেয়েছেন বলে তরুণরাও ফুটবলে ঝুঁকেছেন। ফুটবলকে পেশা হিসেবে নেওয়া যায়, তরুণদের মধ্যে এ ধারণা তৈরি হয়েছে কাজী সালাউদ্দিনের আমলে। এক সময় ঘরোয়া শীর্ষ খেলাগুলো ঢাকায় বন্দী হয়েছিল। বিগত সময়ে দেশের বিভিন্ন ভেন্যুতে খেলা হয়েছে। এটা অবশ্যই একটা ইতিবাচক দিক। এই জায়গায় যেটা সমালোচিত ছিল তা হলো শীর্ষ আসর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার ক্লাব ঠিক না থাকা। এক আসরে একেক সংখ্যক দল অংশ নিয়েছে। একেক আসরে বিদেশি কোটা ছিল একেক রকম। ভেন্যুও ঠিক থাকেনি। কখনো বেড়েছে, কখনো কমেছে।

ঢাকার বাইরের লিগগুলো অনিয়মিত

এক সময় ঘরোয়া ফুটবলের শীর্ষ আসরের বেশিরভাগ খেলোয়াড়ের যোগান আসতো জেলা থেকে। জেলায় জেলায় জমতো লিগ। জমজমাট সেই জেলা লিগ এখন অনিয়মিত। অনেকের অভিযোগ ঢাকার বাইরের ফুটবল মরে গেছে। জেলার ফুটবল না জাগলে দেশের ফুটবল জমবে না-এমন স্লোগান থাকলেও কাজের কাজ হয়নি। কাজী সালাউদ্দিন ঢাকার বাইরের ফুটবলে সেভাবে নজর দেননি বলেই অভিযোগ অনেকের। এক সময় জেলার লিগ হতো জেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে। ফিফা ও এএফসির প্রেশক্রিপশনে বাফুফে জেলা ও বিভাগীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (ডিএফএ) গঠন করলে এই দুই সংস্থার মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। মাঠগুলো জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনে। ডিএফএ লিগ আয়োজন করতে চাইলেও মাঠের সিডিউল মেলাতে হিমশিম খেয়েছে। ফলাফল লিগ অনিয়মিত হয়ে যাওয়া। অর্থের বিষয়টিতো আছেই। ডিএফএতে অর্থ দিয়ে সাহায্য করলেও তা ছিল

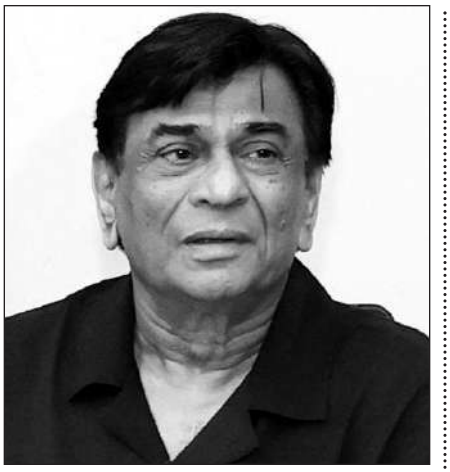

সীমিত ও অনিয়মিত। তাই তো আস্তে আস্তে ঢাকার বাইরের ফুটবল ক্লাবগুলো নিষ্ক্রিয় হয়েছে। লিগও হয়েছে অনিয়মিত। অথচ ২০২২ সালে কাজী মো. সালাউদ্দিন নিজেই বাফুফের জেলা লিগ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাতে কোনো কাজ হয়নি। অচল জেলা লিগ সচল হয়নি।

নারী ফুটবলে জাগরণ

দেশে নারী ফুটবলের ইতিহাস লম্বা নয়। কাজী মো. সালাউদ্দিন দায়িত্ব নেওয়ার পর নারী ফুটবল বেশি গুরুত্ব পেতে শুরু করে। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন বয়সভিত্তিক ফুটবলে বাংলাদেশ ভালো করতে থাকে বাফুফে ভবনে বছরব্যাপী মেয়েদের রেখে ট্রেনিং করানোয়। ২০২২ সালে এসে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল প্রথমবারের মতো দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। সাফ ও এএফসি পর্যায়ে বয়সভিত্তিক কয়েকটি টুর্নামেন্টে সফলতার পাশাপাশি সিনিয়র সাফ জেতার পর তার পূর্ণতা আসে। কেবল টুর্নামেন্ট জেতাতেই নয়, এই সময় বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন নারী ফুটবলার বিদেশের লিগে খেলে বাংলাদেশের ফুটবলের উন্নয়নের বিজ্ঞাপন হয়েছিলেন। সাবিনা খাতুন, কৃষ্ণা রানী সরকার, সানজিদা আক্তার, মারিয়া মান্দা, ঋতুপর্ণা চাকমা, মনিকা চাকমা, মাতসুসিমা সুমাইয়া, মিরোনা আক্তার, সাবিনা আক্তারদের কেউ কেউ মালদ্বীপে, কেউ কেউ ভারতের আবার কেউ কেউ ভুটানের ক্লাবে খেলেছেন। তাঁর সময়েই অস্বচ্ছল পরিবারের কিছু মেয়ে ফুটবলে খেলে পরিবারকে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন। ক্যাম্পের মেয়েদের তিনি এনেছেন বেতনের আওতায়।

কাজী সালাউদ্দিন বাংলাদেশের প্রথম ফুটবলার হিসেবে বিদেশে পেশাদার লিগ খেলেছেন। বাফুফে সভাপতি হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালনকালেই মেয়েরা বিদেশে পেশাদার ফুটবল খেলেছেন। তাঁরই আমলে প্রথমবার দু'জন নারী ফিফা রেফারি পেয়েছে বাংলাদেশ। একজন জয়া চাকমা অন্যজন সালমা মনি। বাংলাদেশের কোনো নারী সংগঠক হিসেবে মাহফুজা আক্তার কিরণ দুইবার ভোটে জিতেছিলেন ফিফার নির্বাহী কমিটিতে। কাজী সালাউদ্দিন যখন তাঁর দায়িত্ব শেষ করতে যাচ্ছেন তখন দক্ষিণ এশিয়ার মেয়েদের তিনটি ট্রফি বাংলাদেশের হাতে। একটি সিনিয়র জাতীয় দল। অন্য দুটি অনূর্ধ্ব-১৯ ও অনূর্ধ্ব-১৬। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নও বাংলাদেশ।

জাতীয় দলের ব্যর্থতা

বাফুফে সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম বছর থেকেই তিনি নজর দেন জাতীয় দলে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভালো ফল ও ফিফা র‍্যাঙ্কিং বৃদ্ধির জন্য তিনি জাতীয় দলকে দিয়েছেন সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা। তবে জাতীয় দল প্রত্যাশামতো পারফরম্যান্স করতে পারেনি। জাতীয় দলের জন্য বিদেশি কোচিং স্টাফ নিয়োগ, অনুশীলনের জন্য বিদেশে পাঠানো, প্রচুর প্রীতি ম্যাচ, খেলোয়াড়দের ক্যাম্প পাঁচ তারকা হোটেলে করা, একটু ভালো রেজাল্ট করলে বোনাস, পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল এই সময়ে। তারপও জাতীয় দল কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারেনি। তাঁর বড় অতৃপ্তির জায়গা এটা। কাজী সালাউদ্দিন দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলেরও সভাপতি। তবে তাঁর সময়ে বাংলাদেশ একবারও সাফ চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। এমন কি একবার ফাইনালও খেলতে পারেনি। ১৪ বছর পর গত আসরে বাংলাদেশ উঠতে পেরেছিল সেমিফাইনালে। এটি ছিল তাঁর আমলে জাতীয় দলের দ্বিতীয়বার সাফের সেমিফাইনাল খেলা। তাতেই কাজী সালাউদ্দিন ফুটবলারদের মোটা অংকের পুরস্কার দিয়েছেন। তাঁর সময় ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়েও বাংলাদেশ এগিয়ে আসতে পারেনি। ১৫০ র‍্যাঙ্কিংয়ের কাছাকাছি আনার ঘোষণা দিয়েও আনতে পারেননি জাতীয় দল মাঠে পারফরম্যান্স করতে না পারায়। সাফ জিততে না পারলেও তাঁর আমলে বাংলাদেশ একবার সাউথ এশিয়ান গেমস ফুটবলের স্বর্ণ জিতেছে ২০১০ সালে ঢাকায়। যদিও এই দলটি ছিল অনূর্ধ্ব-২৩। জাতীয় দল ব্যর্থ হলেও বয়সভিত্তিক দলের বেশ কিছু শিরোপা আছে। সবশেষ সাফ অনূর্ধ্ব-২০ জিতেছে বাংলাদেশ। আর নির্বাচন না করার ঘোষণার সময় যুব দলের সাফ জেতাকে তিনি তাঁর সময়ের শেষ অর্জন হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। বিদায়ের আগে এই তৃপ্তির কথাটি বলেছেন তিনি।

র‍্যাঙ্কিংয়ে অবনমন ৬ ধাপ

২০০৮ সালে কাজী মো. সালাউদ্দিন যখন বাফুফে সভাপতির দায়িত্ব নিয়েছিলেন তখন ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৮০। তখন ফিফার সদস্য দেশ ছিল ১০৮ টি। তিনি যখন ২০২৪ সালে দায়িত্ব ছাড়ছেন তখন র‍্যাঙ্কিং ১৮৬ (১৯ সেপ্টেম্বর ঘোষিত)। এখন সদস্য দেশ ২০১০টি। মোটা দাগে লিখে দেওয়া

যায় তাঁর সময়ে র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের অবনমন হয়েছে ৬ ধাপ। অনেকে হয়তো বলবেন, বেশিতো পেছায়নি। কাজী সালাউদ্দিনের দীর্ঘ ১৬ বছর সময়ে র‍্যাঙ্কিং পিছিয়েছে, সেটাই বড় ব্যর্থতা। সেটা যে কয় ধাপই হোক। কারণ, তাঁর কাছে ফুটবলামোদীদের প্রত্যাশা ছিল আকাশচুম্বী। তাঁর দায়িত্ব নেওয়ার পরপর ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের অনেক উন্নতিও হয়েছিল। তিনি সেটা ধরে রাখতে পারেননি। ২০০৮ সালের মে মাস থেকে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঘোষিত ফিফা র‍্যাঙ্কিং বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই দীর্ঘ ১৬ বছরে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৩৮ থেকে ১৯৭ এর মধ্যে। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বোচ্চ ছিল ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে ১৩৮।

কাজী মো. সালাউদ্দিন দায়িত্ব নেওয়ার পর যেভাবে র‍্যাঙ্কিংয়ের উন্নতি হচ্ছিল তাতে সবাই আশাবাদী হয়েছিলেন। প্রথম বছরেই ৪২ ধাপ এগিয়ে র‍্যাঙ্কিং ১৮০ থেকে ১৩৮। এর পরই বাংলাদেশ নামতে শুরু করে। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০১৮ সালের মে মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৯৭। সেখান থেকে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ১৮৬।

অবকাঠামো সংকট

ক্যারিশমাটিক ফুটবলার ছিলেন কাজী সালাউদ্দিন। তাঁর সুসম্পর্ক ছিল গত আওয়ামী লীগ সরকারের শীর্ষ মহলের সঙ্গে। এই দুই মিলিয়ে তিনি দেশের ফুটবলের জন্য স্মরণীয় কিছু করতে পারবেন সে প্রত্যাশা ছিল সবার। তবে সরকারের সাথে সুসম্পর্ক কাজে লাগিয়ে ফুটবলের অবকাঠামো উন্নয়ন তিনি করতে পারেননি। ফুটবলের নিজস্ব কোনো ভেন্যু নেই। সংস্কারের নামে দীর্ঘদিন বছরের পর বছর পড়ে আছে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম। এই স্টেডিয়াম দ্রুত সংস্কারের তাগাদাটাও তিনি দেননি সুযোগ থাকার পরও। একটা আধুনিক একাডেমি তৈরি করতে পারেননি কাজী মো. সালাউদ্দিন। সিলেট বিকেএসপি একাডেমির জন্য বরাদ্দ নিয়ে সেখানে কাজ শুরু করলেও চালিয়ে যেতে পারেননি। তবে দেশে ছড়িয়ে থাকা ব্যক্তি উদ্যোগের একাডেমি নিয়ে টুর্নামেন্ট আয়োজন করে বয়সভিত্তিক ফুটবলারদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মানসিকতা বাড়াতে ভূমিকা রেখেছেন তিনি। তবে বাড়াতে পারেননি ফুটবলের টার্ফ। ফিফা টেকনিক্যাল সেন্টার করে দেবে ঘোষণা দিলেও জায়গার ব্যবস্থা করা যায়নি। এলিট একাডেমি নামে কমলাপুর স্টেডিয়ামে কিছু সংখ্যক ফুটবলারকে ট্রেনিং করানো হচ্ছে। তবে বাফুফে তাঁর সময়ে নিজস্ব একটা জিম তৈরি করতে পেরেছে। বাফুফে ভবনের সামনে মাঠের পাশে তৈরি হওয়া এই জিমে ছেলে ও মেয়ে ফুটবলাররা তাদের ফিটনেস বাড়ানোর কাজ করতে পারছেন।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম পড়ে থাকার কারণে বাফুফেকে আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ আয়োজন করতে হচ্ছে ক্লাবের মাঠে। বসুন্ধরা কিংসের নিজস্ব ভেন্যু কিংস অ্যারেনায় আন্তর্জাতিক হোম ম্যাচগুলো খেলছে বাংলাদেশ। এই ভেন্যু সংস্কার না হওয়ায় মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজকও হতে পারেনি বাংলাদেশ। পরপর দুই বছর মেয়েদের সাফের আয়োজক নেপাল।

২০ বার জাতীয় দলের কোচ বদল

কাজী মো. সালাউদ্দিনের দায়িত্ব নেওয়ার পর জাতীয় ফুটবল দলের কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আবু ইউছুফকে। সাড়ে ৩ মাসের মতো ছিলেন। এর পরই ওই বছর আগস্টে দেশের আরেক সিনিয়র কোচ শফিকুল ইসলাম মানিককে কোচ করা হয়। তাঁর সময়কাল ছিল মাত্র ৩ মাস। এভাবে বিগত ১৬ বছরে ২০ বার কোচ বদল হয়েছে। কাজী সালাউদ্দিনের আমলে ১৮ জন কোচ দায়িত্ব পালন করেছেন জাতীয় দলের। নেদারল্যান্ডসের লোডভিক ডি ক্রুইফ তিন মেয়াদে কাজ করে ১৭ ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। সর্বাধিক ২৯ ম্যাচে ছিলেন ইংলিশ কোচ জেমি ডে। বর্তমান কোচ স্পেনের হাভিয়ার কাবরেরা আছেন ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে। তিনি এ পর্যন্ত ২৭ ম্যাচ সামলিয়েছেন জাতীয় দলের ডাগআউট।

কাজী সালাউদ্দিনের সময়ে দায়িত্ব পালন করা অন্য কোচরা হলেন-ব্রাজিলের এডসন সিলভা ডিডো, স্থানীয় শহিদুর রহমান চৌধুরী সান্টু, সার্বিয়ান জোরান দর্দেভিচ, স্থানীয় সাইফুল বারী টিটো, ক্রোয়েশিয়ার রবার্ট রুবচিচ, মেসেডোনিয়ার নিকোলা ইলিয়েভস্কি, ইতালির ফ্যাবিও লোপেজ, স্থানীয় মারুফুল হক, স্পেনের গঞ্জালো মরেনো, বেলজিয়ামের টম সেইন্টফিট, ইংল্যান্ডের অ্যান্ড্রু ওর্ড, স্পেনের অস্কার ব্রুজোন ও পর্তুগালের মারিও লেমোস।

আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ

কাজী মো. সালাউদ্দিনের শেষ মেয়াদে বাফুফের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তুলেছিল ফিফা। ফিফার অর্থ যথাযথভাবে খরচ না করার অভিযোগে বাফুফের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. আবু নাইম সোহাগকে দুই বছরের জন্য ফুটবলে নিষিদ্ধ করে। নিষিদ্ধ করা হয় বাফুফের আরও দুই কর্মকর্তা আবু হোসেন ও মিজানুর রহমানকে। ১৩ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে বাফুফের পদত্যাগী সিনিয়র সহসভাপতি ও ওই সময়ের ফিন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান আবদুস সালাম মুর্শেদীকে। বাংলাদেশের ফুটবলের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা প্রথম। বাফুফে সভাপতির অনিয়মের কোনো অভিযোগ ওঠেনি। তবে এ ধরণের অপরাধের দায় তাঁর ওপরও বর্তায়। তাঁর ১৬ বছরের মেয়াদে এই ঘটনা ফেডারেশনের ওপর একটা কালিমার দাগ।

এ রকম সাফল্য ও ব্যর্থতার মিশেলেই তাঁর ১৬ বছর কেটেছে দেশের ফুটবলের অভিভাবক হিসেবে। দেশের ফুটবলের ইতিহাসে লম্বা সময় বাফুফের সভাপতির দায়িত্ব পালন করায় তার অর্জন ও ব্যর্থতা নিয়েই বেশি কথা হওয়াটা স্বাভাবিক। আর নির্বাচন না করার ঘোষণার সময় তিনি দেশের ফুটবলের শুভ কামনা ও উন্নতি কামনা করেছেন। লম্বা সময় দায়িত্ব পালনকে তিনি ক্যারিয়ারে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবেও উল্লেখ করেছেন।

অঘোর মন্ডল আর নেই

বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসজেএ) সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও এটিএন নিউজের বার্তা সম্পাদক (ডিজিটাল অ্যান্ড নিউ মিডিয়া) অঘোর মন্ডল আর নেই। ২৫ সেপ্টেম্বর রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। দীর্ঘদিন ধরেই অঘোর মন্ডল কিডনি ও হৃদ্‌রোগের গুরুতর সমস্যায় ভুগছিলেন। এই জটিলতার পাশাপাশি গত ৫ সেপ্টেম্বর থেকে তিনি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ভর্তি ছিলেন। পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে অবনতি হওয়ায় আইসিইউ এবং লাইফ সাপোর্টে ছিলেন। অঘোর মন্ডল তিন দশকের বেশি সময় ধরে সাংবাদিকতায় জড়িত। নব্বইয়ের দশকে ভোরের কাগজে ছিলেন। বর্তমানে দেশের প্রতিষ্ঠিত অনেক ক্রীড়া সাংবাদিকের হাতেখড়ি হয়েছে তাঁর মাধ্যমে। একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে সম্প্রচারে মাধ্যমে যোগ দেন তিনি। চ্যানেল আই, দীপ্ত টিভি, এটিএন নিউজে কাজ করছেন দীর্ঘদিন।

ফুটবলে পরিবর্তন জরুরি

● ইকরামউজ্জমান ●

বছরের পর বছর ধরে দেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা বিভিন্ন ধরনের সংকটের জালে আটকে আছে। উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো খেলাটিকে সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাস্তবতার আলোকে সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে কখনো ভাবা হয়নি। মাঠে ফুটবল কেন পিছিয়ে আছে, কেন পারছে না। অন্যদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এগিয়ে যেতে? কেন ফুটবল দেশজুড়ে মাঠে মাঠে গড়ায় না? আন্তর্জাতিক ফুটবলে বাংলাদেশ কেন ক্রমেই পিছাচ্ছে! দেশের ফুটবল আকাশ থেকে কালো মেঘ কেন কাটছে না, এই বিষয়গুলো নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে ফুটবলে রূপরেখা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নেই বিন্দুমাত্র ইচ্ছা এবং আজ! এই চত্বরের নীতিনির্ধারকদের মনমানসিকতা ভিন্ন ধরনের। তাদের অধিকাংশই সব সময় ব্যক্তি এবং সমষ্টির স্বার্থ উদ্ধারের লড়াইয়ে ব্যস্ত! এখানে সব সময় প্রাধান্য পায় মাঠের খেলা থেকে সংগঠকদের কুট এবং মতলবী খেলা। এই চত্বরে ইতিবাচক এবং মুক্ত চিন্তার মানুষের বড় অভাব। বিভাজন একে অন্যের পেছনে লেগে থাকা, সব সময় একে অপরের বিরোধিতা ফুটবল সংস্কৃতিকে কলুষিত করে রেখেছে। কিছুদিন আগে একটি ইংরেজি দৈনিকের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকারে একজন প্রবীণ ফুটবল সংগঠক বলেছেন- 'ফুটবলে উন্নতি হবে কীভাবে! এই চত্বরের পরিবেশ তো পুরোপুরি ফুটবল অন্তরায়! নীতিনির্ধারকদের অধিকাংশই ফায়দা লুটার দৌড়ে অংশগ্রহণকারী। র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৮ তে বাংলাদেশ। এতে কারও টুঁ শব্দ নেই! দেশের সবচেয়ে বড় খেলার চত্বরে যে বিষয়টি গত দেড় দশকের বেশি সময় ধরে সচেতন মহলকে অবাক করেছে, সেটি হলো বেশ কয়েকজন সাবেক কৃতিমান ফুটবলারের কাছে মাঠের ফুটবল থেকে চেয়ারে অধিষ্ঠিত প্রধান সংগঠককে নিয়ে বেশি ব্যস্ততা। তাঁরা ব্যক্তির সমালোচনা এবং নিন্দা করা নিয়ে বড় ব্যস্ত ছিলেন। উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো বড় চেয়ারে অধিষ্ঠিত সাবেক খেলোয়াড়কে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে এরাই প্রথমবার বসিয়েছেন। অনেকে তার সঙ্গে নির্বাচনও করেছেন। ১৬ বছর ধরে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করেছেন সাবেক কিছু খেলোয়াড়। তাঁদের ধারণা কাজী সালাউদ্দিন প্রেসিডেন্ট হয়ে ফুটবলের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছেন। সত্যি কী তা-ই? সালাউদ্দিন এখনো ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি। পঞ্চমবারের মতো নির্বাচনে অংশ নেবেন জানিয়েছিলেন। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা তাঁর মৌলিক এবং গণতান্ত্রিক অধিকার, এটাও বলেছেন। এদিকে নির্বাচনে যাতে তিনি অংশ না নেন এবং সভাপতির পদ থেকে ত্যাগ করেন এর জন্য সাবেক খেলোয়াড় ফুটবল সমর্থক গোষ্ঠী মানববন্ধন এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। গত ১৪ সেপ্টেম্বর হঠাৎ করে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে কাজী সালাউদ্দিন জানিয়েছেন তিনি ২৬ অক্টোবরের আসন্ন ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। এই সিদ্ধান্ত তিনি নিজ থেকে নিয়েছেন বা নিতে বাধ্য হয়েছেন, জানি না। অনেকেই স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়েছেন। কেউ কেউ কাগজে লিখেছেন 'সালাউদ্দিনের যুগের অবসান'! আমাদের ক্রীড়া সংগঠক সমাজের একটি অংশ অতি উৎসাহ নিয়ে বিগত সরকারের পদ লেহন করেছেন, নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত কাজ করেছেন, তাঁদের ব্যাপারেও আমাদের নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। কেউ কেউ ইতোমধ্যেই ভোল পাল্টে নতুন স্রোতে গা ভাসিয়েছেন। সাবেক ফুটবল খেলোয়াড় যাঁরা বেশি ভোকাল ছিলেন, তাঁরা এখন পরিস্থিতি লক্ষ করছেন। কাজী সালাউদ্দিনের মূল্যায়নের এখন সময় হয়নি বলে মনে করি। শুধু একটি কথা বলব, সংগঠক হিসেবে কাজী সালাউদ্দিন প্রথম থেকে অতি মূল্যায়ন হয়েছেন। তার শুরু হয়েছিল আশা নিয়ে। শেষ হয়েছে অন্ধকার আর হতাশা নিয়ে! নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণার পরের দিন একটি হোটেলে সাংবাদিকদের ডেকে শিল্পপতি থেকে ক্রীড়া সংগঠক হওয়া তরফদার রুহুল আমিন ঘোষণা দিয়েছেন তিনি ফুটবল ফেডারেশনের আসন্ন নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ২০২০ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে পার্থী হয়ে শেষ পর্যন্ত তরফদার রুহুল আমিন একপর্যায়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। এবার তরফদার রুহুল আমিন বলেছেন 'শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ থেকে বের করে ফুটবল সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেছেন আমরা একটা পরিষদ করব এবং নির্বাচিত হলে 'ফ্র্যাঞ্চাইজি' ফুটবল করব। এদিকে আর কেউ এই নিবন্ধ লেখা পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেননি। তবে এই ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত আরও দুই একজন চেনা মুখকে দেখা যাবে এটি নিশ্চিত। সময় তো এখনো আছে। দেশের ফুটবলের মান তলানিতে এসে ঠেকেছে। ভুটানের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে কথা চিন্তা আর মানসিক চাপ। প্রথম খেলায় সেপ্টেম্বর উইন্ডোতে ভুটানের বিপক্ষে ১-০ লাকী গোলে জয়লাভের পর দ্বিতীয় খেলায় ১-০ গোলে পরাজয়। এতে র‍্যাঙ্কিংয়ের অবনমন হয়েছে আবার। বয়সভিত্তিক ফুটবলে পুরুষ ও নারী দল আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম হচ্ছে। তবে এরপরের স্টেপে সিনিয়র দল বা জাতীয় দল কিন্তু আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সংঘবদ্ধ ফুটবল খেলতে পারছে না। এতে করে দেশের ফুটবল রসিক মানুষ খেলাকে ঘিরে মোটেই স্বস্তিতে নেই! যে উদ্যোগগুলো নিলে জাতীয় দল দেশের জন্য সম্মানজনক লড়াই করতে পারবে, এখানেই প্রয়োজনীয় কাজগুলো করা হচ্ছে না। মানুষ ভুলতে বসেছে কবে বাংলাদেশ পুরুষ জাতীয় দল সাউথ এশিয়ান ফুটবলে শিরোপা জিতেছে। বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল প্রথম পর্বের মতো ২০২২ সালে সাউথ এশিয়ান ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এবার আবার নেপালে ষষ্ঠ আসর ১৭ থেকে ৩০ অক্টোবর। বর্তমানে দেশে ফুটবল ফেডারেশনের যে অবস্থা, এতে বাংলাদেশ নারী জাতীয় দলের সাফ শিরোপা ধরে রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

পরিস্থিতি এবং পরিবেশের প্রভাবের বাইরে তো খেলোয়াড় নয়। এদিকে ২০২৪-২৫ মৌসুমের ফুবল মাঠে গড়াতে যাচ্ছে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী। এবার অনুষ্ঠিত হবে প্রথমে চ্যালেঞ্জ কাপ। এরপর ফেডারেশন কাপ ও প্রিমিয়ার লিগ। প্রিমিয়ার লিগে অংশ নেবে ১০টি ক্লাব। ১১ অক্টোবর বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় চ্যালেঞ্জ কাপের মাধ্যমে ফুটবল মৌসুম শুরু হবে। এটি ফুটবল ক্যালেন্ডারে নতুন অন্তর্ভুক্তি। লিগ চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস এবং ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন মধ্যে এই খেলা। যেহেতু বসুন্ধরা কিংস লিগ এবং ফেডারেশন কাপে চ্যাম্পিয়ন আর তাই ফেডারেশন কাপের রানার্সআপ মোহামেডানের বিপক্ষে হবে খেলা। লিগ কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতি ফুটবল মৌসুমে এই খেলা হবে দেশের একজন ফুটবল লিজেন্ড বেস্ট ডেডিকেট করে তবে এবারের চ্যালেঞ্জ কাপ 'ডেডিকেট' করা হয়েছে গত জুলাই এবং আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন আন্দোলনে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের স্মরণে। এদিকে ফেডারেশন কাপের খেলা শুরু হবে ১৫ অক্টোবর এবং প্রিমিয়ার লিগ মাঠে গড়াবে ১৮ অক্টোবর থেকে। গতবারের তুলনায় এবার প্রিমিয়ার লিগে (২০২৪-২৫) ১৩৭ জন জন বেশি দেশি খেলোয়াড় নিবন্ধন করেছেন। এটি ইতিবাচক লক্ষণ।

দাবা অলিম্পিয়াডে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশ

● মোরসালিন আহমেদ ●

দাবা চালে মগ্ন নারী দলের নোশিন, ওয়ালিজা, ওয়াদিফা ও রানী হামিদ

দাবা অলিম্পিয়াডে সাধ্যের মধ্যে সব সময় ভালো করার চেষ্টা করে আসছে বাংলাদেশ। সবার ধারণা ছিল হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্ট থেকে সম্মানজনক ফল বয়ে আনবে দাবা দল। কিন্তু বিশ্ব দাবার সর্বোচ্চ দলগত ৪৫তম আসরে দলের এমন ভরাডুবি হবে- স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি কেউ। অথচ অলিম্পিয়াডে যাওয়ার আগে খেলোয়াড়-কর্মকর্তারা সংবাদ সম্মেলনে জানিয়ে গিয়েছিলেন পঞ্চাশের ঘরে থাকতে পারলেই তাঁরা খুশি হবেন। ১১ রাউন্ড সুইস লিগ শেষে ফল যা দাঁড়াল, তাতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা দূরে থাক, তার আশপাশেও লাল-সবুজের দেশকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ওপেন বিভাগে ৭৮তম আর নারী বিভাগে ৮১তম হয়ে ১৩ সদস্যের বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট অলিম্পিয়াড শেষ করে। অতীতে দলের উত্থান-পতন থাকলেও এতটা নিম্নমুখী ফল কখনো হয়নি। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে ঘরোয়া দাবার ভবিষ্যৎ এখন কোন পথে?

প্রত্যাশাহীন এ অলিম্পিয়াডে দলগত ফলের চেয়ে উদীয়মান তারকাদের ঘিরেই দাবাপ্রেমীদের স্বপ্নটা একটু বেশি ছিল। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান, দুই ফিদেমাস্টার মনন রেজা নীড় ও তাহসিন তাজওয়ার জিয়া, দুই নারী ফিদেমাস্টার নোশিন আঞ্জুম ও ওয়াদিফা আহমেদ এবং দুই নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার নুশরাত জাহান আলো ও ওয়ালিজা আহমেদ এই সাত দাবাড়ুদের যাঁর যাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নর্ম অর্জনে বুক চিতিয়ে লড়াই দেখতে চেয়েছিলেন দেশবাসী। যাঁদের ঘিরে এমন স্বপ্ন ছিল, তাঁরা দেশকে সুখবর দিতে পারেননি। একমাত্র ফাহাদ কোনো রকমে গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম পূরণের কাছাকাছি যেতে পেরেছিলেন। তাঁর দুর্ভাগ্য লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেননি। মাত্র অর্ধ পয়েন্টের জন্য তাঁর ৯ ম্যাচের একটি নর্ম হাতছাড়া হয়ে যায়। অন্যদিকে অলিম্পিয়াডে এবার রানী হামিদের দিকে সবচেয়ে বেশি ফোকাস ছিল। পড়ন্ত বিকেলে আয়েসি গল্পের মতো ৮১ বছর বয়সে তিনি যেভাবে দাবার বোর্ডে ঝড় তুলেছিলেন তাতে সবাই অবাক হয়েছেন। বিশেষ করে ৮ ম্যাচে টানা ৬ জয়সহ ৭ ম্যাচ জিতে এ বয়সেও তিনি যে নারী দলের জন্য কতটা অপরিহার্য, তা বুঝিয়েছেন।

অনদিকে গ্র্যান্ডমাস্টার এনামুল হোসেন রাজীব ফিলিস্তিনে আগ্রাসনের প্রতিবাদে ইসরায়েলের গ্র্যান্ডমাস্টার নাবাতি তাভির বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করে বিশ্ব মিডিয়ার নজর কাড়েন। ম্যাচের আগের দিন নিজের ফেসবুক পেজে রাজীব লিখেন, ২০২২ সালে চেন্নাই দাবা অলিম্পিয়াডসহ ২০২৪ সালে হাঙ্গেরি দাবা অলিম্পিয়াডে রাশিয়া ও বেলারুশ দল হিসেবে অংশ নিতে পারেনি। তাহলে বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসরায়েল কীভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে? কালকে তাদের খেলা বাংলাদেশের সঙ্গে পড়েছে। আমি বয়কট করলাম। রাজীব যখন আগেই ঘোষণা করেছিলেন তিনি খেলবেন না, তখন টিম ম্যানেজমেন্ট কীভাবে তাঁর নাম দিলেন ওই ম্যাচের জন্য। বোর্ডটি যখন ওয়াক ওভার হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তখন রাজীবের পরিবর্তে গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোরশেদকে কেন খেলানো হলো না, এর দায় কর্মকর্তারা এড়াতে পারেন না। যদিও সূত্র জানায় দলের আরও দুজনও ইসরায়েলের বিপক্ষে খেলতে চাননি। রাজীব ইসরায়েল বয়কট করায় ও ম্যাচে ওয়াক ওভার দেওয়ার তাঁকে কী ধরনের শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়, সময়ই বলে দেবে।

এ অলিম্পিয়াডে ফাহাদের নর্ম মিস, বোর্ডে রানী হামিদের দুর্দান্ত নৈপুণ্য আর রাজীবের ইসরায়েল বয়কট, মূলত এ তিনটিই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। সেই সঙ্গে ছয়-সাতটি ম্যাচ ছাড়া দেশসেরা দাবাড়ুরা সেভাবে নিজেদের মেলে ধরতে পারেননি। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন আমাদের চেয়ে একটু শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে জিততে পারেনি, কেনই-বা অলিম্পিয়াড থেকে ফাহাদ, নীড়, তাহসিন, নোশিন, ওয়াদিফা, আলো, ওয়ালিজারা নর্ম অর্জনে ব্যর্থ হলেন? এককথায় সহজভাবে বললে বলতে হয়- কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে না পৌঁছানোর কারণ হচ্ছে, যাঁরা অলিম্পিয়াডে দেশের জন্য খেলতে গিয়েছিলেন, কর্মকর্তারা তাঁদের প্রতি আন্তরিক ছিলেন না। বিশ্ব দাবার বড় মঞ্চের জন্য যে ধরনের প্রস্তুতি দরকার ছিল, ফেডারেশনের কর্তাবাবুরা সে রকম কোনো ব্যবস্থা করতে পারেননি। অলিম্পিয়াডে যাওয়ার আগে ফেডারেশন যথেষ্ট সময় পেলেও ওপেন দলের জন্য কোচ জোগাড় করতে সক্ষম হয়নি। কর্মকর্তারা কোনো রকমে নারী দলকে রাজীবের মাধ্যমে কোচিং করিয়ে দায়সাড়ার পথ খুঁজেছেন! অলিম্পিয়াডে দাবাড়ুদের লক্ষ্যপূরণে ফেডারেশন থেকে কোনো উদ্যোগই নিতে দেখা যায়নি। যার যোগফলে মিলে স্মরণকালের সবচেয়ে বাজে ফল হয়েছে এবার।

বিশ্ব দাবার এ মহামিলনে বাংলাদেশ ১৯৮৪ সাল থেকে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে আসছে। অলিম্পিয়াডের ইতিহাসে ওপেন বিভাগে গাজী সাইফুল তারেকের আমলে বাংলাদেশ ২০১২ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সর্বোচ্চ সাফল্যে দেখিয়ে ১৫৭টি দেশের মধ্যে ৩৩তম হয়েছিল। অপর দিকে ১৯৯২ সালে ফিলিপাইনের ম্যানিলায় নারী বিভাগে বাংলাদেশ ৬২টি দেশের মধ্যে ২৭তম হয়ে সর্বোচ্চ সাফল্যে দেখিয়েছিল। তবে সৈয়দ শাহাবউদ্দিন শামীমের যুগে অলিম্পিয়াডের ইতিহাসে এবারো লজ্জায় ডুবাল বাংলাদেশকে। এ বছর ওপেন বিভাগে ১৮৮টি দলের মধ্যে ৭৮তম এবং নারী বিভাগে ১৬৯টি দলের মধ্যে ৮১তম হয়েছে। এর আগে তাঁরই আমলে ২০১৬ সালে আজারবাইজানের বাকুতে লজ্জা ডুবেছিল ওপেন ও নারী দল। বাংলাদেশ ওপেন বিভাগে ১৮০টি দেশের মধ্যে ৭৬তম এবং নারী বিভাগে ১৩৯টি

দেশের মধ্যে ৭৭তম হয়েছিল।

ওপেন বিভাগ

শক্তি-সামর্থ্যের বিবেচনায় বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে এবার ওপেন বিভাগে ব্যালেন্সড দল ছিল না। দলে ছিলেন আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান (২৪১৯), ফিদেমাস্টার মনন রেজা নীড় (২৪১৭), গ্র্যান্ডমাস্টার এনামুল হোসেন রাজীব (২৩৫৪), গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোরশেদ (২৩১৮) ও ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া (২২৫৫)। নন প্লেয়িং ক্যাপ্টেন ছিলেন ফিদে ইন্সট্রাক্টর মাসুদুর রহমান মল্লিক দিপু। অলিম্পিয়াডে অংশ নেওয়া ১৮৬টি দেশের ১৮৮টি দলের মধ্যে বাংলাদেশ গড় ২৩৭৭ রেটিং অনুযায়ী ৬৫তম সিডেড দল ছিল। টিম ম্যানেজমেন্ট ১ নম্বর বোর্ডে ফাহাদ, ২ নম্বর বোর্ডে নীড়, ৩ নম্বর বোর্ডে রাজীব, ৪ নম্বর বোর্ডে নিয়াজ ও ৫ নম্বর বোর্ডে তাহসিনকে দিয়ে প্রতিপক্ষের জন্য বোর্ড সাজিয়েছিলেন। অলিম্পিয়াডে নতুন মুখ ছিলেন নীড়। চৌষট্টি খোপের দাবার জমিনে তারা শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে নেমে ১১ ম্যাচের মধ্যে ৫টি জয়, ২টি ড্র আর ৪টি ম্যাচে হেরেছেন। ফলে ১২ ম্যাচ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ৭৮তম হয়েছেন। লাল-সবুজ পতাকাধারী খেলোয়াড়রা অলিম্পিয়াডে শক্তিশালী দলের বিপক্ষে একটি ম্যাচও জিততে পারেননি। যে ৫টি ম্যাচে জয় পেয়েছে তুলনামূলকভাবে সে সব প্রতিপক্ষ অনেক দুর্বল ছিল। ৬৫তম সিডেড বাংলাদেশ ৪-০ পয়েন্টে ১৬৮তম সিডেড লেসোথোকে, ৩.৫-০.৫ পয়েন্টে ১১১তম সিডেড সাইপ্রাসকে, ৩-১ পয়েন্ট ১০৩তম সিডেড জর্ডানকে, ৩-১ পয়েন্টে ৯৬তম সিডেড দক্ষিণ কোরিয়াকে এবং ২.৫-১.৫ পয়েন্টে ৯৫তম সিডেড লেবাননকে পরাজিত করে। তবে ২-২ পয়েন্টে ২৫তম সিডেড স্বাগতিক হাঙ্গেরি (বি) ও ৪৩তম সিডেড স্লোভাকিয়ার সঙ্গে ড্র করার কৃতিত্ব দেখায়। কিন্তু ১৪তম সিডেড ফ্রান্সের কাছে ৩.৫-০.৫ পয়েন্টে, ২০তম সিডেড ইসরায়েলের কাছে ৩-১ পয়েন্টে, ২১তম সিডেড ভিয়েতনামের কাছে ৩.৫-০.৫ পয়েন্টে ও ৪১তম সিডেড কাজাখস্তানের কাছে ৩-১ পয়েন্টে পরাজিত হয়। শক্তিশালী দলের সঙ্গে বাংলাদেশ মোটেও ফাইট দিতে পারেনি। যে দুটি শক্ত প্রতিপক্ষের সঙ্গে ম্যাচ ড্র করেছে সেখান থেকে যদি অন্তত একটি জয় বের করে আনা সম্ভব হতো তাহলে বাংলাদেশের পজিশন কয়েকধাপ উন্নতির সম্ভাবনা ছিল। তাতে করে আর যা-ই হোক, অলিম্পিয়াডের ইতিহাসে বাংলাদেশকে এত লজ্জায় পড়তে হতো না। তবে একটু আধটুর জন্য শক্তিশালী দলগুলোর বিপক্ষে ভালো করার যে সম্ভাবনা উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল, তাতে যদি দলের সঙ্গে একজন উঁচুমানের কোচ থাকতেন তাহলে হয়তো-বা ওই সুযোগ বা সম্ভাবনাগুলো কাজে লাগানো যেত, যা হয়তো অলিম্পিয়াডের ভেন্যুতে কর্মকর্তারা নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন! উল্লেখ্য ফাহাদ ও নীড় ১০ ম্যাচে ৫.৫ পয়েন্ট পেয়েছেন। ১০ ম্যাচে রাজীব পেয়েছেন ৪.৫ পয়েন্ট। ৭ ম্যাচে তাহসিন ৪ পয়েন্ট এবং নিয়াজ ৩.৫ পয়েন্ট অর্জন করেন। অলিম্পিয়াডে ফাহাদ ১২, তাহসিন ৬, নিয়াজ ৫ ও নীড় ২ রেটিং বৃদ্ধি করলেও রাজীব খুইয়েছেন ৬ রেটিং।

নারী বিভাগ

যেকোনো অলিম্পিয়াডের তুলনায় বাংলাদেশ নারী বিভাগে এবার তারুণ্যনির্ভর দল ছিল। পাঁচজনের মধ্যে তিনজনই নতুন মুখ ছিলেন যথাক্রমে নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার ওয়ালিজা আহমেদ (১৯৩৬), নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার নুশরাত জাহান আলো (২০৩৩) ও নারী ফিদেমাস্টার ওয়াদিফা আহমেদ (১৯৮৮)। অভিজ্ঞ বলতে ছিলেন নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার রানী হামিদ (১৯০০) ও নারী ফিদেমাস্টার নোশিন আঞ্জুম (২০৮৫)। নন প্লেয়িং ক্যাপ্টেন ছিলেন ন্যাশনাল ইন্সট্রাক্টর মাহমুদা হক চৌধুরী। ভারতে গত চেন্নাই অলিম্পিয়াডে পিতা-পুত্র যথাক্রমে গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান ও ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া একই অলিম্পিয়াডে জাতীয় দলে খেলে বিরল রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। এবার নারী বিভাগে দুই বোন ওয়ালিজা ও ওয়াদিফা দেশের প্রতিনিধিত্ব করে অনন্য রেকর্ড গড়েছেন। আগের তুলনায় নারী দল এবার অনেক দুর্বল ছিল। যে কারণে বিপক্ষের সঙ্গে বোর্ডে খেলার জন্য টিম ম্যানেজমেন্ট ১ নম্বর বোর্ডে নোশিন, ২ নম্বর বোর্ডে ওয়ালিজা, ৩ নম্বর বোর্ডে আলো, ৪ নম্বর বোর্ডে ওয়াদিফা ও ৫ নম্বর বোর্ডে রানী হামিদকে দিয়ে সিরিয়াল সাজানো হয়েছিল। ফলে দলীয় গড় রেটিং ছিল ২০১১। তাই দলগত রেটিং অনুযায়ী ১৬৭টি দেশের ১৬৯টি দলের মধ্যে বাংলাদেশ ৬২তম সিডেড দল ছিল। ১১ ম্যাচে ৫টি জয়, ১টি ড্র এবং ৫টি হারসহ ১১ পয়েন্ট নিয়ে ৮১তম হয়ে অলিম্পিয়াডের ইতিহাসে নারী দল সবচেয়ে বাজে পারফরম্যান্স করেছে। বাংলাদেশ যে ৫টি ম্যাচে জয় পেয়েছে, তার মধ্যে একটি বাদে চারটিই অপেক্ষাকৃতভাবে দুর্বল দল ছিল। শুধু তা-ই নয়, অলিম্পিয়াডে একমাত্র ড্রটিও দুর্বল প্রতিপক্ষের সঙ্গে। তবে খেলোয়াড়রা যে পাঁচটি ম্যাচে হেরেছে প্রতিপক্ষ হিসেবে তারা শক্তিশালী ছিল। ৬২তম সিডেড বাংলাদেশ ৪-০ পয়েন্টে ১৫৪তম সিডেড সেন্ট লুসিয়াকে, ৩.৫-০.৫ পয়েন্টে ১০৯তম সিডেড বারবাডোসকে, ৩.৫-০.৫ পয়েন্টে ৯৬তম সিডেড উরুগুয়েকে ও ২.৫-১.৫ পয়েন্টে ৮৩তম সিডেড ডোমেনিকান রিপাবলিককে পরাজিত করে। তবে ৩৩তম সিডেড শক্তিশালী সুইডেনকে ১.৫-২.৫ পয়েন্টে হারিয়ে চমক দেখিয়েছে। কিন্তু ২-২ পয়েন্টে ৯৫তম সিডেড বোটসওয়ানার সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেনি। এ ছাড়া ২২তম সিডেড রুমানিয়ার কাছে ৩-১ পয়েন্টে, ২৬তম সিডেড আর্জেন্টিনার কাছে ৩-১ পয়েন্টে, ৩০তম সিডেড অস্ট্রিয়ার কাছে ৩-১ পয়েন্টে এবং ৩৫তম সিডেড নরওয়ের কাছে ৩.৫-০.৫ পয়েন্টে ও ৪৮তম সিডেড বেলজিয়ামের কাছে ২.৫-১.৫ পয়েন্টে পরাজিত হয়। সার্বিক অর্থে অলিম্পিয়াডে নারী দলের আরও ভালো করার সম্ভাবনা ছিল। দলের সঙ্গে যদি একজন অভিজ্ঞ কোচ কিংবা একজন এক্সপার্ট থাকতো তাহলে হয়তো দু-একটি ম্যাচ থেকে জয় বা ড্র বের করে নেওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল ছিল। তাতে অন্তত দলের পজিশন ভালো হতে পারত। উল্লেখ্য, ৮১ বছর বয়সী রানী হামিদ সবচেয়ে ভালো করেছেন। তিনি ৮ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট পেয়েছেন। সেই সঙ্গে ৫৬ রেটিং বৃদ্ধি করেছেন। এদিকে ওয়াদিফা ১০ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট পাওয়ার পাশাপাশি তাঁর ২১ রেটিং বেড়েছে। অপর দিকে ১০ ম্যাচে নোশিন পেয়েছেন ৪.৫ পয়েন্ট। সেই সঙ্গে খুইয়েছেন ১৬ রেটিং। এ ছাড়া ওয়ালিজা ৮ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট পেয়ে ৭ রেটিং কমিয়েছেন। আলো ৮ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট অর্জন করে হারিয়েছেন ৪৪ রেটিং।

ওপেন ও নারী উভয় বিভাগে ভারত চ্যাম্পিয়ন

দাবা অলিম্পিয়াডের ওপেন ও নারী উভয় বিভাগে ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ওপেন বিভাগে ২ নম্বর সিডেড ভারত ১১ ম্যাচে ১০ জয় আর ১ ড্রসহ ২১ পয়েন্ট নিয়ে অপরাজিতভাবে শিরোপা জয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এর আগে ভারত ওপেন বিভাগে ২০১৪ ও ২০২২ সালে তৃতীয় হয়েছিল। তবে অনলাইন দাবা অলিম্পিয়াডে ২০২০ সালে চ্যাম্পিয়ন ও ২০২১ সালে তৃতীয় স্থান লাভ করেছিল। এদিকে ১৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করে টাইব্রেকিং পদ্ধতির মাধ্যমে ১ নম্বর সিডেড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রানার্সআপ, উজবেকস্তান তৃতীয়, চীন চতুর্থ, সার্বিয়া পঞ্চম ও আর্মেনিয়া ষষ্ঠ হয়েছে। অপর দিকে নারী বিভাগে ১ নম্বর সিডেড ভারত ১১ ম্যাচে ৯ জয়, ১ ড্র ও ১ হারসহ ১৯ পয়েন্ট পেয়ে শিরোপা জয় করেছে। এর আগে ২০২২ সালে তৃতীয় হয়েছিল। তবে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে রানার্সআপ হয়েছে কাজাখস্তান। এদিকে ১৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করে টাইব্রেকিং পদ্ধতির মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয়, স্পেন চতুর্থ, আর্মেনিয়া পঞ্চম ও জর্জিয়া ষষ্ঠ হয়েছে। উল্লেখ্য, ১১-২২ সেপ্টেম্বর হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে ৪৫তম দাবা অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়। ওপেন বিভাগে ৬২৬ জনের মধ্যে ২৪৫ গ্র্যান্ডমাস্টার, ১ জন নারী গ্র্যান্ডমাস্টার, ১২৩ জন আন্তর্জাতিক মাস্টার, ১৬৮ জন ফিদেমাস্টার, ১ জন নারী ফিদেমাস্টার, ৮৭ জন ক্যান্ডিডেটমাস্টার ও ১ জন নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার ছিলেন। অন্যদিকে নারী বিভাগে ৪৬৭ জনের মধ্যে ১৭ জন গ্র্যান্ডমাস্টার, ৫৪ জন নারী গ্র্যান্ডমাস্টার, ৫৫ জন আন্তর্জাতিক মাস্টার, ১০৮ জন নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার, ১২ জন ফিদেমাস্টার, ১১৩ জন নারী ফিদেমাস্টার, ৩ জন ক্যান্ডিডেটমাস্টার ও ১০৫ জন নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

ঘরোয়া ফুটবলে নতুন আয়োজন

● মো. সামীম সরদার ●

ঘরোয়া ফুটবল সূচিতে সুপার কাপ ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা ছিল বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের। পর পর দুই মৌসুম পরিকল্পনা করেও আলোচিত এই টুর্নামেন্ট ফেরাতে পারেনি দেশের ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা। কাজী মো. সালাউদ্দিন বাফুফে সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পরই প্রথম চমক হিসেবে কোটি টাকার এই টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল।

২০০৯ সালে প্রথম, ২০১১ সালে দ্বিতীয় ও ২০১৩ সালে তৃতীয়বার হওয়ার পর বলতে গেলে বাতিলের খাতায় চলে যায় সুপার কাপ। গত মৌসুমে ঘোষণা দিয়েও বাফুফে আয়োজন করতে পারেনি স্পন্সর সংকটে। এই মৌসুমে ঘোষণা দিয়েও সূচি থেকে বাদ দিতে হয়েছে দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তৈরি হওয়া পরিস্থিতির কারণে।

পরিবর্তে বাফুফে আয়োজন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ কাপ। এই আয়োজন দেশের ফুটবলে একেবারেই নতুন ধারণা। বিশ্বের অনেক দেশে এ ধরনের প্রতিযোগিতা দিয়ে মৌসুম শুরু হয়। বাংলাদেশেও হচ্ছে এবার। লিগ চ্যাম্পিয়ন ও ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন দলের মধ্যে এক ম্যাচের এই প্রতিযোগিতা। গত মৌসুমে লিগ ও ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস। যে কারণে ফেডারেশন কাপ রানার্সআপ মোহামেডান চ্যালেঞ্জ কাপ খেলবে কিংসের বিপক্ষে।

১১ অক্টোবর হবে নতুন এই প্রতিযোগিতা। প্রতিবছর ধারাবাহিকভাবে এ প্রতিযোগিতা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাফুফের প্রফেশনাল লিগ ম্যানেজমেন্ট কমিটি। যে দল যখন লিগ চ্যাম্পিয়ন থাকবে, সেই দলের ভেন্যুতে হবে ম্যাচটি। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম আসর হতে যাচ্ছে কিংস অ্যারেনায়। এক ম্যাচ, ট্রফিও দেওয়া হবে চ্যাম্পিয়ন দলকে। তাই নির্ধারিত সময়ের খেলা অমীমাংসিত থাকলে অতিরিক্ত ৩০ মিনিট খেলা হবে। সেখানে ফয়সালা না হলে চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণ করা হবে টাইব্রেকারে। চ্যালেঞ্জ কাপের নাম দেওয়া হয়েছে 'জুলাই স্মৃতি বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ কাপ।' সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে বাফুফের প্রফেশনাল লিগ ম্যানেজমেন্ট কমিটি সভা করে ২০২৪-২৫ মৌসুমের ফুটবল মাঠে গড়ানোর দিন তারিখ নির্ধারণ করেছে। ১১ অক্টোবর বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ কাপ দিয়ে শুরু হবে নতুন মৌসুমের খেলা। এর চার দিন পর মাঠে গড়াবে ফেডারেশন কাপ। গত দুই আসরের মতো এবারও লিগ ও ফেডারেশন কাপ পাশাপাশি চলবে। ১৮ অক্টোবর মাঠে গড়াবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ।

এবারের মৌসুমের সূচি থেকে সুপার কাপের পাশাপাশি স্বাধীনতা কাপও বাদ দেওয়া হয়েছে। মৌসুম সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যেই দুটি টুর্নামেন্ট এবার বাদ দেওয়া হয়েছে। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের তিনটি ক্লাব ভাঙচুর করা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আবাহনী ও শেখ জামাল। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব ও শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র দলই প্রত্যাহার করে নিয়েছে। আবাহনী ও চট্টগ্রাম আবাহনীর খেলা অনিশ্চিত হলেও শেষ মুহূর্তে তারা খেলোয়াড় নিবন্ধন করে।

ক্লাবগুলো এক জোট হয়ে এবার ঢাকার বাইরে খেলতে না যাওয়ার কথাও ভেবেছিল। কারণ, বেশির ভাগ ক্লাবের ডোনার কর্মকর্তারা সরকার পরিবর্তনের পর নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। কিছু কর্মকর্তা পলাতক, কিছু গ্রেফতারও হয়েছেন। এসব কারণেই ক্লাবগুলো এই মৌসুম সংক্ষিপ্ত করতে বলেছিল বাফুফেকে। তাদের মতামতের ভিত্তিতেই দুটি আসর বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে তারা ঢাকার কাছাকাছি ভেন্যুতে খেলতে রাজি হয়েছে।

এখন পর্যন্ত বসুন্ধরা কিংস, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ এই মৌসুমের ভেন্যু হিসেবে ঠিক হয়েছে। চেষ্টা চলছে আরও দুই একটি ভেন্যু বাড়ানোর। মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও গাজীপুর এখনো আছে সম্ভাব্য ভেন্যুর তালিকায়। এর মধ্যে অন্তত দুটি ভেন্যু পাবে বলে আশা করছে বাফুফে।

রাজধানীর একমাত্র ভেন্যু বসুন্ধরা কিংসের মাঠ কিংস অ্যারেনা। স্বাভাবিকভাবেই এটি হোম ভেন্যু বসুন্ধরা কিংসের। বেশ কয়েকটি ক্লাব কিংস অ্যারেনাকে হোম ভেন্যু হিসেবে চেয়েছিল। তবে পেয়েছে কেবল ফার্টিস ফুটবল ক্লাব। নতুন মৌসুমে কিংস অ্যারেনাকে হোম ভেন্যু হিসেবে ব্যবহার করবে এই দুটি ক্লাব। মোহামেডান ও আবাহনীর হোম ভেন্যু কুমিল্লার ভাষা শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়াম। শেষ পর্যন্ত কয়টি ভেন্যু চূড়ান্ত হয় তার ওপর নির্ভর করবে অন্য দলগুলোর কারা কোন স্টেডিয়াম বেছে নেয়।

শেষ মুহূর্তে দুটি ক্লাব নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় সংকটে পড়েছিলেন বেশ কিছু ফুটবলার। জাতীয় দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াসহ কয়েকজন সিনিয়র খেলোয়াড়ও দলই পাননি। সংকট কাটাতে বাফুফে প্রতিটি ক্লাবকে খেলোয়াড় নিবন্ধন কোটা ৩৬ থেকে বাড়িয়ে ৪০ জন করায় আরও কিছু ফুটবলারের নিবন্ধনের সুযোগ তৈরি হয়। সব মিলিয়ে গত মৌসুমের চেয়ে শতাধিক বেশি ফুটবলার এবার নিবন্ধন হয়েছেন বিভিন্ন ক্লাবে। গত মৌসুমে ৩৬ জনের কোটা থাকলেও কয়েকটি ক্লাব ৩০ জনের কমও নিবন্ধন করিয়েছিল। যে কারণে খেলোয়াড়ের সংখ্যাটা কম ছিল গত মৌসুমে।

এবারের মৌসুমে নতুন দুটি দল বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে অংশ নিচ্ছে-ইয়ংমেন্স ক্লাব ফকিরেরপুল ও ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব। প্রিমিয়ার লিগে আবার ফিরে এসেছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন। গতবারের চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস, রানার্সআপ মোহামেডান, আবাহনী, পুলিশ ফুটবল ক্লাব, চট্টগ্রাম আবাহনী, ফার্টিস এফসি, রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি, ব্রাদার্স ইউনিয়ন, ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ও ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব এবার মাঠের লড়াইয়ে।

আর্থিক সংকটে এবার বিদেশি খেলোয়াড় নিবন্ধন করেনি আবাহনী ও চট্টগ্রাম আবাহনী। বিদেশি খেলোয়াড়দের সঙ্গে চুক্তি করেও তা বাতিল করেছে ক্লাব দুটি। বিদেশি ছাড়া আবাহনী খেলবে এটা কল্পনার বাইরে ছিল আকাশি-নীল সমর্থকদের। তবে বাস্তবতা হলেও সেটাই ঘটতে যাচ্ছে। বিদেশি খেলোয়াড়ের মতো বিদেশি কোচের সঙ্গে চুক্তি করেও তা বাতিল করেছেন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের সর্বাধিক ৬ বারের চ্যাম্পিয়নরা।

এবার আবাহনীর ডাগআউটে দাঁড়াবেন দেশের অভিজ্ঞ ও জাতীয় দলের কোচ মারুফুল হক। ঘরোয়া বিভিন্ন ক্লাবে কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা আছে মারুফুল হকের। তবে প্রথমবারের মতো তিনি আবাহনীর দায়িত্ব নিয়েছেন। কিছুদিন আগে অনূর্ধ্ব-২০ দলকে সাফ চ্যাম্পিয়ন করিয়েছেন মারুফুল হক। এর পর ওই দলটি নিয়ে যান ভিতেনামে এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান বাছাইয়ে খেলানোর জন্য।

এবার বিদেশি কোচ বদলিয়েছে বসুন্ধরা কিংসও। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে টানা ৫ শিরোপা জেতানো স্প্যানিশ অস্কার ব্রুজোনকে বিদায় করে কিংস এবার দলের দায়িত্ব দিয়েছে রোমানিয়ান ভ্যালেরিউকে। মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি ক্লাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। কিংস ছাড়াও এবার বিদেশি কোচ নিয়েছে ব্রাদার্স ও ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব। ব্রাদার্সের আছেন আগে দায়িত্ব পালন করা গাম্বিয়ান ওমর সিসে ও ইয়ংমেন্সে পর্তুগালের দিভালদো সিলভা আলভেজ।

বাংলাদেশ পুলিশ ফুটবল ক্লাব কার নেতৃত্বে মাঠে নামবে সেটা এখনো ঠিক করেনি। অন্য ক্লাবগুলোর মধ্যে মোহামেডানের কোচ থাকছেন গত মৌসুমে চমক দেখানো আলফাজ আহমেদ, ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব সাইফুর রহমান মনি, ফার্টিস এফসিতে মাসুদ পারভেজ কায়সার ও রহমতগঞ্জে কামাল বাবু।

হাসান মাহমুদের আরেক কীর্তি

● মো. মুলতানুর রহমান ●

ভারতের বিপক্ষে রানের হিসাবে সবচেয়ে বেশি ২৮০ রানের ব্যবধানে হারা চেন্নাই টেস্টের স্মৃতি যত দ্রুত সম্ভব ভুলে যেতে চাইবে বাংলাদেশ। কিন্তু চাইলেও এই টেস্ট ভুলতে পারবেন না হাসান মাহমুদ। দলের শোচনীয় ব্যর্থতার ভিড়ে ২৫ বছর বয়সী এই পেসার যে 'ফাইফার' অর্জন করে আলো ছড়িয়েছেন। তাতে পাকিস্তানের পর হাসান ভারতেও গড়লেন আরেক 'প্রথম কীর্তি'। এই প্রথম ভারতের মাটিতে ইনিংসে ৫ উইকেট পেলেন বাংলাদেশের কোনো বোলার। পেসার তো বটেই, ভারতে এর আগে খেলা ৩ টেস্টে এমনকি বাংলাদেশের কোনো স্পিনারও ইনিংসে ৫ উইকেট নিতে পারেননি।

পাকিস্তানের মাটিতে যেখানে শেষ করেছিলেন, ভারতের সঙ্গে শুরু করেছেন যেন ঠিক সেখান থেকেই! রাওয়ালপিন্ডিতে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৩ রান দিয়ে ৫ জন পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানকে মাঠছাড়া করে বাংলাদেশের জয়ের ক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন হাসান মাহমুদ, যা পাকিস্তানের বিপক্ষে তাদেরই দেশে কোনো বাংলাদেশি পেসারের ইনিংসে প্রথমবার ৫ উইকেট শিকারের রেকর্ড। টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের পেস বোলিংয়ে নতুন দিনের গান গাওয়া এই 'লক্ষ্মীপুর এক্সপ্রেস' পাকিস্তান থেকে ফিরে ভারতে উড়ে গিয়ে প্রথম সাক্ষাতে ভারতকেও রীতিমতো কাঁপিয়ে দিয়েছেন। প্রথম টেস্টে চেন্নাইয়ের এম এ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে টস জিতে টাইগার কাপ্তান নাজমুল হোসেন শান্ত শুরুতে ব্যাটিং বেছে নেওয়ার পর লাল মাটির উইকেটে বাংলাদেশের পেসাররা আগুনঝরা বোলিং করেন। ৯৬ রানের মাথায় ৪ উইকেট হারিয়ে কাঁপতে থাকে ভারতীয় ব্যাটিং লাইনআপ। টপ অর্ডারের এই চার উইকেটের সবগুলোই নিজের ঝুলিতে পুরে নেন হাসান। দলীয় ষষ্ঠ ও নিজের তৃতীয় ওভারের প্রথম বলে ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে স্লিপে নাজমুল হোসেন শান্তর হাতে ক্যাচ বানিয়ে শুরু করেন ধ্বংসযজ্ঞ, এরপর একে একে তুলে নেন শুবমান গিল, বিরাট কোহলি ও ঋষভ পন্তকে। নিখুঁত বোলিং করা হাসানের পেস ও সুইংয়ে বিভ্রান্ত হয়ে তিনজনই ক্যাচ তুলে নেন উইকেটকিপার লিটন দাসের হাতে। একপর্যায়ে ১৪৪ রানে ৬ উইকেট খোয়ানো ভারত পরে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজার ব্যাটিং দৃঢ়তায় চাপ সামলে অলআউটের আগে করতে পারে ৩৭৬ রান। দ্বিতীয় দিন জসপ্রিত বুমরাকে ফিরিয়ে ভারতের শেষ উইকেট তুলে নিয়ে লম্বা সময় অপেক্ষার পর 'ফাইফার' পূর্ণ করা হাসানের বোলিং ফিগার দাঁড়ায় ২২.২-৪-৮৩-৫। অবশ্য একই পিচে দ্বিতীয় ইনিংসে মুদ্রার অন্য পিঠটাও

দেখেছেন তিনি, ১১ ওভার বল করে ৪৩ রান দিয়ে কোনো উইকেটের দেখা পাননি।

৪ ম্যাচের ছোট টেস্ট ক্যারিয়ারের ৮ ইনিংসে মোট ১৯ উইকেট (ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের আগপর্যন্ত) দখলের পথে দুইবার ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন হাসান মাহমুদ, তাও দুই দেশে এবং পরপর দুই ইনিংসে। তাঁর কীর্তির সৌজন্যে রেকর্ডের বেশ কিছু অধ্যায় নতুন করে সামনে চলে এল। রবিউল ইসলামের (৬/৭১ ও ৫/৮৫, বিপক্ষ জিম্বাবুয়ে, হারারে, এপ্রিল ২০১৩) পর বাংলাদেশের দ্বিতীয় পেসার হিসেবে বিদেশে অনুষ্ঠিত টেস্টে টানা দুই ইনিংসে ৫ উইকেট নিলেন হাসান। এর আগে টেস্টে ভারতের বিপক্ষে তাদেরই মাটিতে বাংলাদেশের কোনো বোলারের সেরা ফিগার ছিল ডানহাতি পেসার আবু জায়েদ রাহির, ২৫-৩-১০৮-৪ (২০১৯ সালের নভেম্বরে ইন্দোর টেস্টে ভারতের প্রথম ইনিংসে)। দেশে-বিদেশে মিলিয়ে ভারতের বিপক্ষে এর আগে ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়া বাংলাদেশের একমাত্র পেসার ছিলেন শাহাদাত হোসেন রাজীব, ১৮-২-৭১-৫ (২০১০ সালের জানুয়ারিতে চট্টগ্রাম টেস্টের প্রথম ইনিংসে)। সব মিলিয়ে ভারতের সঙ্গে টেস্ট দ্বৈরথে বাংলাদেশের সেরা বোলিং রেকর্ড অফস্পিনার নাঈমুর রহমান দুর্জয়ের, ৪৪.৩-৯-১৩২-৬ (২০০০ সালের ১০ নভেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশের ঐতিহাসিক অভিষেক টেস্টে ভারতের প্রথম ইনিংসে)।

পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, টেস্ট ক্রিকেটে দুই যুগের পথচলায় নিজেদের ১৪৫তম ম্যাচে বাংলাদেশের পেসাররা ইনিংসে ৫ উইকেট শিকার করেছেন মোট ১২ বার। মোট ৭ পেসার গড়েছেন এমন রেকর্ড। সবশেষ হাসান মাহমুদের পরপর ২ বার (১০.৪-১-৪৩-৫, বিপক্ষ পাকিস্তান, রাওয়ালপিন্ডি, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২৪; ২২.২-৪-৮৩-৫, বিপক্ষ ভারত, চেন্নাই, সেপ্টেম্বর ২০২৪) কীর্তির আগে লাল বলে 'ফাইফার' অর্জন করা বাংলাদেশের অন্য ৬ পেসার হলেন- মঞ্জুরুল ইসলাম (১ বার, ৩৫-১২-৮১-৬, বিপক্ষ জিম্বাবুয়ে, বুলাওয়ে, এপ্রিল ২০০১), শাহাদাত হোসেন রাজীব (৪ বার, ২১.৩-২-৮৬-৫, বিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, বগুড়া, মার্চ ২০০৬; ১৫.৩-৮-২৭-৬, বিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা, মিরপুর, ফেব্রুয়ারি ২০০৮; ১৮-২-৭১-৫, বিপক্ষ ভারত, চট্টগ্রাম, জানুয়ারি ২০১০; ২৮-৩-৯৮-৫, বিপক্ষ ইংল্যান্ড, লর্ডস, মে ২০১০;), রুবেল হোসেন (১ বার, ২৯-১-১৬৬-৫, বিপক্ষ নিউজিল্যান্ড, হ্যামিলন্টন, ফেব্রুয়ারি ২০১০), রবিউল ইসলাম (২ বার, ১৯-১-৭১-৬, বিপক্ষ জিম্বাবুয়ে, হারারে, এপ্রিল ২০১৩; ৩৩-১১-৮৫-৫, বিপক্ষ জিম্বাবুয়ে, হারারে, এপ্রিল ২০১৩), ইবাদত হোসেন (১ বার, ২১-৬-৪৬-৬, বিপক্ষ নিউজিল্যান্ড, মাউন্ট মঙ্গানুই, জানুয়ারি ২০২২) ও সৈয়দ খালেদ আহমেদ (১ বার, ৩১.৩-৩-১০৬-৫, বিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, গ্রস আইলেট, জুন ২০২২)।

একটি স্বপ্ন ও গিনেস বিশ্ব রেকর্ড

● হেলাল উদ্দিন আহমেদ ●

আমার শৈশব কেটেছিল মাতৃবিয়োগজনিত ট্রমার মধ্য দিয়ে। ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে আমাদের পরিবার পাকিস্তানের ইসলামাবাদ থেকে পালিয়ে আফগানিস্তান ও ভারত হয়ে ঢাকায় চলে আসে। এর চার মাস পরেই দেশের টেবিল টেনিস অঙ্গনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে, যখন ঢাকার রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র থাকা অবস্থায় আমি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত দ্বিতীয় বাংলাদেশ ওপেন টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় বালক বিভাগে অংশ নেই। সেবার খালি পায়ে, ফুলপ্যান্ট পরে আর কাঠের ব্যাট হাতে আমি বালকদের ফাইনালে উঠে সবাইকে চমকে দিয়েছিলাম। তবে ফাইনালে দর্শকদের শতভাগ সমর্থন সত্ত্বেও আমি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র দুলালের সঙ্গে হেরে যাই, যে আবার পুরুষ এককেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। অন্যদিকে নারী এককে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন দশম শ্রেণির আরেক ছাত্রী মুনিরা রহমান হেলেন, যিনি ছিলেন জোবেরা রহমান লিনুর বড় বোন।

সেবার অবশ্য লিনুর সঙ্গে আমার দেখা বা কথা হয়নি। তবে এর পরের বছর ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় ৯ বছর বয়সী লিনু প্রথমবার খেলতে নেমেই ঝড় তুলেছিল। নারী এককের ফাইনালে যদিও সে বড় বোন হেলেনের কাছে লড়াই করে পরাজিত হয়েছিল, মহিলা (দ্বৈত) ও মিশ্র (দ্বৈত) ইভেন্টে জয়ী হয়ে সে দ্বিমুকুট অর্জন করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। মহিলা দ্বৈতে ওর পার্টনার ছিল হেলেন, আর মিশ্র দ্বৈতের পার্টনার ছিল আবাহনী ক্লাবের সৈয়দ মাহবুব আলী। অন্যদিকে আমি ধানমন্ডি ক্লাবের হয়ে বালক বিভাগে আবারও রানার-আপ আর বালক দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। জাতীয় পর্যায়ে আমার টেবিল টেনিস ক্যারিয়ারেরও কার্যত সে বছরেই ইতি ঘটেছিল, যদিও পরবর্তী আয়োজনেও আমি বালক দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন হই ও পুরুষ এককে দশম স্থান অধিকার করি। এর প্রধান কারণ ছিল শরীরে যক্ষার হানা আর মনে কৈশোরের ট্রমাজনিত বিষণ্নতা। অবশ্য এর আগে বা পরে আশির দশক পর্যন্ত আমার সঙ্গে কখনোই লিনু বা হেলেন আপার কথা হয়নি, আমার এড়িয়ে চলার প্রবণতাই ছিল যার মূল কারণ।

এরপর অনেক বছর কেটে গেছে। আমি পড়ালেখা শেষ করে ১৯৮৬ সালে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করি। সে সময় ১৯৮৭ সালে আমাকে বাংলাদেশ টেবিল টেনিস খেলোয়াড় সমিতির সহ-সভাপতি নির্বাচন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের পর আমরা টেবিল টেনিস ফেডারেশনে পরিবর্তন আনার জন্য উদ্যোগ নেই এবং তারই ফলশ্রুতিতে খেলোয়াড় সমিতির তৎকালীন সভাপতি ক্যারেন ভাইকে ফেডারেশনের কোষাধ্যক্ষ পদে আত্মীকৃত করা হয়। ১৯৯০-এর দশকের শুরুর দিকে শাহবাগের আজিজ মার্কেটে লিনুর সঙ্গে আমার দু-একবার দেখা হয়েছে, কারণ নিকটবর্তী পরীবাগ পিডিবি কলোনিতে ওরা থাকতো। ও তখন এগিয়ে এসে কথা বলেছে, আর এমন মন্তব্যও করেছে যে আমি ক্যারিয়ারে ভালো করায় ও খুব খুশি। ওর মন্তব্য শুনে আমার বেশ অবাক লাগতো, কারণ আমাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগই ছিল না। হয়তো বা অন্য কারও কাছ থেকে সে কিছু শুনে থাকবে।

যাই হোক, ঘড়ির কাঁটা আরও আট-নয় বছর এগিয়ে নেওয়া যাক। সেটা ছিল ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসের গোড়ার দিকের কথা। আমার সিদ্ধেশ্বরীর ভাড়া বাসায় কোনো এক রাতে আমি একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি, যা আমার ওপর বেশ প্রভাব ফেলেছিল। স্বপ্নটি ছিল এরকম: আমি দর্শকশূন্য এক বিশাল স্টেডিয়ামে সম্পূর্ণ একা বসে আছি। সারা স্টেডিয়ামে সন্ধ্যার আলো-আঁধারের খেলা, কিন্তু কোনো খেলোয়াড় বা দর্শক সেখানে নেই। আমি একদম একাকী বিষণ্ন মনে বসে আছি, হয়তো শুরুতে প্রতিশ্রুতি দেখানো সত্ত্বেও খেলোয়াড় জীবনে ব্যর্থতার গ্লানিকে স্মরণ করে। হঠাৎ টের পেলাম, আমার পাশে কে একজন এসে বসেছে; এরপর মনে হলো, আমার কাঁধে সে হাত রেখেছে। একরাশ হতাশার মধ্যে কিছুটা স্বস্তি পেলাম। তাকিয়ে দেখি, আমার পাশে যে বসে আছে সে আর কেউ নয়- টেবিল টেনিস জগতের লিনু। অবাক হলাম! আর ঠিক তখনই আমার ঘুমটি ভেঙে গেলো। স্বপ্নটির কোনো ব্যাখ্যা পেলাম না, কিন্তু এর রেশ আমার মনের মধ্যে থেকেই গেলো।

এর পরের দিনই আমি লিনু সম্পর্কে খোঁজখবর নিলাম। আমি তখন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে সম্পাদক, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি, হিসেবে কর্মরত ছিলাম। লিনু এর আগের বছরই ১৯৯৯ সালের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার পেয়েছিল। আমি ওর টেলিফোন নম্বরটা জোগাড় করে ওকে ফোন করলাম। তখনই জানতে পারলাম কয়েক বছর আগে যখন ও খেলা ছেড়ে দিতে চাচ্ছিল তখন টেবিল টেনিস ফেডারেশনের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ ও সাধারণ সম্পাদক এবং পরবর্তীতে লন টেনিস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ইশতিয়াক আহমেদ ক্যারেন গিনেস বিশ্ব রেকর্ড স্থাপনে ওর সম্ভাবনা বিবেচনায় খেলা চালিয়ে যেতে বলেছিল। আমি এরপর এ বিষয়ে ক্যারেন ভাইকে ফোন করি, কিন্তু কীসের বা কোনো বিশেষ কৃতিত্বের জন্য রেকর্ড সে ব্যাপারে উনি সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে পারেননি। তবে লিনু আমাকে জানিয়েছিল, সে ওই বছর রংপুরে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার পর খেলা ছেড়ে দিবে।

এর দু-মাস পরে অর্থাৎ মার্চে লিনুর সঙ্গে আমার আবার যোগাযোগ হয়। সে ততোদিনে রংপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ১৬তম বারের মতো মহিলা এককে জাতীয় টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। যেহেতু খেলা ছেড়ে দিচ্ছিল, তাই আমাকে ও গিনেস রেকর্ডের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য অনুরোধ করলো। আমি তখন লিনুর কাছ থেকে ওর খেলোয়াড়ি জীবনের একটি বৃত্তান্ত সংগ্রহ করলাম, যাতে করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

এরপর আমি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের ওয়েবসাইটটি ভিজিট করি। লিনুর বায়োডাটাটি সংগ্রহ করার পর আমি সাইটটির রেকর্ড দাবি করার অংশে বাংলাদেশ কোয়ার্টারলির সম্পাদক হিসেবে লিনুর পক্ষ থেকে মহিলা এককে ১৬-বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ও সব ইভেন্ট মিলিয়ে ৫০-বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় বিশ্বরেকর্ড-এর স্বীকৃতির জন্য প্রাথমিক আবেদন করি। সে সময় গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কর্তৃপক্ষ দাবিগুলো একটি গবেষণা দলের মাধ্যমে স্ক্রিনিং ও মূল্যায়ন করতো; এরপর সেটা প্রতিশ্রুতিশীল হলে

ডকুমেন্টসহ বিস্তারিত বিবরণ পাঠাতে বলতো। আমি দাবিটির ব্যাপারে খুব বেশি আশাবাদী ছিলাম না, কারণ এ ধরনের কোনও রেকর্ডের উল্লেখ গিনেস-এর তথ্যভাণ্ডারে ছিল না।

কিন্তু কিছুদিন পরেই এপ্রিল মাসের শেষে বা মে মাসের শুরুর দিকে আমাকে অবাক করে দিয়ে গিনেস কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপক ই- মেইল করে জানালেন তাঁরা রেকর্ড দুটোর ব্যাপারে আগ্রহী এবং আমি যেন প্রযোজ্য সাপোর্টিং ডকুমেন্টসহ আবেদনটি বিমান-ডাকযোগে প্রেরণ করি। আমি সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে পড়লাম। নিজেই ইংরেজিতে টাইপ করে অনেকগুলো ডকুমেন্ট তৈরি করলাম। এরপর লিনুকে টেবিল টেনিস ফেডারেশনে আসতে বললাম। তখন ফেডারেশনের সম্পাদক ছিলেন রফিকুল ইসলাম টিপু ভাই। তিনি দুই হাত প্রসারিত করে আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসলেন। লিনুর খেলোয়াড়ি জীবন সংক্রান্ত সবগুলো ডকুমেন্টই তিনি ফেডারেশনের প্যাডে প্রিন্টআউট নিয়ে স্বাক্ষর করলেন। অতিরিক্ত প্রমাণ হিসেবে আমি আমার সম্পাদিত 'বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি' পত্রিকার জুন ২০০১ সংখ্যায় একটি কভার-স্টোরি লিখলাম, যার শিরোনাম ছিল : 'Zobera Rahman: A Table Tennis Queen Fit to be in the Guinness'। একটি সরকারি প্রকাশনা হওয়ার কারণে এটাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ।

জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনার জন্য আমার উত্তর আয়ারল্যান্ডের আলস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিমানযোগে পাড়ি জমানোর কথা ছিল। তাই আর দেরি না করে আয়ারল্যান্ড যাত্রার দুই দিন আগে আমি লিনুর আবেদনসহ গিনেস রেকর্ডের জন্য তৈরি করা সব ডকুমেন্ট খামে ভরে ঢাকার জিপিও'তে গেলাম এয়ার-এপ্রেস মেইলে প্রেরণ করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার নিত্যদিনের সঙ্গী। যথারীতি প্রায় একঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর আমি যখন কাউন্টারে পৌঁছালাম, তখন পকেটে হাত দিয়ে দেখি সাড়ে চার হাজার টাকাসহ আমার মানিব্যাগটি আর পকেটে নেই, যদিও খামটা আমার হাতেই ছিল। আমি প্যানিকগ্রস্ত হয়ে দৌড়ে জিপিও'র পোস্টমাস্টার (আমার পূর্বপরিচিত ও পিতার প্রাক্তন ছাত্র) শাহ মোহাম্মদ আলী ওরফে দুলাল ভাইয়ের কাছে গেলাম। কিন্ত সে যুগেতো আর সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল না, তাই মানিব্যাগটি আর উদ্ধার হলো না। এরপর মতিঝিল থানায় গেলাম ডায়েরি করতে। কিন্তু তাতেও কোনো ফল না হওয়ায় সেদিন খামটি আর ডাকে দিতে পারলাম না; বিফল মনোরথ ও প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে বাসায় ফিরে আসলাম।

এরপর জিপিও'তে পুনরায় যাওয়ার সাহস না হওয়ায় আর সময়ের স্বল্পতার কারণে আমি গিনেস রেকর্ডের খামটি আমার আয়ারল্যান্ড যাত্রার সময় হাতব্যাগে করে নিয়ে গেলাম। আমরা শিক্ষার্থীদের দলটি ১৪ জুন তারিখে উত্তর আয়ারল্যান্ডের রাজধানী বেলফাস্টের পার্শ্ববর্তী আলস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের জর্ডানস্টাউন ক্যাম্পাসে এসে পৌঁছাই। আর ঠিক এর পরদিনই পাশের একটি পোস্ট-অফিসে গিয়ে আমি লিনুর খামটি ডাকে দিই। ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে তিন মাসের কোর্স শেষে আমরা আবার দেশে ফিরে আসি। এরপর লিনুর অনুরোধে আমি গিনেস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আবারও ই-মেইলে যোগাযোগ করি। তারা আমাকে জানায় যে বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। এরপর ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে তারা জানায় যে লিনুর রেকর্ডটি তাদের তথ্যভাণ্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এবং সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে তারা সনদটি লিনুর কাছে পাঠাবে। আমি তথ্যভাণ্ডারের একটি ইলেকট্রনিক কপিও হাতে পাই, যা আমি তৎক্ষণাৎ লিনুর কাছে প্রেরণ করি। এর ভিত্তিতে লিনু দাবি করতে পারলো যে সে একটি গিনেস বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী। পরবর্তীতে ২০০২-এর মার্চ মাসে লিনুর অনুরোধে আমি গিনেস কর্তৃপক্ষকে আবারও একটি তাগাদাপত্র পাঠাই। তারা তখন জানালো যে রেকর্ডটি যদিও সে বছর প্রকাশিত গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের বই-এ অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি, তারা সনদটি অতি দ্রুত পাঠিয়ে দিবে। শেষ পর্যন্ত ২০০২ সালের জুন মাসে গিনেস-এর সনদটি ডাকযোগে লিনুর কাছে পৌঁছায়। আর এ সংক্রান্ত প্রথম সংবাদটি আমিই লিখেছিলাম - যা ঢাকার দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ২০০২ সালের ৭ জুলাই তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলাদেশের জন্যও এটা ছিল গৌরবের, কারণ সম্ভবত লিনুর হাত ধরেই বাংলাদেশের কোনো নাগরিক প্রথমবারের মতো গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম লিখিয়েছিল। এ ঘটনার ব্যাপারে আমাকে যদি এখনও কেউ প্রশ্ন করে, আমি বলবো আমার দেখা সেই স্বপ্নটাই ছিল আমার প্রচেষ্টার মূল চালিকাশক্তি। সেই স্বপ্ন দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়ে আমি লিনুর জন্য কিছু একটা করার চেষ্টায় নামি - যা শেষ পর্যন্ত তার জন্য একটি বিশ্ব রেকর্ডের স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল।

(ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ : অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস-এর প্রাক্তন এডিটোরিয়াল কনসাল্টেন্ট ও কলাম-লেখক, এবং বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক।)

টিআইবি ও বিএসপিএ'র উদ্যোগে দিনব্যাপী 'আনকভারিং ইন্টিগ্রিটি এথিকস ইন স্পোর্টস জার্নালিজম' বিষয়ক ওয়ার্কশপ টিআইবি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান ও বিএসপিএ'র সভাপতি রেজওয়ান উজ জামান রাজীবসহ অন্যরা। ওয়ার্কশপে বিএসপিএ'র ৩৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

বিকেএসপির মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মুনীরুল ইসলামসহ অন্য কর্মকর্তাদের সাথে বিকেএসপি দল

ভারতে অ্যাথলেটিকসে রানার্সআপ বিকেএসপি

● ওমর ফারুক রুবেল ●

ভারতের চেন্নাইয়ে ১০-১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় সাউথ এশিয়ান (অনূর্ধ্ব-২০) জুনিয়র অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ। এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে তিনটি ব্রোঞ্জপদক জিতে দ্বিতীয় রানার্সআপ হয়েছে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)।

তিন ব্রোঞ্জ

প্রতিযোগিতায় বিকেএসপির অ্যাথলেট মো. তামিম হোসেন ট্রিপল জ্যাম্প ইভেন্টে ১৪.৭৫ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে ব্রোঞ্জ পান। এই ইভেন্টে শ্রীলঙ্কার দিশানায়েক ১৫.০৯ মিটার দূরত্বে লাফিয়ে স্বর্ণ ও একই দেশের হানসাকা ১৪.৯২ মিটার অতিক্রম করে রৌপ্যপদক জেতেন।

এ ছাড়া ছেলেদের ইভেন্টে আসলাম শিকদার, বোরহান শেখ, হাফিজুর রহমান ও আবদুল্লা আল সবুর এবং মেয়েদের ইভেন্টে সুমাইয়া আক্তার, আজমি খাতুন, মীম আক্তার ও রুনা আক্তার অংশ নেন। ৪ গুণিতক ৪০০ মিটার রিলেতে বিকেএসপির অ্যাথলেটেরা এই দুটি ইভেন্টে অংশ নিয়ে আরও দুটি ব্রোঞ্জ জেতেন। ছেলেদের ৪ গুণিতক ৪০০ মিটার রিলেতে বাংলাদেশের আসলাম, বোরহান, হাফিজুর ও সবুর ৩ মিনিট ২১.৫০ সেকেন্ড সময় নিয়ে তৃতীয় হয়ে ব্রোঞ্জ জেতে বাংলাদেশ। এই ইভেন্টে শ্রীলঙ্কা ৩ মিনিট ০৯.২৭ সেকেন্ডে স্বর্ণ ও ভারত ৩ মিনিট ১১.১৪ সেকেন্ডে রৌপ্য জেতে। তবে ৪ গুণিতক ১০০ মিটার রিলেতে মাসুম মোস্তফা, তামিন হোসেন, শিপন ও সাইদীর সমন্বয়ে বাংলাদেশের দলটি ৪২.৬৩ সেকেন্ড সময় নিয়ে চতুর্থ হয়। এই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জেতা মালদ্বীপের সময় ছিল ৪১.৯৮ সেকেন্ড।

মেয়েদের ৪ গুণিতক ৪০০ মিটার রিলেতে বাংলাদেশের জাভাম মুসরাত, মিম আক্তার, আজমি খাতুন ও সুমাইয়া আক্তার ৩ মিনিট ৫৭.৩৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে ব্রোঞ্জ জেতে। এই ইভেন্টে ভারত ৩ মিনিট ৪৪.৪৫ সেকেন্ডে স্বর্ণ ও শ্রীলঙ্কা ৩ মিনিট ৪৯.৯৯ সেকেন্ডে রৌপ্যপদক জিতে নেয়। তবে ৪ গুণিতক ১০০ মিটার রিলেতে বাংলাদেশের মিম আক্তার, ময়না খানম, আজমি খাতুন ও সুমাইয়া আক্তার ৪৮.১৮ সেকেন্ডে চতুর্থ হন। এই ইভেন্টে তৃতীয় হয়ে ব্রোঞ্জ জেতা মালদ্বীপের সময় ছিল ৪৮.০৪ সেকেন্ড।

প্রতিযোগিতায় সার্কভুক্ত সাতটি দেশের অ্যাথলেটেরা বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, বিকেএসপির ১৫ সদস্যের দলটি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে। বাংলাদেশ দলের টিম ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন সাবেক তারকা অ্যাথলেট ফৌজিয়া হুদা জুঁই এবং কোচ হিসেবে ছিলেন মো. শাহাদাৎ হোসেন ভূঁইয়া ও মো. মোবারক হোসেন টিপু। বিকেএসপির মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মুনীরুল ইসলাম অ্যাথলেটিকস দলটির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে সবাইকে অভিনন্দন জানান।

এবার শুরু হচ্ছে বসুন্ধরা কিংস একাডেমির কার্যক্রম

'আজকের ফুটবল, আগামীর ক্যারিয়ার', শ্লোগান নিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে বসুন্ধরা কিংস একাডেমির কার্যক্রম। এর আগে ফুটবলে অনেক নতুনের জন্ম দিয়েছে বসুন্ধরা কিংস। টানা পাঁচ আসরে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ফুটবলের শিরোপা জিতে অনন্য এক অবস্থানে নিজেদের নিয়ে গেছেন। প্রতিনিয়ত দেশের সুনামকে সমুজ্জল করে চলেছে ক্লাবটি। উপমহাদেশের প্রথম ক্লাব হিসেবে নিজস্ব স্টেডিয়াম তৈরি করে দেখিয়েছে বড় চমক। এখন বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় ঘরোয়া ফুটবলের ম্যাচসহ আন্তর্জাতিক ম্যাচও নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবার একাডেমি নিয়ে আসছে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন ক্লাবটি। তাতে দেশের প্রথম ক্লাব হিসেবে সবচেয়ে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' খেতাব পেতে যাচ্ছে বসুন্ধরা কিংস। নিজস্ব একাডেমি চালু করার আগে অপরাপর ক্লাবগুলো চেয়ে ঢের এগিয়ে রয়েছে তারা। এবার নিজস্ব একাডেমি গড়ার দিক থেকেও নতুন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে যাচ্ছে কিংস। ৪ অক্টোবর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে একাডেমির কার্যক্রম। ৬ বছরের বয়সীদের দিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে অনুশীলন। ৬ থেকে ১১ বছর বয়স ক্যাটাগরিতে ছেলে ও মেয়ে, উভয়দের নিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে এই কার্যক্রম। এ ছাড়া ১১ থেকে ১৫ এবং ১৫ থেকে ১৮ বয়স ক্যাটাগরির কার্যক্রমও চলবে ছেলেদের নিয়ে।

● মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

ফুটবলার বিমল কর আর নেই

● মোরসালিন আহমেদ ●

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অন্যতম সদস্য রক্ষণভাগের অতন্দ্র প্রহরী বিমল কর আর নেই। সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর সকালে পাড়ি জমান না ফেরার দেশে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি স্ত্রী, তিন মেয়ে, এক ছেলে ও আত্মীয়-স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। পারিবারিক সূত্রে জানা যায় তিনি অনেক দিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। এমন কি, স্থায়ীভাবে চট্টগ্রামে থিতু হলেও শারীরিক অবস্থা ভালো যাচ্ছিল না বিধায় সন্তানের সঙ্গে ঢাকাতে বসবাস করছিলেন। শারীরিক জটিলতা দেখা দেওয়ায় তাঁকে রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বরেণ্য এই ফুটবলারের মৃত্যুর খবর মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে ক্রীড়াঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে আসে। ওই দিন বিকেলে মতিঝিল বাফুফে ভবন চত্বরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। এ সময় তাঁর পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ক্রীড়াঙ্গনের সদালাপী সাদা মনের এ মানুষটি ১৯৩৭ সালের ৯ জুন ফেনী জেলার পরশুরাম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলে যোগ দেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৩ বছর। খেলার মাঠে তিনি তাঁর মেধা আর পারফরম্যান্স দিয়ে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহে সতীর্থদের সঙ্গে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ১৬টি ম্যাচ খেলে মুক্তিযুদ্ধের তহবিলে পাঁচ লাখ রুপি জমা দিয়েছিল। প্রদর্শনী ফুটবল খেলার মধ্য দিয়ে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন, তা দেশের ফুটবলে তাঁর নাম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধকালীন প্রথম ফুটবল দল হচ্ছে 'স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল', যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বহির্বিশ্বে জনমত গড়ে তুলতে দারুণ অবদান রেখেছে। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শনী ম্যাচের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচার-প্রচারণা চালায় এ দলটি। সে সময় দলটি আন্তর্জাতিক আঙিনায় দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাফুফে ভবনে বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের ৩৪ ফুটবলারসহ ৩৬ জন সদস্যের নামফলক রয়েছে। সেই অমর কীর্তির নায়কদের অন্যতম ছিলেন বিমল কর। এক এক করে এসব কিংবদন্তি ফুটবলার ও দলের সদস্যরা না ফেরার দেশে পাড়ি জমাচ্ছেন, যা ঘরোয়া ফুটবলের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। যাঁদের হাত ধরে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের পথ চলা, সেই এ কে এম নওশেরুজ্জামান, খন্দকার এম নুরুন্নবী, আলী ইমাম, আইনুল হক, অমলেশ সেন, আবদুল হাকিম, মাহমুদ রশীদ, শেখ মনসুর আলী লালু, ননী বসাক, লুৎফর রহমান, আমিনুল ইসলাম সুরুজ, সাইদুর রহমান প্যাটেল ইতোমধ্যে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। সবশেষ না ফেরার দেশে পাড়ি জমালেন বিমল কর।

বিমল কর ফেনীর মানুষ হলেও বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন চট্টগ্রামে। ষাট দশকে চট্টলা দিয়ে তাঁর ফুটবল ক্যারিয়ার শুরু হয়। তবে ১৯৬৬ সালে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্য দিয়ে ঢাকার মাঠে তাঁর অভিষেক হয়েছিল। তিনি ছিলেন রক্ষণভাগের খেলোয়াড়। কিন্তু মাঠে কখনোই তাঁকে একাগ্রমনে দেখা যেত না। খেলার জন্য খেলা- এমনটাই তাঁর মনোভাব ছিল। অথচ একটু সিরিয়াস হতে পারলে বড় মাপের খেলোয়াড় হতে পারতেন। খেলোয়াড়ি জীবনে তিনি বিভিন্ন সময় আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব, ওয়ান্ডারার্স ক্লাব, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, পিডিবি, রেলওয়ে, কাস্টমস, চট্টগ্রাম মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে খেলেছেন। ঢাকা ও চট্টগ্রাম লিগে অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে বিভিন্ন দলের হয়ে তিনি সুনাম কুড়িয়ে ছিলেন। শুধু তা-ই নয়, স্থানীয় পর্যায় ফেনী ও বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার হয়েও বিভিন্ন টুর্নামেন্টে খেলেছেন। ফুটবলকে গুডবাই জানিয়ে তিনি চট্টগ্রাম ফিরে যান। ফুটবলকে বিদায় জানালেও মাঠের মায়া ছাড়তে পারেননি। এসময় তিনি বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠনে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি বাফুফের প্রথম সারির ফুটবল রেফারি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। চট্টগ্রাম ফুটবল খেলোয়াড় সমিতি ও চট্টগ্রাম রেফারিজ ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন।

ব্যক্তি জীবনে বিমল কর খেলাধুলার পেছনেই বড় একটা সময় কাটিয়েছেন। নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে যা আয় করতেন, সেখান থেকে ক্রীড়াঙ্গনেও ব্যয় করতেন। কোনো খেলোয়াড় কিংবা সংগঠক অসুস্থ বা সমস্যায় থাকলে ছুটে যেতেন, সাধ্যমতো পাশে দাঁড়াতেন। তৃণমূল পর্যায় থেকে উঠে আসা এ ফুটবলার খেলার মাঠে তাঁর শৈল্পিক নৈপুণ্য দেখিয়ে রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

তাঁর মতো ফুটবল অন্তপ্রাণ মানুষ এ যুগে কমই ছিলেন। বার্ধক্যজনিত কারণে বিমল করকে ফুটবলের অনুষ্ঠানে তেমন একটা দেখা যেত না। এমন কি বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। একটা সময় লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। বিমল করের মৃত্যুতে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনসহ বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন ও সংগঠন গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা ও পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

মানুষের কর্মফলই মানুষকে আজীবন বাঁচিয়ে রাখে। তেমনিভাবে ক্রীড়াঙ্গনে বেঁচে থাকবেন ক্রীড়া অন্তপ্রাণ স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অন্যতম সদস্য বিমল কর। সততার সঙ্গে কর্তব্য পালনের উদাহরণ হয়ে বারবার তিনি স্মৃতির নোঙরে ফিরে আসবেন।

● মো. মুলতানুর রহমান ●

অস্ট্রেলিয়া : নারী ক্রিকেটে অজেয় দল

ছেলেদের ক্রিকেটের মতো মেয়েদের ক্রিকেটেও সর্বজয়ী দল অস্ট্রেলিয়া। ওয়ানডে বিশ্বকাপে ৭ বার এবং টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ৬ বার শিরোপা জিতেছে অস্ট্রেলিয়া নারী দল; এইটুকু তথ্যই যথেষ্ট তাদের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানোর জন্য। 'টপ' কিংবা 'হট' ফেবারিট যাই বলুন না কেন, এবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও অজি মেয়েরা শিরোপার প্রধান দাবীদার। একে তো ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন, তার উপর টানা তিনবারের শিরোপাধারী; অস্ট্রেলিয়া উইমেন্স টিম মরুদ্যান থেকে 'লাকি নাম্বার সেভেন' ট্রফি জিতে নিলে সেটি হবে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

অস্ট্রেলিয়া নারী দলের নিকনেম 'সাউদার্ন স্টার্স'। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি, উইমেন্স ক্রিকেটের দুই সংস্করণের আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়েই বর্তমানে এক নম্বর দল তারা। ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বরে ব্রিসবেনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৯ উইকেটে হেরে টেস্টে অভিষিক্ত অজি মেয়েরা এই ফরম্যাটে ৭৯ ম্যাচ খেলে জিতেছে ২২টিতে, ১১ ম্যাচে পরাজিত হয়েছে এবং ড্র থেকেছে ৪৬ ম্যাচ। ১৯৭৩ সালের ২৩ জুন অভিষেক ওয়ানডেতে ইংলিশ মেয়েদেরকে ৭ উইকেটে হারিয়ে শুরু করা অস্ট্রেলিয়া নারী দল এই সংস্করণে ৩৬৭ ম্যাচের ২৯১টিতেই জিতেছে, হেরেছে ৬৭ ম্যাচ, ২টি টাই করেছে এবং পরিত্যক্ত হয়েছে ৭ ম্যাচ। এছাড়া অজি মেয়েদের টি-টোয়েন্টি অভিষেক হয় ২০০৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর টনটনে, ইংল্যান্ডকে ৭ উইকেটে হারানোর মাধ্যমে। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে ১৮৯ ম্যাচ খেলে ১২৯টিতেই জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে, পরাজিত হয়েছে ৫১ খেলায়, টাই হয়েছে ৪ ম্যাচ এবং ৫ ম্যাচ থেকেছে ফলহীন। নারী টি-টোয়েন্টিতে ১৩৭ উইকেট নেওয়া মেগান স্কাট, ১২৬ উইকেটের পাশাপাশি ১৮৮৬ রান করা অলরাউন্ডার এলিসে পেরি, ২৮৪২ রানের মালিক বেথ মুনি এবং অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি, রীতিমতো তারকায় ঠাসা একটা দল অস্ট্রেলিয়া।

■ যেভাবে এবারের আসরে

সর্বশেষ আসরের শীর্ষ ছয় দলকে সরাসরি ২০২৪ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার টিকিট দিয়েছে আইসিসি। ২০২৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়া অজি নারী ক্রিকেট দল স্বাভাবিকভাবেই পেয়েছে সরাসরি বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ।

CRICKET AUSTRALIA

■ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা...

পুরুষদের ওয়ানডে বিশ্বকাপের মতো নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও অস্ট্রেলিয়ার একচ্ছত্র আধিপত্য। ২০০৯ সালে প্রথম আসরের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে যাওয়া অজি মেয়েরা এরপর খেলেছে টানা সাত ফাইনালে! এর মধ্যে 'ব্যর্থতা' বলতে ২০১৬ সালে বাংলাদেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হেরে রানার্সআপ হওয়া। এ ছাড়া অন্য ৬ বারই (২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩) চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অস্ট্রেলিয়ান মেয়েরা। টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ ৪৪ ম্যাচ খেলে ৩৫টিতেই জিতেছে অস্ট্রেলিয়া নারী দল, হেরেছে ৮ ম্যাচ এবং ১টি ম্যাচ টাই করেছে।

■ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া নারী দল : অ্যালিসা হিলি (অধিনায়ক), ফোয়েবে লিচফিল্ড, বেথ মুনি, তাহলিয়া ম্যাকগ্রা, অ্যাশলেই গার্ডনার, কিম গার্থ, গ্রেস হ্যারিস, অ্যালানা কিং, এলিসে পেরি, অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড, সোফি মলিনিউক্স, জর্জিয়া ওয়ারিহ্যাম, ডার্সি ব্রাউন, মেগান স্কাট, টায়লা ভ্লায়েমিঙ্ক।

কোচ : শেলি নিটস্কে

একটা জায়গায় অনন্য অস্ট্রেলিয়া। এবারের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী ১০ দলের মধ্যে একমাত্র অস্ট্রেলিয়ার কোচই নারী। তাঁর নাম শেলি নিটস্কে। ২০২২ সালের মে মাসে অজি নারীদের দায়িত্ব ছেড়ে ম্যাথু মট ইংল্যান্ডের সীমিত ওভারের দলের প্রধান কোচ হিসেবে যোগ দেওয়ার পর ওই পদে অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব পাওয়া শেলি একই বছরের সেপ্টেম্বরে পূর্ণকালীন স্থায়ী কোচ হিসেবে নিয়োগ পান। ৪৭ বছর বয়সী শেলির রয়েছে অজি নারী দলের হয়ে অলরাউন্ডার হিসেবে ৬টি টেস্ট, ৮০টি ওডিআই এবং ৩৬টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা। ২০১০ সালে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে প্রথম নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য শেলি গত বছর কোচ হিসেবেও দলকে একই শিরোপা এনে দিয়ে অন্যরকম কীর্তি গড়েছেন।

অধিনায়ক : অ্যালিসা হিলি

গত বছর ম্যাগ ল্যানিং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের পর অস্ট্রেলিয়া নারী দলের নেতৃত্বের ভার এসে পড়ে অ্যালিসা হিলির কাঁধে। এই প্রথম তাঁর অধিনায়কত্বে বিশ্বকাপ খেলবে অজি মেয়েরা। সবশেষ টানা তিনটি সহ মোট চারটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা মাথার উপর উঁচিয়ে ধরা ল্যানিংয়ের নেতৃত্বে গত ওয়ানডে বিশ্বকাপও জিতেছে অস্ট্রেলিয়া নারী দল। পূর্বসূরীর অমন বিস্ময়কর সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখা হবে অ্যালিসা হিলির জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ। ৩৪ বছর বয়সী অভিজ্ঞ এই উইকেটকিপার ব্যাটার দলের ব্যাটিংয়ে সবচেয়ে নির্ভরতার নাম। টেস্টে মিডল অর্ডারে ব্যাটিং করলেও সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ওপেনিং করেন তিনি। আন্তর্জাতিক নারী টি-টোয়েন্টিতে তিন হাজারের মতো রান করা অ্যালিসা উইকেটের সামনে যেমন ব্যাট হাতে দারুণ দক্ষ, তেমনি উইকেটের পেছনে গ্লাভস হাতেও দুর্দান্ত।

ইংল্যান্ড : নতুন দিনের পদধ্বনির অপেক্ষা

● মো. মুলতানুর রহমান ●

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম চ্যাম্পিয়ন দলটির নাম ইংল্যান্ড। এরপর কেটে গেছে দেড় দশক। আরও তিনবার শিরোপার একেবারে কাছে গিয়েও ফাইনালে হেরে ট্রফির দেখা পায়নি ইংলিশ মেয়েরা। এবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের মাটিতে নতুন দিনের পদধ্বনির অপেক্ষায় দলটি। ১৯৭৩ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপেও যাত্রা শুরুর আসরে ঘরের মাঠে শিরোপা জেতা ইংল্যান্ড নারী ক্রিকেট দল পরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আরও ৩ বার (১৯৯৩, ২০০৯, ২০১৭)। এর বাইরে উইমেন্স ইউরোপিয়ান ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপে ৭ বার (১৯৮৯, ১৯৯০, ১৯৯১, ১৯৯৫, ১৯৯৯, ২০০৫ ও ২০০৭) শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা দলটির সেরা সাফল্য। আইসিসি নারী টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে, উভয় সংস্করণের র‍্যাঙ্কিংয়ে ইংল্যান্ড বর্তমানে দুই নম্বরে। ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বরে ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট অভিষেকের পর ইংলিশ মেয়েরা এই সংস্করণে খেলেছে ঠিক ১০০ ম্যাচ (জয় ২০, হার ১৬, ড্র ৬৪)। তাছাড়া ১৯৭৩ থেকে শুরু করে দলটি ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছে ৩৯৫টি (জয় ২৩৬, পরাজয় ১৪৪, টাই ২, ফলহীন ১৩) এবং ২০০৪ সাল থেকে টি-টোয়েন্টিতে মাঠে নেমেছে ২০২ ম্যাচে (জয় ১৪৬, হার ৫১, টাই ৩, ফলহীন ২)। টানা চতুর্থ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হেদার নাইটকে অধিনায়ক করে ১৫ সদস্যের শক্তিশালী দল সাজিয়েছে ইসিবি। উইকেটরক্ষক-ব্যাটার বেস হিথ এবং অলরাউন্ডার ফ্রেয়া কেম্প ও ড্যানিয়েল গিবসন এই প্রথম বিশ্বকাপের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকা আসরে খেলা ১২ জন এবারো দলে জায়গা পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে পেসার লরেন ফিলার দল থেকে বাদ পড়েছেন। 'বি' গ্রুপে ইংলিশ মেয়েদের সঙ্গী ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ ও স্কটল্যান্ড।

■ যেভাবে এবারের আসরে

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গত আসরে সেমিফাইনালে বিদায় নিয়েছিল ইংল্যান্ড। প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন ইংলিশ মেয়েরা আইসিসির ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী সেরা ছয় দলের একটি হিসেবে এবারের টুর্নামেন্টে সরাসরি খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে।

■ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংলিশ মেয়েরা...

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পথচলা শুরু হয়েছিল স্বাগতিক ইংল্যান্ডের শিরোপা জয়ের মাধ্যমে। ২০০৯ সালের জুন মাসে টুর্নামেন্টের যাত্রা শুরুর আসরে নিজেদের আঙিনায় ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে ৬ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইংলিশ মেয়েরা। এরপর আরও তিনবার ফাইনাল খেললেও আর শিরোপা পুনরুদ্ধার করতে পারেনি তারা। ২০১২, ২০১৪ ও ২০১৮; প্রত্যেকবারই অজি মেয়েদের কাছে হেরে রানার্সআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে ইংল্যান্ডকে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আট আসরে ইংল্যান্ডের মেয়েরা ৩৮ ম্যাচ খেলে জিতেছে ২৮টিতে, হেরেছে ৯ ম্যাচে এবং ১টি ম্যাচ টাই হয়েছে। ২০২০ ও ২০২৩, সর্বশেষ দুই আসরেই ইংলিশ মেয়েরা সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছে।

■ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড নারী দল : হেদার নাইট (অধিনায়ক), লরেন বেল, মাইয়া বাউচিয়ার, অ্যালিস ক্যাপসি, চার্লি ডিন, সোফিয়া ডাঙ্কলি, সোফি একলেস্টোন, ড্যানিয়েল গিবসন, সারাহ গ্লেন, বেস হিথ, অ্যামি জোন্স, ফ্রেয়া কেম্প, ন্যাট স্কাইভার-ব্রান্ট, লিন্সে স্মিথ, ড্যানি ওয়াট।

কোচ : জন লুইস

ইংল্যান্ড নারী দলের প্রধান কোচ জন লুইস। ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে ওই পদে আছেন তিনি। ৪৯ বছর বয়সী লুইস ইংলিশদের হয়ে কেবল ১টি টেস্ট (৩ উইকেট ও ২৭ রান), ১৩টি ওয়ানডে (১৮ উইকেট, ৫০ রান) ও ২টি টি-টোয়েন্টি (৪ উইকেট ও ১ রান) খেললেও তাঁর প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ার অনেক লম্বা। মাঠের ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর পর ২০১৫ সালে সাসেক্স কাউন্টি ক্লাবের সহকারী প্রধান কোচ হিসেবে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করা লুইস পরের বছর ইংল্যান্ড লায়ন্সের প্রধান কোচের পদে বসেন। ২০২১ সালে ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলিং কোচ হিসেবেও কাজ করা লুইস এর আগে ২০১৯-২০২১ সময়কালে শ্রীলঙ্কায় একই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

অধিনায়ক : হেদার নাইট

অভিজ্ঞতায় হৃদ্য ইংল্যান্ড নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হেদার নাইট। ৩৩ বছর বয়সী এই ডানহাতি ব্যাটার ২০১৬ সাল থেকে দলকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। এ পর্যন্ত ৮৮ ওয়ানডে (জয় ৬০, হার ২৫, ফলহীন ৩), ৮৬ টি-টোয়েন্টি (জয় ৬৫, হার ১৯, টাই ১, ফলহীন ১) ও ৭ টেস্টে (হার ২, ড্র ৫) টস করেছেন তিনি। টি-টোয়েন্টি সংস্করণের ১১৯ ম্যাচে ১টি সেঞ্চুরি ও ৭টি হাফ সেঞ্চুরির সাহায্যে ২৫.৫১ গড়ে হেদারের রান ২০৬৭, অফস্পিনার হিসেবে ৪৩ ইনিংসে হাত ঘুরিয়ে ২৭.১৯ গড়ে নিয়েছেন ২১ উইকেট। অন্যদিকে ওয়ানডে (১৪৩ ম্যাচে ৩৫.৮৯ গড়ে ৩৯.১৩ রান ও ২৪.৯১ গড়ে ৫৬ উইকেট) ও টেস্টেও (১২ ম্যাচে ৪২.২৬ গড়ে ৮০৩ রান ও ২৩.৭১ গড়ে ৭ উইকেট) বেশ সমৃদ্ধ তাঁর পরিসংখ্যান।

ভারত : চমক দেখাতে পারবে তো?

● মো. মনির উদ্দিন ●

এশিয়ার নারী ক্রিকেটে পরাশক্তি ভারত। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের ৯ আসরে ৭ বারই শিরোপা জিতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে ভারতীয় মেয়েরা। পাশাপাশি ২০২২ এশিয়ান গেমসে জিতেছে সোনা। কিন্তু বৈশ্বিক মঞ্চে সেই অর্থে বড় কোনো সাফল্য পায়নি ভারত নারী দল। উইমেন্স টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কেবল একবার (২০২০) ফাইনালে উঠতে পেরেছে তারা, যদি অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। এছাড়া ওয়ানডে বিশ্বকাপে ১০ বার অংশ নিয়ে ২ বার (২০০৫ ও ২০১৭) পৌঁছেছে ফাইনালে, কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি একবারও। এবারের এশিয়া কাপের ফাইনালেও শ্রীলঙ্কার কাছে হার জুটেছে হারমানপ্রীত কৌর বাহিনীর। শক্তি-সামর্থ্যে ভারসাম্যপূর্ণ ভারত নারী দল কি ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চমক দেখাতে পারবে? কন্ডিশনের কারণে অনেকেই দলটিকে টুর্নামেন্টের 'ডার্ক হর্স' হিসেবে চিহ্নিত করছেন। আইসিসি নারী র‍্যাঙ্কিংয়ে ওয়ানডেতে চার নম্বরে থাকা ভারত টি-টোয়েন্টিতে রয়েছে তিনে। 'ওম্যান ইন ব্লু'খ্যাত ভারতীয় মেয়েরা এ পর্যন্ত ৪১ টেস্ট (জয় ৮, হার ৬, ড্র ২৭), ৩১০ ওয়ানডে (জয় ১৬৮, হার ১৩৬, টাই ২, ফলহীন ৪) ও ১৯২ টি-টোয়েন্টি (জয় ১০৪, হার ৮১, টাই ১, ফলহীন ৬) খেলেছে। হারমানপ্রীত কৌরের নেতৃত্বে বিশ্বকাপে ভারত দলের সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা, নারী টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (১৪১ ম্যাচে ৩৪৯৩) রানের রেকর্ড যাঁর। আছেন ২৭ বছর বয়সী তুখোড় অলরাউন্ডার দীপ্তি শর্মা, ১১৭ টি-টোয়েন্টিতে ১০২০ রান ও অফস্পিনের ক্যারিশমায় ১৩১ উইকেট জানান দিচ্ছে তাঁর ম্যাচ উইনিং পারদর্শীতার কথা। এছাড়া জেমিমা রড্রিগেজ ও শেফালি ভার্মার মতো নির্ভরযোগ্য ব্যাটার এবং রাধা যাদব ও পুজা বস্ত্রাকারের মতো চৌকস বোলারের উপস্থিতি যে কোনো দলের জন্য মাথাব্যথার কারণ হতে পারে।

■ যেভাবে এবারের আসরে

অস্ট্রেলিয়ার মেয়েদের কাছে হেরে গতবার সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছিল ভারত নারী ক্রিকেট দল। নিয়মানুযায়ী সেরা ছয় দলের একটি হিসেবে এবারের ২০২৪ উইমেন্স টি-টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ডকাপ সরাসরি খেলছে ভারতীয় মেয়েরা।

■ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতীয় মেয়েরা...

এশিয়া কাপে দাপট দেখালেও ভারতীয় মেয়েরা এখনো পর্যন্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিততে পারেনি। হারমানপ্রীত কৌর-স্মৃতি মান্ধানাদের সেরা সাফল্য ২০২০ আসরে রানার্সআপ হওয়া। সেবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ফাইনালে উঠলেও অজি মেয়েদের কাছে হেরে যায় ভারত। এর বাইরে আরও চারবার (২০০৯, ২০১০, ২০১৮, ২০২৩) সেমিফাইনাল খেলেছে ভারত নারী দল এবং মাঝে টানা তিনবার (২০১২, ২০১৪, ২০১৬) গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিয়েছে। কাকতালীয়ভাবে ওই তিন আসরই অনুষ্ঠিত হয়েছে এশিয়ার মাটিতে, যার মধ্যে ২০১৬ বিশ্বকাপ আয়োজন করেছে ভারত। সব মিলিয়ে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আট আসরে ৩৬ ম্যাচে ২০ জয়ের বিপরীতে ভারত হেরেছে ১৬ ম্যাচ।

■ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত নারী দল :

হারমানপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা, শেফালি ভার্মা, দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষ, জেমিমা রড্রিগেজ, স্বস্তিকা ভাটিয়া, পুজা বস্ত্রাকার, অরুন্ধতি রেড্ডি, দায়ালান হেমলাথা, আশা শোভানা, রাধা যাদব, শ্রেয়াঙ্কা পাতিল, সঞ্জনা সঞ্জীবন, রেনুকা সিং।

কোচ : অমল মজুমদার

গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ঠিক দু'মাস আগে ভারত নারী দলের প্রধান কোচের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় রমেশ পওয়ারকে। তারপর অন্তর্বর্তী কোচের দায়িত্ব সামলান হৃষিকেশ কানিৎকর। শেষ পর্যন্ত ২০২৩ সালের অক্টোবরে হারমানপ্রীত কৌর-স্মৃতি মান্ধানাদের 'গুরু' হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় অমল মজুমদারকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা না থাকলেও যিনি ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে বেশ পরিচিত মুখ। এর আগে ব্যাটিং কোচ হিসেবে ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ ও অনূর্ধ্ব-২৩ দলের দায়িত্বপালন করা অমল ২০১৩ সালে নেদারল্যান্ডস জাতীয় পুরুষ দলের ব্যাটিং কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। তাছাড়া তিন মৌসুম রাজস্থান রয়্যালসের ব্যাটিং কোচ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্বর্তী ব্যাটিং কোচ হওয়া ৪৯ বছর বয়সী অমল মুম্বাইয়ের প্রধান কোচের পদও সামলেছেন।

অধিনায়ক : হারমানপ্রীত কৌর

সীমিত ওভারের ক্রিকেটে লম্বা সময় ধরে ভারত নারী দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন হারমানপ্রীত কৌর। মিতালী রাজের বিদায়ের পর তিন সংস্করণেই অধিনায়কত্ব করছেন তিনি। ২০০৯ সালে অভিষেকের পর থেকে আন্তর্জাতিক নারী টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ১৭৩ ম্যাচ খেলা এবং সর্বাধিক ১১৮ ম্যাচ (জয় ৬৮, হার ৪৪, টাই ১, ফলহীন ৫) নেতৃত্ব দেওয়ার জোড়া বিশ্ব রেকর্ডের মালিক হারমানপ্রীত। ৩৫ বছর বয়সী এই ডানহাতি ব্যাটার সংক্ষিপ্ত সংস্করণে ১৫৩ ইনিংসে ২৮.০৮ গড়ে করেছেন ৩৪২৬ রান, ১টি সেঞ্চুরির সঙ্গে হাফ সেঞ্চুরি রয়েছে ১২টি। পাশাপাশি ডানহাতি অকেশনাল স্পিনার হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে ৬২ ইনিংসে হাত ঘুরিয়ে শিকার করেছেন ২৪.৮৪ গড়ে ৩২ উইকেট।

নিউজিল্যান্ড : অধরা শিরোপার সন্ধানে

● মো. রেজাউল হক ●

পুরুষদের মতো নারী ক্রিকেটেও দুর্ভাগা দল নিউজিল্যান্ড। কিউই মেয়েরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম দুই আসরের (২০০৯ ও ২০১০) ফাইনালে খেললেও একবারো চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। অবশ্য ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ড নারী দল ৩ বার (১৯৯৩, ১৯৯৭, ২০০৯) রানার্সআপ হওয়ার ফাঁকে ঘরের মাঠে একবার (২০০০ সালে) ফাইনালে অজি মেয়েদের নাটকীয়ভাবে ৪ রানে হারিয়ে শিরোপার দেখা পেয়েছিল। এর বাইরে ২০২২ সালে ইংল্যান্ডের বার্মিংহ্যামে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে ব্রোঞ্জপদক জেতাই দলটির উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

নিউজিল্যান্ড নারী দলের কেতাবি নাম 'হোয়াইট ফার্নস'। আইসিসি নারী র‍্যাঙ্কিংয়ে তারা বর্তমানে টি-টোয়েন্টিতে চারে এবং ওয়ানডেতে ৫ নম্বরে আছে। ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ক্রাইস্টচার্চে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল কিউই মেয়েদের। এ পর্যন্ত ৪৫ টেস্ট খেলে তারা জিতেছে কেবল ২টিতে, হেরেছে ১০টিতে এবং ৩৩ ম্যাচ ড্র করেছে। ১৯৭৩ সালের ২৩ জুন প্রথম ওয়ানডে খেলার পর দলটি এই সংস্করণে খেলেছে ৩৮৫ ম্যাচ (জয় ১৮৭, পরাজয় ১৮৭, টাই ৩, ফলহীন ৮) এবং ২০০৪ সালের ৫ আগস্ট শুরুর পর মাঠে নেমেছে ১৭৪ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে (জয় ৯৪, হার ৭৪, টাই ৩, ফলহীন ৩)। নিউজিল্যান্ডের এবারের বিশ্বকাপ দলের ৩৭ বছর বয়সী ব্যাটার সুজি বেটস নারী টি-টোয়েন্টিতে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের বিশ্ব রেকর্ডের মালিক (১৬৩ ম্যাচে ৪৩৮১)।

■ যেভাবে এবারের আসরে

২০২৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত শেষ আসরে ১ নম্বর গ্রুপে তৃতীয় হয়েছিল নিউজিল্যান্ডের মেয়েরা। ফলে সেমিফাইনাল খেলা হয়নি। তবে শীর্ষ ছয় দলের একটি হিসেবে এবার সরাসরি নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নাম লিখিয়েছে কিউই মেয়েরা।

■ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কিউই মেয়েরা...

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের একাধিক আসরের ফাইনালে উঠেও শিরোপা বঞ্চিত একমাত্র দলটির নাম নিউজিল্যান্ড। ২০০৯ সালে প্রথম আসরের ফাইনালে অপরাজিতভাবে নাম লিখিয়েও মাত্র ৮৫ রানে অলআউট হয়ে স্বাগতিক ইংল্যান্ডের কাছে ৬ উইকেটে হারতে হয় কিউই মেয়েদের। পরেরবার ফাইনালে অজি মেয়েদের বিপক্ষে ১০৬ রান তাড়া করে প্রায় জিততে জিততে মাত্র ৩ রানে হেরে বসে নিউজিল্যান্ড নারী দল! পরপর দুইবার শিরোপার একেবারে কাছে গিয়ে ফিরে আসার হতাশায় কি না কে জানে, এরপর তারা আর ফাইনালেই উঠতে পারেনি। ২০১২ ও ২০১৬ আসরে অবশ্য সেমিফাইনাল পর্যন্ত যেতে পেরেছে। শেষ তিন বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে বাড়ির পথ ধরা নিউজিল্যান্ডের মেয়েরা সব মিলিয়ে ৩৬ ম্যাচের মধ্যে জিতেছে ২৪ ম্যাচ এবং ১২ ম্যাচ হেরেছে। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে এখনো নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়নি।

■ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ড নারী দল

: সোফি ডিভাইন (অধিনায়ক), ম্যাডি গ্রীন, জর্জিয়া প্লিমার, আইজি গেইজ (উইকেটরক্ষক), সুজি বেটস, ব্রুক হেলিডে, লেইগ কাসপেরেক, অ্যামেলিয়া কির, ইডেন কার্সন, ফ্রান জোনাস, জেস কির, রোজমেরি মেয়ার, মলি পেনফোল্ড, হান্নাহ রয়ি, লিয়া তাহুহু।

কোচ : বেন সেয়ার

বলার মতো উল্লেখযোগ্য ক্রিকেট ক্যারিয়ার নেই বেন সেয়ারের। কিন্তু নারী ক্রিকেট কোচ হিসেবে এই অস্ট্রেলিয়ান সুপরিচিত। তাঁর কোচিংয়ে সিডনি সিক্সার্স দুইবার (২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮) নারীদের বিগব্যাশ লিগের শিরোপা জয় করে। এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দলের সহকারী কোচ হিসেবে কাজ করা সেয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস ব্রেকার্সের ফাস্ট বোলিং কোচের পদেও ছিলেন কিছুদিন। ২০১৮ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ছিলেন অস্ট্রেলিয়া নারী দলের সহকারী কোচ। তাঁর মেয়াদকালে অজি মেয়েরা জিতেছে এই সংস্করণের ২টি বিশ্বকাপ। এ ছাড়া দ্য হানড্রেডের দল বার্মিংহ্যাম ফনিক্স এবং নারী আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কোচ হিসেবেও কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। ২০২২ সালের জুনে নিউজিল্যান্ড নারী দলের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ৪৫ বছর বয়সী সেয়ার।

অধিনায়ক : সোফি ডিভাইন

'জাত অলরাউন্ডার' বলতে যা বোঝায়, সোফি ডিভাইন ঠিক তা-ই। ১৩৫ টি-টোয়েন্টিতে ব্যাট হাতে ২৮.৬৬ গড়ে ৩২৬৮ রান এবং পেস বোলিংয়ে ১৮.৭৪ গড়ে ১১৭ উইকেট- দুর্দান্ত পরিসংখ্যানই কথা বলে তাঁর হয়ে। নারী টি-টোয়েন্টিতে তিন হাজারের ওপর রান ও শয়ের বেশি উইকেট- এমন 'ডাবল' কীর্তি আর কারও নেই। ৩৫ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার নিউজিল্যান্ড নারী দলকে ৫৮ টি-টোয়েন্টি (জয় ২৬, হার ২৯, টাই ১, ফলহীন ২) ও ৪৪ ওয়ানডেতে (জয় ১৬, পরাজয় ২৫, টাই ১, ফলহীন ২) নেতৃত্ব দিয়েছেন। সংযুক্ত আর আমিরাতের মাঠে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শেষবারের মতো এই সংস্করণে কিউইদের অধিনায়কত্ব করবেন সোফি। টুর্নামেন্ট শেষে টি-টোয়েন্টির নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন আগেই। অবশ্য ওয়ানডেতে অধিনায়কত্ব চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন সোফি।

দক্ষিণ আফ্রিকা : কঠিন পরীক্ষার সামনে

● মো. মুলতানুর রহমান ●

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বর্তমান রানার্সআপ দক্ষিণ আফ্রিকা। গত বছর ঘরের মাঠের টুর্নামেন্টে কন্ডিশনের সুবিধা নিয়ে প্রোটিয়া মেয়েরা উঠে গিয়েছিল ফাইনালে, যদিও অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে শিরোপা জেতা হয়নি। এবার কতটা কী করতে পারবে, তারা তা প্রশ্নসাপেক্ষ। গতবারের অর্জিত সুনাম ধরে রাখাই দক্ষিণ আফ্রিকা নারী দলের জন্য বড় পরীক্ষা। উইমেন্স ওয়ানডে বিশ্বকাপে মোট সাতবার অংশগ্রহণ করে দলটির সেরা সাফল্য ৩ বার (২০০০, ২০১৭, ২০২২) রানার্সআপ হওয়া। ছেলেদের ক্রিকেটে তবু ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত আইসিসি মিনি বিশ্বকাপ জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু প্রোটিয়া মেয়েরা বড় কোনো টুর্নামেন্টের ট্রফির ছোঁয়া পায়নি এখনো। ২০২৩ সালের আফ্রিকান গেমসে রৌপ্যপদক জয় করেছিল তারা। আইসিসি উইমেন্স র‍্যাঙ্কিংয়ে ওয়ানডেতে তিনে হলেও টি-টোয়েন্টিতে পাঁচ নম্বরের দল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথমটি ১৯৬০ সালে পোর্ট এলিজাবেথে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এবং সবশেষটি এ বছরের জুনে ভারতের সঙ্গে চেন্নাইয়ে- প্রোটিয়া মেয়েরা সাকুল্যে টেস্ট খেলেছে ১৫টি, যেখানে একমাত্র জয়ের বিপরীতে হার ৭টিতে এবং অন্য ৭ ম্যাচ ড্র হয়েছে। ১৯৯৭ সালের ৫ আগস্ট আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বেলফাস্টে ওয়ানডে অভিষেকের পর এই সংস্করণে দক্ষিণ আফ্রিকা খেলেছে ২৪৫ ম্যাচ (জয় ১২৬, পরাজয় ১০৩, টাই ৫, পরিত্যক্ত ১১)। ২০০৭ সালের ১০ আগস্ট টনটনে গ্রাউন্ডে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে টি-টোয়েন্টিতে যাত্রা শুরু করে এ পর্যন্ত প্রোটিয়া মেয়েরা মাঠে নেমেছে ১৬১ বার (জয় ৭০, পরাজয় ৮৪, ফলহীন ৭)। ভারসাম্যপূর্ণ দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপ স্কোয়াডে রয়েছেন মারিজান্নি কেপ ও সিউনি লুইসের মতো কার্যকর অলরাউন্ডার, তাজমিন ব্রিটজের মতো কুশলী ব্যাটার এবং আয়াবোঙ্গা খাকার মতো বিধ্বংসী বোলার।

■ যেভাবে এবারের আসরে

গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রানার্সআপ হয় স্বাগতিক দেশের মেয়েরা। ওই আসরের সেরা ছয় দলের একটি হিসেবে ২০২৪ উইমেন্স টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা নারী দল।

■ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রোটিয়া মেয়েরা...

ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ভারতের পর ষষ্ঠ দল হিসেবে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলেছে দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়েরা। কিন্তু শিরোপা রয়ে গেছে অধরা। গত আসরের স্বাগতিক ছিল প্রোটিয়ারা। গ্রুপ পর্বে দুই জয় ও দুই হারে নিট রানরেটের ভাগ্যে সেমিফাইনালে উঠে ইংল্যান্ডকে ৬ রানে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট কাটলেও সেখানে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে বসে প্রোটিয়া মেয়েরা। এ ছাড়া ২০১৪ ও ২০২০ আসরের সেমিফাইনালে খেলেছে তারা, অন্য ৫ বারই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছে গ্রুপ পর্ব থেকে। নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এ পর্যন্ত আট আসরে ৩৩ ম্যাচে মোকাবিলা করে দক্ষিণ আফ্রিকা জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ১৪ বার এবং ১৯ ম্যাচে হেরেছে।

■ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা নারী দল : লরা উলভার্ট (অধিনায়ক), তাজমিন ব্রিটজ, মিকি ডি রাইডার, সিনালো জাফটা, অ্যানিকি বোস, নাডিনে ডি ক্লার্ক, অ্যানেরিয়ে ডির্কসেন, মারিজান্নি কেপ, সিউনি লুইস, ক্লোয়ে ট্রিয়ন, নোনকুলুলেকু এমলাবা, সিশাইনি নাইডু, আয়ন্ডা হ্লাবি, আয়াবোঙ্গা খাকা, টিউমি সেখুকিউন।

কোচ : ডিলন ডু প্রিজ

প্রায় ১১ বছর দক্ষিণ আফ্রিকা নারী দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব পালনের পর গত মে মাসে স্বেচ্ছায় সরে যান হিল্টন মরিংস। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন ডিলন ডু প্রিজ, যিনি মরিংসের সহকারী হিসেবে কাজ করে আসছিলেন সেই ২০২০ সাল থেকে। প্রায় ৪৩ বছর বয়সী ডিলন প্রোটিয়াদের হয়ে কখনো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার সুযোগ পাননি। তবে ফাস্ট বোলার হিসেবে লিস্টারশায়ার, ঈগলস ও ফ্রি স্টেটসের হয়ে ৯২টি প্রথম শ্রেণির এবং ১৩৪টি লিস্ট 'এ' ম্যাচ খেলেছেন। এ ছাড়া টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন ৮৬টি, আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জার্সি গায়ে মাঠ মাতাতে দেখা গেছে তাঁকে।

অধিনায়ক : লরা উলভার্ট

অন্তর্বর্তীকালীন নেতৃত্ব দিয়েছেন আগেও। তবে সিউনি লুইসের জায়গায় গত বছরই স্থায়ীভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা নারী দলের অধিনায়কত্ব পান লরা উলভার্ট। ২৫ বছর বয়সী এই বাঁহাতি উদ্বোধনী ব্যাটার ইতোমধ্যে ২০ ওয়ানডে (জয় ১০, পরাজয় ৯, ফলহীন ১), ১৯ টি-টোয়েন্টি (জয় ৭, পরাজয় ৯, ফলহীন ৩) ও ২ টেস্টে (হার ২) টস করেছেন। এবারই প্রথম বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে নেতৃত্ব দেবেন লরা। টি-টোয়েন্টিতে এ পর্যন্ত ৭২ ম্যাচে ১টি সেঞ্চুরি ও ১১টি ফিফটির সাহায্যে ৩৫.৩০ গড়ে করেছেন ১৭৬৫ রান। এ ছাড়া ওয়ানডে (৯৮ ম্যাচে ৪১৪৮ রান, গড় ৪৯.৩৮) ও টেস্টেও (৩ ম্যাচে ১৮৬ রান, গড় ৩১.০০) দারুণ সমৃদ্ধ পরিসংখ্যানের মালিক লরার ব্যাটিংয়ের ওপর নির্ভর করবে প্রোটিয়া মেয়েদের সাফল্য-ব্যর্থতা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : গৌরব ফেরানোর চ্যালেঞ্জ

● মো. রেজাউল হক ●

২০১৬ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার মতো অজেয় দলকে রুখে দিয়ে শিরোপা জিতে চমকে দিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু ক্যারিবীয় মেয়েরা পরে আর সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি। যেহেতু টুর্নামেন্টের 'সাবেক' চ্যাম্পিয়ন দল, ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারীদের মধ্যে গৌরব ফেরানোর একটা তাড়না কাজ করবেই। সংযুক্ত আরব আমিরাতের মাঠে এবারের আসরে 'বি' গ্রুপে ক্যারিবীয় মেয়েদের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ ও স্কটল্যান্ড।

ওয়ানডে বিশ্বকাপে সাতবার অংশগ্রহণ করে একবার (২০১৩ সালে) রানার্সআপ হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী ক্রিকেট দল। আইসিসি উইমেন্স র‍্যাঙ্কিংয়ে বর্তমানে টি-টোয়েন্টিতে ৬ নম্বরে এবং ওয়ানডেতে সাতে রয়েছে তারা। দলটির টেস্ট অভিষেক হয়েছিল ১৯৭৬ সালের মে মাসে, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। এ পর্যন্ত ১২ টেস্ট খেলে ১ জয়ের বিপরীতে ৩ ম্যাচ হেরেছে ক্যারিবীয় মেয়েরা, ড্র করেছে অন্য ৮টিতে। ১৯৭৯ সাল থেকে শুরু করে তারা ওয়ানডে খেলেছে ২২১টি (জয় ৯৬, হার ১১৩, টাই ৩, পরিত্যক্ত ৯) এবং ২০০৮ সালের জুনে টি-টোয়েন্টিতে ডেব্যুর পর এই সংস্করণে মাঠে নেমেছে ১৭৩ ম্যাচে (জয় ৮৭, হার ৭৭, টাই ৬, ফলহীন ৩)। স্টেফানি টেইলরের মতো অভিজ্ঞ স্পিন অলরাউন্ডার, দেওয়ান্দ্র ডটিনের মতো পেস অলরাউন্ডার, অ্যাফি ফ্লেচারের মতো লেগ স্পিনার এবং সিমাইন ক্যাম্পবেলের মতো ব্যাটারের সমন্বয়ে ক্যারিবীয় নারী দলটা দারুণ শক্তিশালী।

■ যেভাবে এবারের আসরে

শেষ চারে নাম লেখাতে ব্যর্থ হলেও গত আসরে গ্রুপ '২'-এর পয়েন্ট তালিকার তৃতীয় স্থানে ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী দল। ফলে সেরা ছয় দলের একটি হিসেবে সরাসরি এবারের নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ মিলেছে সাবেক চ্যাম্পিয়ন ক্যারিবীয় মেয়েদের।

■ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ক্যারিবীয় মেয়েরা...

ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার পর আর একটা দলই নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবীয় মেয়েরা একবার ফাইনালে উঠেই বাজিমাত করেছে। ২০১৬ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের ফাইনালে টানা তিনবারের চ্যাম্পিয়ন অজি মেয়েদের রুখে দিয়ে ট্রফি জিতে নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এর বাইরে দলটি সেমিফাইনালে খেলেছে ৪ বার ২০১০, ২০১২, ২০১৪ ও ২০১৮ সালে। আট বছর আগে শিরোপা জেতার পর মনে হয়েছিল ক্যারিবীয় নারী ক্রিকেটে বুঝি জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু না, সর্বশেষ দুই আসরে ষষ্ঠ হয়ে তারা বুঝিয়ে দিয়েছে ওই অর্জন ছিল আচমকা পাওয়া সাফল্য। সব মিলিয়ে ৩৪ ম্যাচে ২০ জয়ের বিপরীতে ১৪ হার, এই হলো নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পরিসংখ্যান। একমাত্র দেশ হিসেবে ক্যারিবীয়রা দুইবার (২০১০ ও ২০১৮) টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছে।

■ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী দল:

হেইলি ম্যাথিউজ (অধিনায়ক), মেন্ডি মাঙ্গরু, সিমাইন ক্যাম্পবেল, চিডিন নেশন, দেওয়ান্দ্র ডটিন, চিনেল্লি হেনরি, জাইদা জেমস, অ্যাশমিনি মুনিসার, স্টেফানি টেইলর, অ্যাফি ফ্লেচার, কুইয়ানা জোসেফ, কারিশমা রামহারাক, অ্যালিয়াহ অ্যাল্লেইনি, সামিলিয়া কনেল, নেরিসা ক্রাফটন।

কোচ : শেন ডেইজ

কোর্টনি ওয়ালশের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ২০২৩ সালের আগস্টে আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব পান শেন ডেইজ। ৪৯ বছর বয়সী দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ান সাবেক প্রথম শ্রেণির এই ক্রিকেটার খেলোয়াড়ি জীবনে ছিলেন উইকেকিপার ব্যাটসম্যান। ২০০৮ সালে ক্রিকেট ওয়েলিংটনের কোচিং প্যানেলে নাম লিখিয়ে কাজ শুরুর পর ২০১৪ সালে ভানুয়াতু জাতীয় দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব নেন তিনি এবং পরে দলটির হয়ে এমনকি ২০১৮ সালে আইসিসি ক্রিকেট লিগ ডিভিশন ফোরে ৪২ বছর বয়সে মাঠেও নামেন! ২০১৯ সালে ভানুয়াতুর দায়িত্ব ছাড়ার পর ২০২০ সালে নেদারল্যান্ডস জাতীয় নারী দলের প্রধান কোচের পদে অধিষ্ঠিত হওয়া ডেইজ এরপর ক্যারিবীয় মেয়েদের নিয়ে শুরু করেছেন নতুন পথচলা।

অধিনায়ক : হেইলি ম্যাথিউজ

ডানহাতি উদ্বোধনী ব্যাটার হিসেবে দারুণ মারকুটে। পাশাপাশি অফস্পিনার হিসেবে উইকেটও শিকার করেন নিয়মিত। তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেইলি ম্যাথুজ। ২৬ বছর বয়সী এই কার্যকর অলরাউন্ডারের ওপরই রয়েছে ক্যারিবীয় নারী ক্রিকেট দলের নেতৃত্বের ভার। সাবেক অধিনায়ক স্টেফানি টেইলরের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তিনি। গতবারের মতো এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও অধিনায়কত্ব করবেন হেইলি। ৯৬ টি-টোয়েন্টিতে ২৫.৭০ গড়ে ২৩৩৯ রান ও ১৭.৩৮ গড়ে ৯৯ উইকেট- এমন ক্যারিয়ার পরিসংখ্যানকে দুর্দান্তই বলতে হবে। ওয়ানডেতেও (৮৪ ম্যাচে ৩১.২০ গড়ে ২৪৩৪ রান ও ২৩.৬৩ গড়ে ১০০ উইকেট) চমৎকার অর্জন তাঁর। কিন্তু অধিনায়ক হিসেবে টি-টোয়েন্টি (৩২ ম্যাচে জয় ১৩, পরাজয় ১৮, টাই ১) এবং ওয়ানডে (১৫ ম্যাচে জয় ৬, পরাজয় ৭, ফলহীন ২) উভয় সংস্করণে সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতাই বেশি হেইলির।

শ্রীলঙ্কা : কতদূর যাবে এশিয়ার চ্যাম্পিয়নরা?

● মো. মনির উদ্দিন ●

চমক দেখিয়ে এবারের নারী টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপ জিতে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা। টুর্নামেন্টে ইতিপূর্বে টানা ৪ বারসহ মোট ৫ বারের (২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৮ ও ২০২২) রানার্সআপ লঙ্কান মেয়েরা ঘরের মাঠে ফাইনালে ফেভারিট ভারতকে হারিয়ে এই প্রথম শিরোপার দেখা পেয়েছে। এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কতদূর যেতে পারবে শ্রীলঙ্কা নারী দল? উত্তর খুঁজতে গিয়ে যতটা জেগেছে আশা, তারচেয়ে বেশি উঁকি দিচ্ছে আশঙ্কা! সংক্ষিপ্ত সংস্করণের নারী বিশ্বকাপের আগের আট আসরে অংশ নিয়ে কখনোই গ্রুপ পর্ব পেরুতে পারেনি শ্রীলঙ্কা! এমন ভয়াবহ পরিসংখ্যান যাদের সঙ্গী, তারা মহাদেশীয় কাপ জয়ের তরতাজা স্মৃতি নিয়ে এবার বিশাল কিছু ঘটিয়ে ফেলবে ভাবাটা বোধহয় বাড়াবাড়ি হয়ে যায়! জানিয়ে রাখা ভালো, ওয়ানডে বিশ্বকাপের ছয় আসরে খেলে লঙ্কান মেয়েরা একবার (১৯৯৭) কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল।

শ্রীলঙ্কা নারী দলের বর্তমানে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিং ছয় এবং টি-টোয়েন্টিতে সাত। লঙ্কান মেয়েদের ওয়ানডে অভিষেক ১৯৯৭ সালের ২৫ নভেম্বর, কলম্বোয় নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে এবং টি-টোয়েন্টি ডেব্যু পাকিস্তানের সঙ্গে ২০০৯ সালের ১২ জুন, টনটন গ্রাউন্ডে। এ পর্যন্ত ১৯০ ওয়ানডে (জয় ৬৫, হার ১১৭, ফলহীন ৮) ও ১৫৬ টি-টোয়েন্টি (জয় ৫৮, হার ৯৪, ফলহীন ৪) খেলেছে তারা। শ্রীলঙ্কা নারী দল টেস্ট খেলেছে একটাই, ১৯৯৮ সালের ১৭-২০ এপ্রিল কলম্বোয় পাকিস্তানের বিপক্ষে। ৩০৯ রানে জেতার পরও দ্বিতীয় কোনো ম্যাচ খেলার সুযোগ হয়নি তাদের।

■ যেভাবে এবারের আসরে

গত এপ্রিল-মে মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবারের নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব। বিভিন্ন মহাদেশ থেকে আঞ্চলিক বাছাই উতরে আসা ১০ দলের ওই টুর্নামেন্টে স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে অপরাজিতভাবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মাধ্যমে মূল আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে শ্রীলঙ্কার মেয়েরা।

■ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে লঙ্কান মেয়েরা...

২০০৯ সাল থেকে মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে শ্রীলঙ্কা। কিন্তু লঙ্কান মেয়েরা কখনোই নকআউট পর্বে নাম লেখাতে পারেনি। এমনকি গ্রুপ পর্বের গণ্ডিই টপকাতে পারেনি তারা একবারো। এ পর্যন্ত আট আসরে ৩১ ম্যাচ খেলে শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দল জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ১০ বার এবং বাকি ২১ ম্যাচে পরাজয়ই হয়েছে সঙ্গী। এ ছাড়া ২০১২ সালে নিজেদের দেশে উইমেন্স টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করেছে শ্রীলঙ্কা। সেরা সাফল্য বলতে ২০১৬ ও ২০২৩ আসরে সর্বোচ্চ ২টি করে ম্যাচ জিতেছে লঙ্কা নারী ক্রিকেট দল এবং অন্য ৬ বিশ্বকাপে একটি করে জয়ের মুখ দেখেছে তারা।

■ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা নারী দল :

চামারি আতাপাত্তু (অধিনায়ক), হার্ষিথা সামারাবিক্রমা, ভিস্মি গুনারত্নে, কাভিশা দিলহারি, নিলাক্ষী ডি সিলভা, হাসিনি পেরেরা, আনুস্কা সঞ্জীবনি, শচীনি নিশাঞ্চলা, উদেসিকা প্রবোধানি, ইনোসি ফার্নান্ডো, আচিনি কুলাসুরিয়া, ইনোকা রণবীরা, শশীনি গিমহানি, এমা কাঞ্চনা, সুগান্দিকা কুমারি।

কোচ : রমেশ রত্নায়েকে

শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটের উত্থানকালীন পর্বের (১৯৮৩-৯২) অন্যতম নায়ক রমেশ রত্নায়েকে ছিলেন মিডিওকার পেস বোলিং অলরাউন্ডার। লঙ্কান জার্সি গায়ে তিনি খেলেছেন ২৩ টেস্ট ও ৭০ ওয়ানডে। ২০০১ সালে মাঠের খেলার পাঠ চুকানোর পর শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটে বিভিন্ন সময়ে নানা ভূমিকায় দেখা গেছে তাঁকে। শ্রীলঙ্কা দলের ম্যানেজার থেকে শুরু করে সহকারী কোচ, ফাস্ট বোলিং কোচ, অন্তর্বর্তীকালীন কোচ ও প্রধান কোচের পদে একাধিকার দায়িত্ব পালন করেছেন রত্নায়েকে। এর বাইরে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের ডেভেলপমেন্ট অফিসার পদে কাজ করেছেন, কানাডার ক্রিকেট এডভাইজার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। বাকি ছিল নারী ক্রিকেট নিয়ে কাজ করা এবং শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কান মেয়েদের প্রধান কোচের সিটে বসে সেটিও করছেন ৬০ বছর বয়সী রমেশ রত্নায়েকে।

অধিনায়ক : চামারি আতাপাত্তু

কোনো তর্ক ছাড়াই শ্রীলঙ্কার নারী ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড় চামারি আতাপাত্তু। জীবনের ৩৪ বসন্ত পেরিয়ে আসা এই লঙ্কান গ্রেট আছেন ক্যারিয়ারের গোধূলি লগ্নে। আগামী বছর ভারতে অনুষ্ঠেয় ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলে ব্যাট-বল তুলে রাখার কথা জানিয়েছেন আগেই। অভিজ্ঞ এই ব্যাটিং অলরাউন্ডারের নেতৃত্বেই এবার নারী এশিয়া কাপ জিতেছে শ্রীলঙ্কা। স্বভাবতই ২০২৪ উইমেন্স টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও লঙ্কান নারী দলের অধিনায়কত্ব করবেন আতাপাত্তু। শ্রীলঙ্কার জার্সি গায়ে তিনি ওয়ানডে খেলেছেন ১০৭টি (৩৭১৩ রান, সেঞ্চুরি ৯টি ও ৩৭ উইকেট) এবং টি-টোয়েন্টি ১৩৯টি (৩৩২৬ রান, সেঞ্চুরি ৩টি ও ৫৬ উইকেট)। অধিনায়ক হিসেবে নারী টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি রান ও শতরানের বিশ্ব রেকর্ড তাঁর। আতাপাত্তু এ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কাকে ৫০ ওয়ানডে (জয় ১১, পরাজয় ৩৫, ফলহীন ৪) ও ৯৩ টি-টোয়েন্টিতে (জয় ৪২, হার ৫০, ফলহীন ১) নেতৃত্ব দিয়েছেন।

পাকিস্তান : গ্রুপ পর্বে বিদায়ই নিয়তি

● মো. মনির উদ্দিন ●

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আসে, বিশ্বকাপ যায়; পাকিস্তান নারী ক্রিকেট দলের দুর্ভাগ্য বদলায় না। প্রতিবার অংশগ্রহণ করে এবং যথারীতি গ্রুপ পর্বেই বেজে যায় বিদায়ঘন্টা! এ পর্যন্ত আট আসরেই হয়েছে এমন। টি-টোয়েন্টির বিশ্বমঞ্চে এবার কী দুঃসহ ইতিহাস বদলাতে পারবে পাকিস্তানি মেয়েরা? এমনিতে সংযুক্ত আরব আমিরাত কিন্তু পাকিস্তান পুরুষ ক্রিকেট দলের জন্য 'লাকি গ্রাউন্ড' হিসেবে পরিচিত। সেখানে দেশটির নারী দলের 'নিয়তি' যদি একটু সুপ্রসন্ন হয়! ওয়ানডে বিশ্বকাপে পাঁচবার খেলে পাকিস্তানি মেয়েদের সেরা সাফল্য ২০০৯ আসরে সুপার সিক্সে ওঠা, তা ছাড়া উইমেন্স এশিয়া কাপে ২ বার (২০১২ ও ২০১২) রানার্সআপ হলেও মহাদেশীয় শিরোপা এখনো অধরা পাকিস্তানের। ক্রিকেটে পাকিস্তান নারী দলের সেরা অর্জন বলতে ২০১০ ও ২০১৪ এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক জয়। ১৯৯৮ সালের এপ্রিলে কলম্বোয় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অভিষেক টেস্টে ৩০৯ রানের বিশাল হার জুটেছিল পাকিস্তানি মেয়েদের কপালে। এ পর্যন্ত ৩ টেস্টে ২ পরাজয় ও ১ ড্র, কোনো জয় নেই তাদের। অন্যদিকে ওয়ানডেতে ২০৯ (জয় ৫৯, হার ১৪৩, টাই ৩, ফলহীন ৪) ম্যাচ এবং টি-টোয়েন্টিতে ১৭৪ (জয় ৬৯, হার ৯৮, টাই ৩, ফলহীন ৪) ম্যাচ খেললেও সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতা বেশি পাকিস্তান নারী দলের। আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে ওয়ানডেতে ১০ এবং টি-টোয়েন্টিতে ৮ নম্বরে আছে তারা। পাকিস্তানের বিশ্বকাপ দলের সদস্য ৩৭ বছর বয়সী পেসার নিদা দার আন্তর্জাতিক নারী টি-টোয়েন্টিতে সর্বাধিক ১৪৩ উইকেটের বিশ্ব রেকর্ডের মালিক।

■ যেভাবে এবারের আসরে

দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত গত নারী-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা ছয় দল এবার সরাসরি খেলার সুযোগ পাচ্ছে। এ ছাড়া ফাইনালের পরদিন ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে ওই ছয় দলের বাইরে শীর্ষ দল হিসেবে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সরাসরি ছাড়পত্র পেয়েছে পাকিস্তানি মেয়েরা।

■ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানি মেয়েরা...

নারী ক্রিকেটে পাকিস্তান আহামরি কোনো শক্তি নয়। যেখানে ভারতের একচেটিয়া দাপটের পাশাপাশি উইমেন্স এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মেয়েরা; সেখানে পাকিস্তানের ভাণ্ডার এখনো শূন্য। মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও পাকিস্তান চরম ব্যর্থ দলগুলোর মধ্যে একটি। এ পর্যন্ত আট আসরে পাকিস্তান মোট ৩২ ম্যাচ খেলে মাত্র ৮ জয়ের বিপরীতে পরাজয়ের বেদনা নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ২৩ বার এবং অন্য ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পাকিস্তান কখনো উইমেন্স টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করার সুযোগ পায়নি। ২০১৪ এবং ২০১৬ আসরে সর্বোচ্চ ২টি করে ম্যাচ জয়ের দেখা পাওয়াই পাকিস্তানি মেয়েদের সেরা সাফল্য। এ ছাড়া ২০০৯ ও ২০১০ বিশ্বকাপে কোনো জয়ের দেখা পায়নি পাকিস্তান।

■ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান নারী দল : ফাতিমা সানা (অধিনায়ক), আলিয়া রিয়াজ, ডায়ানা বেগ, গুল ফিরোজা, ইরাম জাভেদ, মুনীবা আলী (উইকেটরক্ষক), নাসরা সান্ধু, নিদা দার, ওমাইমা সোহেল, সাদাফ শামাস, সাদিয়া ইকবাল, সিদ্রা আমিন, সৈয়দা আরুব শাহ, তাসমিয়া রুবাব ও তুবা হাসান।

কোচ : মোহাম্মদ ওয়াসিম

গত জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত মেয়েদের টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপের আগে পাকিস্তান নারী দলের কোচিং প্যানেলে ব্যাপক রদবদল আনা হয়। তখন পাকিস্তানি মেয়েদের প্রধান কোচের পদে বসানো হয় মোহাম্মদ ওয়াসিমকে। ৪৭ বছর বয়সী এই সাবেক ডানহাতি ব্যাটসম্যান দেশটির হয়ে ১৯৯৬-২০০০ সময়কালে ১৮টি টেস্ট এবং ২৫টি ওয়ানডে খেলেছেন। খেলোয়াড়ি জীবনের ইতি টানার পর কোচিং পেশায় নাম লেখানো ওয়াসিম ২০১৮ সালের মে মাসে সুইডেন জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচের পদে নিয়োগ পান। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব বর্তায় তাঁর কাঁধে এবং দুই বছর পর বরখাস্ত হন। প্রথমবার পাকিস্তান নারী দলের দায়িত্ব নিয়ে এবারের বিশ্বকাপে কতটা কী করতে পারেন ওয়াসিম, সময়ই বলে দেবে।

অধিনায়ক : ফাতিমা সানা

বয়স ২৩ ছুঁই ছুঁই। এই অল্প বয়সেই পাকিস্তান নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়কত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে ফাতিমা সানার হাতে। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দীর্ঘদিন ক্যাপ্টেন্সি করা অভিজ্ঞ নিদা দারকে সরিয়ে তাঁকে নেতৃত্বে আনা হয়। ফাতিমার অধিনায়কত্বেই এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে পাকিস্তানি মেয়েরা। এই পেস বোলিং অলরাউন্ডার সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি নেতৃত্বের অভিষেকে ৩ ম্যাচের সিরিজে ২ হারের বিপরীতে কেবল ১ ম্যাচ জিতেছেন। এ ছাড়া ওয়ানডের অধিনায়ক হিসেবে গত বছরের ডিসেম্বরে নিউজিল্যান্ড সফরে ২ ম্যাচে টস করে ১টিতে হেরেছেন এবং অন্যটিতে সুপার ওভারে জয়ের মুখ দেখেছেন। নেতৃত্বে অনভিজ্ঞ হলেও খেলোয়াড় হিসেবে এ পর্যন্ত ৪৩ টি-টোয়েন্টিতে বল হাতে ৩১ উইকেটের পাশাপাশি ব্যাট হাতে ৩১৬ রান করে নিজের অলরাউন্ডিং সামর্থ্যের ভালোই প্রমাণ দিয়েছেন ফাতিমা সানা।

বাংলাদেশ : হতাশা ঘোচানোর মিশন

● মো. মনির উদ্দিন ●

ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে হারিয়ে গেছে ১০টি বছর! এই সময় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জয়ের মুখ দেখেনি বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। সেই ২০১৪ সালে সালমা বাহিনী যে দুটো ম্যাচ জিতেছিল, এরপরের চার আসরে টানা ১৬ ম্যাচে সইতে হয়েছে পরাজয়ের লজ্জা! এবার গ্রুপে যেহেতু স্কটল্যান্ডের মতো খর্বশক্তির দল আছে, আশা করা যায় হতাশা ঘুচিয়ে দীর্ঘদিন পর অন্তত একটা হলেও জয়ের মুখ দেখবে টাইগ্রেসরা। ৩ অক্টোবর স্কটিশ মেয়েদের বিপক্ষে শারজায় উদ্বোধনী ম্যাচের পর ৫, ১০ ও ১২ তারিখ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ যথাক্রমে ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকা। পরিসংখ্যান যেমন ভয়াবহ, তেমনি সাম্প্রতিক ফর্মও সাংঘাতিক রকমের বাজে। এ বছর মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে ঢাকা ও সিলেটে অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত নারী দলের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলে দুটিতেই ধবলধোলাই হতে হয়েছে টাইগ্রেসদের। এরপর জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার সঙ্গে জিতলেও শ্রীলঙ্কা ও ভারতের কাছে হারতে হয়েছে। বিশ্বকাপের আগে মেয়েদের যে কোনোভাবে জয়ের আবহে ফেরানোর জন্য 'এ' দলের ব্যানারে প্রায় পুরো জাতীয় দলকেই পাঠানো হয় শ্রীলঙ্কা সফরে। সেখানে বেশ সাফল্য পেয়েছে বাংলাদেশি মেয়েরা। কিন্তু লঙ্কান 'এ' দলের বিপক্ষে এই জয় কি বিশ্বকাপে কোনো কাজে আসবে? 'আমি আশাবাদী আমরা যদি আমাদের সামর্থ্যের শতভাগ দিয়ে খেলতে পারি, তাহলে অবশ্যই ভালো কিছু হবে। আর যদি সামর্থ্যের ১১০ ভাগ দিয়ে খেলতে পারি, তাহলে সেমিফাইনালে যাওয়ারও সম্ভাবনা আছে!' বাংলাদেশ নারী দলের নির্বাচক সাজ্জাদ আহমেদ শিপনের 'উচ্চাভিলাষী আশাবাদ' কতটা বাস্তবায়ন করতে পারে টাইগ্রেসরা, সেটাই দেখার বিষয়।

■ যেভাবে এবারের আসরে

২০২২ সালের ২৭ জুলাই আইসিসি এক বোর্ড সভায় ২০২৪-২৭ সালের চক্রে মেয়েদের টুর্নামেন্টগুলোর আয়োজক দেশের নাম চূড়ান্ত করে। সেখানেই ঘোষণা করা হয় ২০২৪ উইমেন্স টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশে। স্বাগতিক হিসেবে সরাসরি বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পায় বাংলাদেশি মেয়েরা। যদিও শেষ মুহূর্তে নারী বিশ্বকাপ সরে গেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে, তবে আয়োজক স্বত্ব রয়েছে বিসিবির হাতেই।

■ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশি মেয়েরা...

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম তিন আসরে (২০০৯, ২০১০, ২০১২) খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি বাংলাদেশ। ২০১৪ সালে ছেলেদের পাশাপাশি বাংলাদেশ মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও আয়োজন করে। সেবার নিজেদের মাঠে প্রথমবার খেলার সুযোগ পায় টাইগ্রেসরা এবং ৫ ম্যাচের মধ্যে ২টি জিতে অভিষেক মোটামুটি স্মরণীয় করে রাখে। এরপর টানা আরও চারটি বিশ্বকাপ খেলেছে বাংলাদেশ নারী দল, কিন্তু জয়ের মুখ দেখেনি। বাঘিনীরা গত চার বিশ্বকাপে উপর্যুপরি ১৬ ম্যাচেই প্রতিপক্ষকে জয়োল্লাস করতে দেখেছে! ৫ আসরে ২১ ম্যাচে ১৯ হারের বিপরীতে কেবল ২ জয়ই সঙ্গী বাংলাদেশি মেয়েদের।

■ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ নারী দল : নিগার সুলতানা জ্যোতি (অধিনায়ক), নাহিদা আক্তার, মুরশিদা খাতুন, সোবহানা মোস্তারী, জাহানারা আলম, ফাহিমা খাতুন, রাবেয়া খান, রিতু মনি, দিলারা আক্তার, সাথী রানি, মারুফা আক্তার, স্বর্ণা আক্তার, সুলতানা খাতুন, দিশা বিশ্বাস, তাজ নেহার।

কোচ : হাসান তিলকারত্নে

১৯৯৬ সালের বিশ্বকাপজয়ী শ্রীলঙ্কা দলের অন্যতম ব্যাটিং ভরসা ছিলেন হাসান তিলকারত্নে। উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে প্রায় দেড় যুগের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে লঙ্কানদের হয়ে ৮৩ টেস্ট ও ২০০ ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছেন। ব্যাট-বল তুলে রাখার পর কোচিংয়ে নাম লেখানো তিলকারত্নে দেশটির নারী দলের কোচ হিসেবেও কাজ করেছেন। ভারতের অঞ্জু জৈন চলে যাওয়ার পর ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে দুই বছরের চুক্তিতে তাঁকে টাইগ্রেসদের প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দেয় বিসিবি। এর পর থেকে নিগার সুলতানা জ্যোতিদের 'গুরু' হিসেবে বেশ কিছু স্মরণীয় সাফল্যের সাক্ষী হওয়া ৫৩ বছর বয়সী তিলকারত্নের এবারের বিশ্বকাপে প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে দলকে পরাজয়ের বৃত্ত থেকে বের করে জয়ের পথে ফেরানো।

অধিনায়ক : নিগার সুলতানা জ্যোতি

বছর তিনেক ধরে বাংলাদেশ নারী দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। ২৭ বছর বয়সী এই উইকেটকিপার ব্যাটার যেমন দলের ব্যাটিংয়ের প্রাণভোমরা, তেমনি অধিনায়ক হিসেবেও অনুপ্রেরণাদায়ী, যিনি মাঠে সব সময় সতীর্থদের দারুণভাবে উদ্দীপ্ত করতে পারেন। গত ওয়ানডে (২০২২) ও টি-টোয়েন্টি (২০২৩) বিশ্বকাপে টাইগ্রেসদের নেতৃত্ব দেওয়া নিগারের ওপর এবারও আস্থা রেখেছে বিসিবি। এখন পর্যন্ত ২৬ ওয়ানডে (জয় ৬, হার ৫, টাই ২, ফলহীন ৩) ও ৪৭ টি-টোয়েন্টিতে (জয় ১৮, হার ২৮, ফলহীন ১) টস করেছেন তিনি। টি-টোয়েন্টি সংস্করণে বাংলাদেশ নারী দলের সর্বাধিক রান সংগ্রাহক (৯৯ ম্যাচে ২৭.০০ গড়ে ১৯৪৪) জ্যোতির ব্যাট থেকে ৪৭ ওয়ানডেতে এসেছে ২৩.৬০ গড়ে ৮৯৭ রান।

স্কটল্যান্ড : নারী বিশ্বকাপের নতুন অতিথি

● মো. রেজাউল হক ●

নারী ক্রিকেটে এমন কোনো শক্তিশালী দল নয় ইউরোপের দেশ স্কটল্যান্ড। যে কোনো সংস্করণ মিলিয়ে ক্রিকেটের বিশ্বমঞ্চে এবারই প্রথম নাম লিখিয়েছে স্কটিশ মেয়েরা। পাঁচ মাস আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত বাছাইপর্বের গ্রুপ পর্যায়ে ৪ ম্যাচের ৩টিতে জিতে সেমিফাইনালে উঠে আয়ারল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে নাম লেখানোর মাধ্যমেই এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের 'টিকিট' হাতে পেয়েছে দলটি। যদিও শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে পেরে ওঠেনি স্কটল্যান্ড নারী দল। ১৯৯৪ সালে আইসিসির সহযোগী সদস্যপদ পাওয়া স্কটল্যান্ডের পুরুষ ক্রিকেট দল ৩ বার (১৯৯৯, ২০০৭, ২০১৫) ওয়ানডে বিশ্বকাপ এবং ৬ বার (২০০৭, ২০০৯, ২০১৬, ২০২১, ২০২২, ২০২৪) টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেছে। ইতিহাস জানাচ্ছে, স্কটল্যান্ড নারী দলের ওয়ানডে অভিষেক হয়েছিল ২০০১ সালের ১০ আগস্ট ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ব্র্যাডফিল্ডে। ২৩৮ রানের বিশাল হার দিয়ে শুরু করা স্কটিশ মেয়েরা এই সংস্করণে অনিয়মিতভাবে এ পর্যন্ত ১৭ ম্যাচ খেলে জিতেছে ৭টিতে এবং হেরেছে ১০ ম্যাচে। অন্যদিকে ২০১৮ সালের ৭ জুলাই অ্যামস্টেলভিনে উগান্ডাকে ৯ উইকেটে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি অভিষিক্ত স্কটল্যান্ড নারী দল ৫৯ ম্যাচ খেলে জয় পেয়েছে ৩৫ ম্যাচে, পরাজিত হয়েছে ২৩ ম্যাচে এবং ১টি ম্যাচ টাই হয়েছে। আইসিসি উইমেন্স টিম র‍্যাঙ্কিংয়ে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি উভয় ফরম্যাটে কাকতালীয়ভাবে স্কটল্যান্ডের অবস্থান ১২ নম্বরে। দলটির ডাক নাম 'ওয়াইল্ডক্যাটস'।

স্কটিশ নারী ক্রিকেটের অবিচ্ছেদ্য অংশ দুই সহোদরা- ক্যাথরিন ব্রুইস ও সারাহ ব্রুইস। প্রথমজন ব্যাটিং অলরাউন্ডার, দ্বিতীয়জন উইকেটকিপার ব্যাটার। আপন দুই বোনের নেতৃত্বেই অভিষেক টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে স্কটল্যান্ড। ২৬ বছর বয়সী ক্যাথরিন অধিনায়ক, তারচেয়ে দুই বছরের ছোট সারাহ সহ-অধিনায়ক। বাছাইপর্বের ১৩ জনকে নিয়ে সাজানো বিশ্বকাপের ১৫ জনের স্কোয়াডে ৫ জনই অলরাউন্ডার, তাঁরা হলেন অধিনায়ক ক্যাথরিন ছাড়াও প্রিয়ানাজ চ্যাটার্জি, ক্যাথারাইন ফ্রেজার ও মেগান ম্যাকল।

■ যেভাবে এবারের আসরে

সবশেষ দল হিসেবে এবারের নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে স্কটল্যান্ড। গত ২৫ এপ্রিল থেকে ৭ মে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত বাছাইপর্বের ফাইনালে শ্রীলঙ্কা নারী দলের কাছে হেরে রানার্সআপ হলেও দুই ফাইনালিস্টের একটি হিসেবে মূল আসরের ছাড়পত্র পেয়েছে স্কটিশ মেয়েরা।

■ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে স্কটিশ মেয়েরা...

এর আগে কখনোই নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি স্কটিশ মেয়েরা। স্বাভাবিকভাবে তাদের আগের কোনো ইতিহাসও নেই। অবশ্য একাধিকবার বাছাইপর্বে দারুণ সম্ভাবনা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। অতঃপর এবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের মাটি থেকে বিশ্বমঞ্চে ইতিহাসের নতুন অধ্যায় লিখতে যাচ্ছে স্কটল্যান্ড নারী ক্রিকেট দল।

■ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ড নারী দল : ক্যাথরিন ব্রাইস (অধিনায়ক), সারাহ ব্রাইস উইকেটরক্ষক, (সহ-অধিনায়ক), অ্যাবি আইটকেন-ড্রামন্ড, মেগান ম্যাকল, লর্না জ্যাক-ব্রাউন, এইলসা লিস্টার, অলিভিয়া বেল, ডার্সি কার্টার, ক্যাথারাইন ফ্রেজার, সাসকিয়া হরলে, আবতাহা মাকসুদ, ক্লোই অ্যাবেল, প্রিয়ানাজ চ্যাটার্জি, হান্নাহ রেইনি, রাচেল স্লেটার।

কোচ : ক্রেইগ ওয়ালেস

স্কটল্যান্ড নারী দলের প্রধান কোচ হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব পালন করছেন ক্রেইগ ওয়ালেস। বয়স মাত্র ৩৪। তাঁর সমসাময়িক খেলোয়াড়রা এখনো মাঠ দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। এবারের নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবচেয়ে কম বয়সী কোচ তিনি। উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ওয়ালেস ২০১২ থেকে ২০২২ পর্যন্ত সময়কালে স্কটিশদের জার্সি গায়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩২টি ওয়ানডে (২১.২৫ গড়ে ৫৭৪ রান, সর্বোচ্চ ৫৮, ক্যাচ ১৭, স্ট্যাম্পিং ২) ও ২১টি টি-টোয়েন্টি (১৭.৩০ গড়ে ১৭৪ রান, সর্বোচ্চ ২৭, ক্যাচ ৭, স্ট্যাম্পিং ২) ম্যাচে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। নিজে কখনো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে না পারলেও নিজ জন্মভূমি স্কটল্যান্ডের মেয়েদের নিয়ে ঐতিহাসিক প্রথম বিশ্বকাপ মিশন শুরু করা ওয়ালেসের জন্য যেমন সম্মানের, তেমনি চ্যালেঞ্জেরও।

অধিনায়ক : ক্যাথরিন ব্রাইস

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে স্কটল্যান্ড নারী দলের সিংহভাগ অর্জনই ক্যাথরিন ব্রাইসের নেতৃত্বে। ডানহাতি টপ অর্ডার ব্যাটার হিসেবে দুর্দান্ত পারফরমার তিনি, আবার পেসার হিসেবেও বোলিং লাইনআপের নির্ভরতা। প্রায় ২৭ ছুঁই ছুঁই এই অলরাউন্ডার ৪৫ টি-টোয়েন্টিতে ৩৯.৯০ গড়ে করেছেন ১১৯৭ রান, পাশাপাশি ১৩.৩৭ গড়ে উইকেট নিয়েছেন ৪৬টি। এ ছাড়া মাত্র ৫ ওয়ানডের ক্যারিয়ারও (৩০১ রান ও ৫ উইকেট) গর্ব করার মতো। সামনে থেকে পথ দেখিয়ে বাছাইপর্বের বৈতরণী পার করানো ক্যাথরিন এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল পর্বেও যথারীতি স্কটিশ মেয়েদের অধিনায়কত্ব করবেন। এখন পর্যন্ত স্কটল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৫ টি-টোয়েন্টিতে টস করে জিতেছেন ২৭ ম্যাচে, হেরেছেন ১৭ খেলায় এবং ১টি ম্যাচ টাই হয়েছে। অন্যদিকে ক্যাথরিনের নেতৃত্বে ৫ ওয়ানডের ৩টিতেই জয়ের দেখা পেয়েছে স্কটল্যান্ড এবং পরাজিত হয়েছে অন্য ২ ম্যাচে।

● মো. মাহবুবুর রশিদ ●

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গত তিন আসরের 'হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়ন' অস্ট্রেলিয়ার ৩টি শিরোপা নিয়ে উৎফুল্ল এবারের স্কোয়াডের সদস্যরা

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আদ্যোপান্ত

পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এবারের নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশে। কিন্তু ছাত্র-জনতার বৈষম্যবিরোধী গণ-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর কিছু দেশের ভ্রমণ সতর্কতার কারণে শেষ মুহূর্তে আইসিসি টুর্নামেন্টটি সরিয়ে নেয় সংযুক্ত আরব আমিরাতে। যদিও অফিশিয়ালি আয়োজক স্বত্ব থাকছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) হাতেই। আমিরাতের দুটি মাঠ শারজা ও দুবাইয়ে আয়োজিত হবে নবম উইমেন্স টি-টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচগুলো। এই আসরের যা কিছু জেনে রাখা ভালো, তা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে আনা হয়েছে এই প্রতিবেদনে।

টুর্নামেন্টের শুরুর গল্প

ছেলেদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হয়েছিল ২০০৭ সালে, দক্ষিণ আফ্রিকায়। এর দুই বছর পর ২০০৯ সালের ১১-২১ জুন ইংল্যান্ডে চালু হয় মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। মূলত টি-টোয়েন্টি সংস্করণের মাধ্যমে মেয়েদের ক্রিকেট প্রসারের উদ্যোগ নেয় আইসিসি। গত ১৫ বছরে ৮টি আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষটি ২০২৩ সালে।

এবার কবে, কোথায়

৩ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে এবারের আসর। এমনিতে নবম উইমেন্স নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক হিসেবে থাকছে বাংলাদেশই। তবে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে খেলা হবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মাটিতে। দেশটির ২টি স্টেডিয়ামে হবে ১৭ দিনের টুর্নামেন্ট, যেখানে মোট ম্যাচ ২৩টি। শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল হবে ২০ অক্টোবর।

কোন কোন মাঠে খেলা

সংযুক্ত আরব আমিরাতের ২টি ভেন্যুতে হবে এবারের নারী বিশ্বকাপের মোট ২৩টি ম্যাচ। মাঠগুলো ক্রিকেট বিশ্বে বেশ সুপরিচিত- দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম এবং শারজা ক্রিকেট স্টেডিয়াম। প্রথম সেমিফাইনাল এবং ফাইনালসহ ১২টি ম্যাচ হবে দুবাইয়ে। অন্যদিকে উদ্বোধনী খেলাসহ ১১টি ম্যাচ হবে শারজায়। দিনের প্রথম ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল চারটায় এবং দ্বিতীয় ম্যাচ মাঠে গড়াবে রাত আটটায়।

দল সংখ্যা ও ফরম্যাট

এবারের নারী বিশ্বকাপে খেলছে মোট ১০টি দল। অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে ৫টি করে ২ গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছে। 'এ' গ্রুপে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং 'বি' গ্রুপের দলগুলো হলো বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, স্কটল্যান্ড। গ্রুপ পর্বে দলগুলো একে অন্যের সঙ্গে একবার করে মোকাবিলা করে মোট ৪টি করে ম্যাচ খেলবে। গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা দুটি করে দল উঠবে সেমিফাইনালে। শেষ চারের জয়ী দল দুটি মুখোমুখি হবে ফাইনালে।

যেভাবে এসেছে দলগুলো

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এবারেরর আসরে অংশ নেওয়া ১০ দলের মধ্যে আয়োজক হিসেবে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। এ ছাড়া গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত সর্বশেষ আসরের শীর্ষ ৬ দল- অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ড এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে উপরোক্ত দলগুলোর বাইরে সেরা র‍্যাংকিংধারী দল পাকিস্তান; এই ৭টি দলকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। বাছাইপর্বের বৈতরণী পেরিয়ে এসেছে সর্বশেষ ২টি দল- শ্রীলঙ্কা ও স্কটল্যান্ড। গত এপ্রিল-মে মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত ১০ দলের গ্লোবাল কোয়ালিফায়ারে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে লঙ্কান মেয়েরা এবং রানার্সআপ হিসেবে স্কটল্যান্ড এই প্রথমবার বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে।

বাংলাদেশের ম্যাচগুলো কবে?

বাংলাদেশি মেয়েদের প্রথম ম্যাচ ৩ অক্টোবর উদ্বোধনী দিনে, প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ড। এরপর ৫ অক্টোবর ইংল্যান্ড, ১০ অক্টোবর ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ১২ অক্টোবর দক্ষিণ আফ্রিকার মোকাবিলা করবে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। টাইগ্রেসরা গ্রুপ পর্বের প্রতিটি ম্যাচ খেলবে দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।

চ্যাম্পিয়ন দলগুলোর কথা

ছেলেদের ওয়ানডে বিশ্বকাপের মতো মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার জয়জয়কার। একচেটিয়া দাপট দেখিয়ে সর্বোচ্চ ৬ বার (২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩) চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অজি মেয়েরা, পাশাপাশি আরও একবার হয়েছে রানার্সআপ (২০১৬)। অর্থাৎ এবারের আগে অনুষ্ঠিত ৮ আসরের মধ্যে সাতবারই (২০০৯ সালে প্রথম আসরে বাদে) ফাইনালে খেলেছে অস্ট্রেলিয়া নারী দল। এ ছাড়া ১ বার করে শিরোপা (২০০৯) জিতেছে ইংল্যান্ড (আরও তিনবার ২০১২, ২০১৪ ও ২০১৮ হয়েছে রার্নাআপ) ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের (২০১৬) মেয়েরা। এই তিনটি দলের বাইরে আর কেউ শেষ হাসি হাসতে পারেনি। নিউজিল্যান্ড নারী ক্রিকেট দল ২ বার (২০০৯ ও ২০১০) রানার্সআপ হলেও ট্রফির ছোঁয়া পায়নি। অন্যদিকে ভারত (২০২০) ও দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়েরা (২০২৩) একবার করে ফাইনালে উঠলেও শিরোপা জিততে ব্যর্থ হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া ছাড়া ফেবারিট

অজি মেয়েরা তো বরাবরের মতো এবারো 'টপ'

এবং 'হট' ফেভারিট। এর বাইরে সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়ে বেশ এগিয়ে রয়েছে ভারত নারী ক্রিকেট দল। এর মূল কারণ সংযুক্ত আরব আমিরাতের কন্ডিশন তাদের জন্য বেশ সহায়ক হতে পারে। ব্যাটিং-বোলিংয়ে দারুণ ভারসাম্যপূর্ণ ভারতীয় মেয়েরা ইতিপূর্বে ২০২০ আসরে রানার্সআপ হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের সঙ্গে 'টেক্কা' দিতে পারে ইংল্যান্ডও। মোটামুটি এই তিন দলের মধ্যে শিরোপার লড়াই হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট

২০০৯ সালে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম আসরে টুর্নামেন্টসেরা খেলোয়াড় হন চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের ক্লেয়ার টেলর (১৯৯ রান), ২০১০ বিশ্বকাপে রানার্সআপ নিউজিল্যান্ডের নিকোলা ব্রাউন (৯ উইকেট ও ৭৯ রান), ২০১২ আসরে রানার্সআপ ইংল্যান্ডের শার্লট এডওয়ার্ডস (১৭২ রান), ২০১৪ আসরে রানার্সআপ ইংল্যান্ডের আনিয়া শ্রাবসোল (১৩ উইকেট), ২০১৬ আসরে চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্টেফানি টেলর (২৪৬ রান ও ৮ উইকেট), ২০১৮ আসরে চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার অ্যালিসা হিলি (২২৫ রান), ২০২০ আসরে চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার বেথ মুনি (২৫৯ রান) এবং সর্বশেষ ২০২৩ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশ গার্ডনার (১১০ রান ও ১০ উইকেট)।

২টি করে প্রস্তুতি ম্যাচ

এবারের নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূলপর্বের আগে প্রত্যেকটি দল ২টি করে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছে। ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে ওয়ার্মআপ ম্যাচগুলো। প্রস্তুতি ম্যাচের জন্য রাখা হয়েছে দুবাইয়ের ৩টি মাঠ- দ্য সেভেন্স স্টেডিয়াম, আইসিসি একাডেমি গ্রাউন্ড, আইসিসি একাডেমি গ্রাউন্ড টু। বাংলাদেশি মেয়েরা ২৮ সেপ্টেম্বর প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এবং ৩০ সেপ্টেম্বর প্রতিপক্ষ পাকিস্তান।

এই প্রথম অর্থ পুরস্কারে সমতা

২০২৩ সালের জুন মাসে আইসিসির বার্ষিক সভাতেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়েছিল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা জানিয়েছিল, এখন থেকে সমমানের টুর্নামেন্টে পুরুষ ও নারী ক্রিকেটে সমান প্রাইজমানি দেওয়া হবে। সেই সিদ্ধান্ত প্রথমবারের মতো কার্যকর হতে যাচ্ছে এবারের নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে।

গত জুনে ছেলেদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ভারত যে প্রাইজমানি পেয়েছে, এবার মেয়েদের বিশ্বকাপজয়ী দলও সেই পরিমাণ অর্থ পাবে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠেয় মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ২৩.৪ লাখ মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২৮ কোটি টাকা। ২০২৩ সালের সর্বশেষ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শিরোপা জেতা অস্ট্রেলিয়া

এই ট্রফির জন্যই লড়াই করবে ১০ দেশের মেয়েরা

যা পেয়েছিল (১০ লাখ ডলার), তার চেয়ে অর্থের পরিমাণ ১৩৪ শতাংশ বেশি। পাশাপাশি রানার্সআপ দলের অর্থ পুরস্কারও গতবারের তুলনায় ১৩৪ শতাংশ বাড়ছে।

গত আসরে সাড়ে ৫ লাখ ডলার পেয়েছিল রানার্সআপ দক্ষিণ আফ্রিকা। এবার ১১.৭ লাখ ডলার বা প্রায় ১৪ কোটি টাকা পাবে ফাইনালে পরাজিত দল। তা ছাড়া সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়া দুই দল গুনবে ৬.৭৫ লাখ ডলার বা প্রায় ৮ কোটি টাকা করে। গ্রুপ পর্বে প্রতিটি জয়ের জন্য দলগুলো পাবে ৩১ হাজার ১৫৪ মার্কিন ডলার বা প্রায় ৩৭ লাখ ২২ হাজার টাকা করে।

অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলই কমপক্ষে ১ লাখ সাড়ে ১২ হাজার মার্কিন ডলার বা প্রায় ১ কোটি ৩৪ লাখ টাকা নিয়ে দেশে ফিরবে। সব মিলিয়ে ২০২৪ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মোট অর্থ পুরস্কার ৭৯ লাখ ৫৮ হাজার ৮০ মার্কিন ডলার বা প্রায় ৯৫ কোটি টাকা। গতবার যে অঙ্কটা ছিল ২৪ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার। এবার আর্থিক পুরস্কার বেড়েছে ২২৫ শতাংশ।

এবারের ২ গ্রুপ...

গ্রুপ 'এ' : অস্ট্রেলিয়া, ভারত, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা

গ্রপ 'বি' : বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, স্কটল্যান্ড।

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪ সূচি...

তারিখ	অংশগ্রহণকারী ২ দল	ভেন্যু	শুরুর সময়
৩ অক্টোবর	**বাংলাদেশ-স্কটল্যান্ড**	**শারজা**	**বিকেল ৪টা**
৩ অক্টোবর	পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা	শারজা	রাত ৮টা
৪ অক্টোবর	দ.আফ্রিকা-ও.ইন্ডিজ	দুবাই	বিকেল ৪টা
৪ অক্টোবর	ভারত-নিউজিল্যান্ড	দুবাই	রাত ৮টা
৫ অক্টোবর	অস্ট্রেলিয়া-শ্রীলঙ্কা	শারজা	বিকেল ৪টা
৫ অক্টোবর	**বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড**	**শারজা**	**রাত ৮টা**
৬ অক্টোবর	ভারত-পাকিস্তান	দুবাই	বিকেল ৪টা
৬ অক্টোবর	ও.ইন্ডিজ-স্কটল্যান্ড	দুবাই	রাত ৮টা
৭ অক্টোবর	ইংল্যান্ড-দ.আফ্রিকা	শারজা	রাত ৮টা
৮ অক্টোবর	অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড	শারজা	রাত ৮টা
৯ অক্টোবর	দ.আফ্রিকা-স্কটল্যান্ড	দুবাই	বিকেল ৪টা
৯ অক্টোবর	ভারত-শ্রীলঙ্কা	দুবাই	রাত ৮টা
১০ অক্টোবর	**বাংলাদেশ-ও.ইন্ডিজ**	**শারজা**	**রাত ৮টা**
১১ অক্টোবর	অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান	দুবাই	রাত ৮টা
১২ অক্টোবর	নিউজিল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা	শারজা	বিকেল ৪টা
১২ অক্টোবর	**বাংলাদেশ-দ.আফ্রিকা**	**দুবাই**	**রাত ৮টা**
১৩ অক্টোবর	ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড	শারজা	বিকেল ৪টা
১৩ অক্টোবর	ভারত-অস্ট্রেলিয়া	শারজা	রাত ৮টা
১৪ অক্টোবর	পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড	দুবাই	রাত ৮টা
১৫ অক্টোবর	ইংল্যান্ড-ও.ইন্ডিজ	দুবাই	রাত ৮টা
১৭ অক্টোবর	প্রথম সেমিফাইনাল	দুবাই	রাত ৮টা
১৮ অক্টোবর	দ্বিতীয় সেমিফাইনাল	শারজা	রাত ৮টা
২০ অক্টোবর	**ফাইনাল**	**দুবাই**	**রাত ৮টা**

নারী বিশ্বকাপ ২০০৯ : আয়োজক ইংল্যান্ড, চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড

নারী বিশ্বকাপ ২০১০ : আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজ, চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া

ফিরে দেখা নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

● মো. মনির উদ্দিন ●

২০০৯ : ইংল্যান্ড

১৯৭৩ সালে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের যাত্রা শুরু হয়েছিল ইংল্যান্ডে এবং শিরোপা জিতেছিল ইংলিশ মেয়েরা। ২০০৯ সালের ১১-২১ জুন নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেরও জন্ম হয় ইংল্যান্ডে এবং ঘরের মাঠে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয় তারাই। অংশগ্রহণ করা ৮ দলের মধ্যে 'এ' গ্রুপে ছিল নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকা এবং 'বি' গ্রুপে ইংল্যান্ড, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান। নিউজিল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের মেয়েরা টানা ৩টি করে জয় নিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে, তাদের সঙ্গী হয় ২টি করে ম্যাচ জেতা অস্ট্রেলিয়া ও ভারত। প্রথম সেমিফাইনালে ভারতকে ৫২ রানে হারায় কিউই মেয়েরা। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে অজি মেয়েদের ৮ উইকেটে পরাজিত করে ইংল্যান্ড। লর্ডসের ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে ৮৫ রানে গুটিয়ে দিয়ে ৬ উইকেটে জিতে ট্রফি ছিনিয়ে নেয় ইংল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়ার এইমি ওয়াটকিন্স ২০০ রান করে হন সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক, সর্বাধিক ৯ উইকেটেন নেন ইংল্যান্ডের হলি কলভিন। চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের ক্লেয়ার টেলর (১৯৯ রান) পান প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার।

২০১০ : অস্ট্রেলিয়া

এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ২০১০ সালের মে মাসে দ্বিতীয় উইমেন্স টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অংশ নেয় সেই ৮ দল- 'এ' গ্রুপে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং 'বি' গ্রুপে নিউজিল্যান্ড, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান। কেনসিংটন ওভালের নাটকীয় ফাইনালে মাত্র ১০৬ রানের পুঁজি নিয়ে ৩ রানের ব্যবধানে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথম শিরোপা জিতে নেয় অজি মেয়েরা। এর আগে সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে যায় ভারত এবং নিউজিল্যান্ড পরাজিত করে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। সর্বাধিক রান করেন নিউজিল্যান্ডের সারা ম্যাকগ্লাসান (৫ ম্যাচে ১৪৭) এবং সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি হন যুগ্মভাবে ভারতের ডিয়ানা ডেভিড ও নিউজিল্যান্ডের নিকোলা ব্রাউনি (৯ উইকেট)। নিকোলা ব্রাউন ৯ উইকেট ও ৭৯ রান করে প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট হন।

২০১২ : অস্ট্রেলিয়া

প্রথম দল হিসেবে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা ধরে রাখার কীর্তি গড়ে অজি মেয়েরা। কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে আরেক রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে তারা ৪ রানে হারিয়ে দেয় সাবেক চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড নারী দলকে। সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে ৭ উইকেটে নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২৮ রানে হেরে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২০১২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত তৃতীয় আসরের আয়োজক ছিল শ্রীলঙ্কা। সেবারও খেলেছিল আগের দুই আসরের ৮ দলই। প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার পাওয়া ইংল্যান্ডের চার্লোটি এডওয়ার্ডসের ব্যাট থেকে আসে সর্বোচ্চ ১৭২ রান, অস্ট্রেলিয়ার জুলি হান্টার দখল করেন সর্বাধিক ১১ উইকেট। টুর্নামেন্টের একমাত্র দল হিসেবে টানা ৩ ম্যাচ হেরে ভারতীয় মেয়েদের বিদায় ছিল আলোচিত ঘটনা।

২০১৪ : অস্ট্রেলিয়া

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চতুর্থ আসর বাংলাদেশে বসে ২০১৪ সালে (২৩ মার্চ-৬ এপ্রিল)। সেবার দল সংখ্যা ৮টি থেকে বেড়ে হয়

নারী বিশ্বকাপ ২০১২ : আয়োজক শ্রীলঙ্কা, চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া

নারী বিশ্বকাপ ২০১৪ : আয়োজক বাংলাদেশ, চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া

নারী বিশ্বকাপ ২০১৬ : আয়োজক ভারত, চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ

১০টি, প্রথমবার খেলার সুযোগ পায় বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ড। 'এ' গ্রুপে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান ও আয়ারল্যান্ড এবং 'বি' গ্রুপে ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ। শেষ চারের লড়াইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৮ রানে হারায় অজি মেয়েরা এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৯ উইকেটে উড়িয়ে দেয় ইংল্যান্ড। মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে ইংল্যান্ডকে ৬ উইকেটে হারিয়ে হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়ন হয় অজি মেয়েরা। রানার্সআপ ইংল্যান্ডের আনিয়া শ্রাবসোল সর্বোচ্চ ১৩ উইকেট নিয়ে হন টুর্নামেন্টসেরা, সর্বাধিক রান করেন অস্ট্রেলিয়ার মিগ ল্যানিং (৬ ম্যাচে ২৫৭)।

২০১৬ : ওয়েস্ট ইন্ডিজ

টানা তিনবারের চ্যাম্পিয়ন অজি মেয়েদের আধিপত্য ভেঙে প্রথম শিরোপা জয় করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনালে ক্যারিবীয় মেয়েরা ৬ রানে হারায় অস্ট্রেলিয়াকে। ভারত প্রথমবার নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করে ২০১৬ সালে। অপরিবর্তিত থাকে আগের আসরের ১০টি দল। আয়ারল্যান্ড ও বাংলাদেশ টানা ৪ হারের বিপরীতে কোনো জয় পায়নি। প্রথম সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়া ৫ রানে হারায় ইংল্যান্ডকে এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ক্যারিবীয় মেয়েদের কাছে ৬ রানে হারে নিউজিল্যান্ড। আসরের সর্বোচ্চ ২৪৬ রানের সঙ্গে ও ৮ উইকেট নিয়ে প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট হন চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার স্টেফানি টেলর। নিউজিল্যান্ডের লেইগ কাসপেরেক ও সোফি ডিভাইন এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ডিয়ান্দ্রা ডটিন, তিনজনই নেন ৯টি করে উইকেট।

২০১৮ : অস্ট্রেলিয়া

এক আসরের বিরতির পর শ্রেষ্ঠত্ব পুনরুদ্ধার করে অজি মেয়েরা। ২০১৮ সালে প্রথম দেশ হিসেবে দ্বিতীয়বার নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অংশগ্রহণকারী ১০ দলের কোনো পরিবর্তন হয়নি। গ্রুপ পর্বে টানা চার ম্যাচ জেতা ক্যারিবীয় মেয়েরা প্রথম সেমিতে হেরে যায় অস্ট্রেলিয়ার কাছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ভারতকে বিদায় করে দেয় ইংল্যান্ড। কিন্তু ফাইনালে

নারী বিশ্বকাপ ২০২০ : আয়োজক অস্ট্রেলিয়া, চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া

নারী বিশ্বকাপ ২০১৮ : আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজ, চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৮ উইকেটের হার ইংলিশ মেয়েদের দ্বিতীয় শিরোপা জিততে দেয়নি। অজি ব্যাটার অ্যালিসা হিলি সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক (৫ ইনিংসে ২২৫) হিসেবে পান প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ডিয়ান্দ্রা ডটিন এবং অস্ট্রেলিয়ার অ্যাসলেই গার্ডনার ও মিগান স্কাট; তিনজনই সর্বোচ্চ ১০টি করে উইকেট শিকার করেন।

২০২০ : অস্ট্রেলিয়া

ইংল্যান্ডের (২০০৯) পর দ্বিতীয় দেশ হিসেবে ঘরের মাঠে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের কীর্তি গড়ে অস্ট্রেলিয়া। ২০২০ সালে সপ্তম আসরের আয়োজক অস্ট্রেলিয়াই হাসে শেষ হাসি। অপরাজিতভাবে ফাইনালে উঠলেও শেষরক্ষা হয়নি ভারতীয় মেয়েদের। গ্রুপ পর্বে ১৭ রানে হারের প্রতিশোধ নিয়ে অজি মেয়েরা ফাইনালে ভারতকে গুটিয়ে দেয় ৯৯ রানে এবং তুলে নেয় ৮৫ রানের জয়। এর আগে ভারত-ইংল্যান্ড প্রথম সেমিফাইনাল বৃষ্টিতে ভেসে গেলে গ্রুপের শীর্ষ দল হিসেবে ফাইনালের টিকিট পায় ভারত। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫ রানে হারায় অজি মেয়েরা। আসরের সর্বোচ্চ ২৫৯ রানের সুবাদে প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট হন অস্ট্রেলিয়ার বেথ মুনি এবং একই দলের মিগান স্কাট তুলে নেন ১৩ উইকেট।

২০২৩ : অস্ট্রেলিয়া

গত বছর নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সর্বশেষ তথা অষ্টম আসরের স্বাগতিক ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। হোম এডভান্টেজ কাজে লাগিয়ে প্রথমবার ফাইনালে উঠে যায় প্রোটিয়া মেয়েরা। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া নারী দলের কাছে ১৯ রানে হেরে রানার্সআপ হয় আয়োজকরা। আবারও হ্যাটট্রিক এবং সব মিলিয়ে ষষ্ঠ শিরোপা জয় করে অজি মেয়েরা। অস্ট্রেলিয়া নারী দল গ্রুপ পর্বে ৪ জয়ের পর সেমিফাইনালে হারায় ভারতকে। অন্যদিকে দুই জয় নিয়ে রান রেটে এগিয়ে সেমিতে উঠে ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে প্রোটিয়া মেয়েরা। সর্বোচ্চ ২৩০ রান আসে দক্ষিণ আফ্রিকার লরা উলভার্টের ব্যাট থেকে। সবচেয়ে বেশি ১১ উইকেট দখল করেন ইংল্যান্ডের সোফি একলেস্টন। অলরাউন্ডিং নৈপুণ্য (১১০ রান ও ১০ উইকেট) দেখিয়ে চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশ গার্ডনার পান টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কার।

নারী বিশ্বকাপ ২০২৩ : আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা, চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া

৪৮ বর্ষ ৩ সংখ্যার কুইজমালার সঠিক উত্তরঃ

১. যুক্তরাষ্ট্র।
২. ২০৬।
৩. লস অ্যাঞ্জেলস।

৪৮ বর্ষ ৪ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

মো. আবদুল মান্নান
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ অক্টোবর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে -সম্পাদক

৪৮ বর্ষ ৪ সংখ্যা কুইজমালা সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। ইসমাঈল হুসাইন শিহাব, শিক্ষার্থী, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ইন ইইই, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দূর্গাপুর, বরিশাল; ২। মো. রেহ্তামুল হক, মিরপুর-১, আনসার ক্যাম্প, ঢাকা; ৩। রওশন আরা, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ৪। মো. সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা; ৫। মো. সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা; ৬। মো. আবুল হাসেম, বাড়ি-২১, সরক-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০; ৭। মো. ইয়াছিন আরাফাত, ২ কাদের খান রোড, খুলনা; ৮। ফাহিম, রাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ৯। মো. মোশাররফ হোসেন, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ১০। মো. আবুল হোসেন, বাঘমারা মেইন রোড, নিরালা- খুলনা; ১১। মো. কিশোয়ার হাসান, গ্রাম+ডাক- চৌমুহনী, থানা- কাটাখালী, জেলা- রাজশাহী-৬০০০; ১২। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১৩। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১৪। শ্রী মুক্তা রাণী, রূপন টেলিকম, ৪৮ আসকার দিঘীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণ, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ১৫। বেবী দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৬। অমিত দস্তিদার মন, মেডি কর্নার, ৪১৮, জামাল খান বাই লেইন, দোস্ত কলোনী মসজিদ, আসকার দিঘীর দক্ষিণ পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৭। রূপম দস্তিদার, বাংলাদেশ টি স্টোরস্ ৩১ নং মোহাম্মদ আলী শাহ্ লেন, ইমামগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম; ১৮। রুবি দস্তিদার, মেডি কর্নার, ৪১৮, জামাল খান বাই লেইন, দোস্ত কলোনী মসজিদ, আসকার দিঘীর দক্ষিণ পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৯। মো. জাকির উল্লাহ পাতা, সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম, ঢাকা; ২০। একেএম মকবুল হোসাইন, বেনীচাকীলেন, দক্ষিণ কার্টনার পাড়া, বগুড়া-৫৮০০; ২১। শবনম খান, ১৬ শের-এ-বাংলা রোড, (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ২২। মোহাম্মদ রাসেদুল আলম, কালাম উল্লাহ বাড়ি, আলম মঞ্জিল, মাইজভান্ডার, আমতলী, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম; ২৩। স্বপ্না নাহা ঘোষ, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা দেওয়ানবাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ২৪। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

'পাক্ষিক ক্রীড়াজগত' পত্রিকার কুইজ বিভাগে থাকছে তিনটি প্রশ্ন। সঠিক উত্তরদাতা বিজয়ীর নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। কুইজ বিভাগে অংশ নিতে হলে অবশ্যই নিচের কুপনটি পূরণ করে আগামী ২৫ অক্টোবর ২০২৪-এর মধ্যে পাক্ষিক ক্রীড়াজগত, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কুপন ব্যতীত কুপনের ফটোকপি কুইজ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কুপনে স্থান সংকুলান না হলে প্রয়োজনে বাড়তি কাগজ যুক্ত করা যাবে। - সম্পাদক

'ক্রীড়াজগত' কুইজমালা ◘ ৪৮ বর্ষ ◘ ৬ সংখ্যা ◘ ১ অক্টোবর ২০২৪

প্রশ্ন : ভারতের মাটিতে প্রথমবার ইনিংসে ৫ উইকেট পেয়েছেন বাংলাদেশের কোন বোলার?

প্রশ্ন : পাকিস্তানের মাটিতে প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট পেয়েছেন বাংলাদেশের কোন পেস বোলার?

প্রশ্ন : পাকিস্তান এবং ভারতের মাটিতে ৫ উইকেট পেয়েছেন বাংলাদেশের কোন বোলার?

উত্তর : ১) .....

উত্তর : ২) .....

উত্তর : ৩) .....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা : .....

.....

.....

মোবাইল : .....

বিশেষ ঘোষণা

লেখক, সাংবাদিক, গবেষক, সংগ্রাহক, ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়ানুরাগীসহ সংশ্লিষ্ট অনেকেই পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পুরনো সংখ্যার খোঁজ করেন। কিন্তু সংখ্যাগুলো দুর্লভ হয়ে যাওয়ায় তা সংগ্রহ কিংবা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে পারেন না। তাঁদের সুবিধার্থে 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলো ফেসবুক পেইজে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হচ্ছে। ফেসবুক অ্যাকাউন্টধারীরা তাঁদের আইডিতে ঢুকে A nostalgic journey to Bangladesh sports সার্চ করলে আপলোডকৃত সংখ্যাগুলো দেখতে পারবেন।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের জেলা ক্রীড়া অফিস খুলনার আয়োজনে মাধ্যমিক, দাখিল মাদ্রাসা ও ক্রীড়া ক্লাবের অনূর্ধ্ব-১৬ বালক-বালিকাদের দাবা ও কাবাডি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে খুলনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক মো. নাজমুল হুসেইন খাঁন এবং বিশেষ অতিথি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের খুলনা ও বরিশাল বিভাগীয় উপ-পরিচালক মো. আবুল হোসেন হাওলাদার পুরস্কার বিতরণ করেন

ক্রীড়া সংগঠক হতে হলে অবশ্যই স্পোর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হবে : আশিকুর রহমান মিকু

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রকাশিত পাক্ষিক ক্রীড়াজগত পত্রিকার ৪৮ বর্ষ ৫ সংখ্যায় কামরুন্নাহার ডানার মন্তব্য প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান মিকু লিখিত বক্তব্যে জানিয়েছেন, তৃণমূল হলো খেলাধুলার উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। স্থানীয়ভাবে যদি খেলাধুলার উন্নয়ন সমৃদ্ধ হয়, তবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খেলায় সমৃদ্ধ লাভ করবে। খেলাধুলার প্রসার ও উন্নয়নে প্রয়োজন দক্ষ সংগঠক। আর ফেডারেশনকে যাঁরা ঢাকা কেন্দ্রিক করতে চান, তাঁদের বিরুদ্ধে আমাদের কথা। জাতীয় ফেডারেশন হবে সারা দেশের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে। যদি জেলাগুলো হতে রাম-শ্যাম, যদু-মধু কাউন্সিলর হয়ে আসেন, তাহলে ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, কাবাডি, হকি, হ্যান্ডবলসহ বিভিন্ন জাতীয় দলগুলো কিন্তু তৃণমূল হতে আগত খেলোয়াড়দের দিয়ে সমৃদ্ধ হবে না। সর্বক্ষেত্রে সংস্কার চলছে। যাঁরা সুদীর্ঘ কয়েক যুগ ধরে গালভরা বুলি দিয়ে আসছেন, তাঁরা কয়জন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় তৈরি করেছেন? সংস্কার আমরাও চাই এবং মনেপ্রাণে চাই। যিনি সাক্ষাৎকার দিলেন, তিনি একসময় বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি সেখান থেকে পরাজিত হয়ে আসার সময় কত টাকা এফডিআর করে রেখে এসেছেন? মরহুম জাফর ইমাম বিশ্ববরেণ্য ক্রীড়া সংগঠক, উনার নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংগঠক পরিষদ। ঢাকার কিছু মুষ্টিমেয় ক্রীড়া সংগঠকদের কাছে এ দেশের ক্রীড়াঙ্গন ছিল জিম্মি। উনারা কেউ কেউ ৪/৫টি ফেডারেশনের দায়িত্বশীল পদ দখল

আশিকুর রহমান মিকু

করেছিলেন। তাই দীর্ঘদিনের ক্ষোভ উপেক্ষা ও বঞ্চনা থেকে সৃষ্ট বাংলাদেশ জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংগঠক পরিষদ। ক্রীড়াকে যাঁরা ঢাকা ফেডারেশন করতে চেয়েছিলেন, উক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে সারা দেশের প্রতিনিধিদের নিশ্চিত করে সব ফেডারেশনকে জাতীয় ফেডারেশনের রূপ দেওয়ার সংগ্রাম অদ্যাবধি পর্যন্ত আমরা লিপ্ত।

আমাদের দেশবরেণ্য সংগঠক কামরুন্নাহার ডানা আমার সম্পর্কে কিছু বানোয়াট নোংরা ও কুরুচিপূর্ণ উক্তি করেছেন। কারও সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে তা জেনেশুনে বলা উচিত। আমি কী করি, আমার পারিবারিক ঐতিহ্য কী, আমার কী সম্পদ আছে, আমার আয়ের উৎস কী, জেনেশুনে বললে শোভন হতো। একজন ক্রীড়া সংগঠকের মুখে এ ধরনের কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য অত্যন্ত দুঃখজনক। সম্প্রতি উনি বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সিনিয়র সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, সেখানে উনি আমাকে ও তৃণমূলের কাউন্সিলরদের কত টাকা দিয়েছেন? আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই, এতগুলো ফেডারেশনের নির্বাচনে যদি আমি কারও থেকে এক টাকা আর্থিক সুবিধা নিয়ে থাকি, যদি উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারেন, তবে ক্রীড়াঙ্গন থেকে অব্যাহতি নেব। আজকে সংস্কারের কথা বলেন, এর আগে আপনি কী ছিলেন, তা-ও এ দেশের ক্রীড়াঙ্গনের লোক জানেন। ক্রীড়াঙ্গন সংস্কারের প্রশ্নে একটি বিষয় আমি বলতে চাই, সাধারণ সম্পাদক হলো একটি প্রতিষ্ঠানের মূল কেন্দ্রবিন্দু। এখানে আসতে হলে তাঁকে অবশ্যই স্পোর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আসতে হবে। যিনি সাধারণ সম্পাদক হবেন, তাঁকে অবশ্যই কোনো না কোনো জাতীয় ফেডারেশনে তিন টার্ম কাজ করে আসতে হবে। এটা জেলা ক্লাব বা অন্য সব প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে। তাহলে ইচ্ছা করলে রাজনৈতিক প্রভাব ও আর্থিক প্রভাব খাটিয়ে কারও সরাসরি সাধারণ সম্পাদক হওয়ার সুযোগ থাকবে না।

ইস্পাহানী ৪র্থ বাংলাদেশ ওপেন স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ স্কোয়াশ ফেডারেশন আয়োজিত ঢাকা সেনানিবাসের আর্মি স্কোয়াশ কমপ্লেক্সে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মধ্যে শেষ হলো তিন দিন ব্যাপি ৪র্থ বাংলাদেশ ওপেন স্কোয়াশ (জাতীয় পর্যায়)। ২৪ সেপ্টেম্বর সমাপ্ত প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন গ্রুপের ফলাফল নিম্নরুপ : মহিলা (উন্মুক্ত) গ্রুপে আইইউবি'র মারজান চ্যাম্পিয়ন ও উর্ধ রানার্সআপ, সেনাবাহিনীর মাসুমা তৃতীয়। ১৫ বছরের নিচে মেয়ে গ্রুপে উত্তরা স্কুলের চাদনী চ্যাম্পিয়ন, নির্ঝর ক্যান্ট. পাবলিক স্কুলের নাবিলা রানার্সআপ এবং ভাষানটেক স্কুলের মেঘনা তৃতীয়। ১৩ বছরের নিচে মেয়ে গ্রুপে কালাচাঁদপুর স্কুলের পুজা চ্যাম্পিয়ন, শাহীন স্কুলের আরিকা রানার্সআপ, কালশী স্কুলের মায়ানুর তৃতীয়। পুরুষ উন্মুক্ত গ্রুপে সেনাবাহিনীর শাহাদাৎ চ্যাম্পিয়ন, রনি দেবনাথ রানার্সআপ, বিকেএসপি'র সাইমুন

তৃতীয়। বালক অনূর্ধ্ব-১১ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ান মো. শাহারিয়ার নাফিজ (ভাষানটেক স্কুল), রানার্সআপ আব্দুল্লাহ রাফিয়ান কাইয়ুম (রংপুর মিলিনিয়াম স্কুল), তৃতীয় নোমান আহম্মেদ ইশমাম (ভাষানটেক স্কুল)। বালক অনূর্ধ্ব-১৩ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন তাহমীদ আহমেদ (মিরপুর ক্যান্ট পাবলিক স্কুল), রানার্সআপ মো. তামিম ইমরান (বিকেএসপি) এবং তৃতীয় হযরত জিসান (ভাষানটেক স্কুল)। বালক অনূর্ধ্ব-১৫ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন, রানার্সআপ বিকেএসপি'র রাব্বি সরদার ও আব্দুল মালেক এবং তৃতীয় নিলয় মাহমুদ (ভাষানটেক স্কুল)। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলে (শিক্ষার্থী) গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন, রানার্সআপ বিকেএসপি'র আবিদ হাসান ও দুর্জয় বড়ুয়া এবং তৃতীয় ফারদিন (গোপালগ গঞ্জের ডিসি স্কুল)। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কোয়াশ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কামরুল ইসলাম (অব.)

বাংলাদেশে ক্রীড়া পর্যটনের সম্ভাবনা

● মো. মাহফুজুর রহমান সিদ্দিকী ●

সম্প্রতি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ একটি প্রশংসনীয় কার্য সম্পাদন করেছে, তা হচ্ছে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবনে বাংলাদেশে ক্রীড়া পর্যটন উন্নয়নবিষয়ক সফল কর্মশালা আয়োজন। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অনুমোদিত জাতীয় ফেডারেশন/ বোর্ড/ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন গঠিত হয়। দেশের আর্থিক প্রবৃদ্ধিতে পর্যটন খাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে ও ক্রমবিকাশমান বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশে পর্যটনের প্রচার-প্রসারের জন্য সরকার ২০১০ সালে পর্যটন নীতিমালা প্রকাশ করে। একই বছর বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন ২০১০ প্রণীত হয়। উক্ত আইনের আওতায় ওই বছর বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড গঠিত হয়। বিশ্বব্যাপী পর্যটন শিল্পের এক বিকাশশীল খাত হলো ক্রীড়া পর্যটন। গোটা বিশ্বে পর্যটন খাতের আয়ের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্রীড়া পর্যটন খাত থেকে অর্জিত, যা ক্রমবর্ধিষ্ণু। বাংলাদেশেও ক্রীড়া পর্যটনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশে ক্রীড়া পর্যটনের ধারণা সাধারণ জনগোষ্ঠীর নিকট এখনো দৃঢ়মূল হয়নি। যদিও পর্যটন বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাসূচিভুক্ত। এই প্রেক্ষাপটেই ক্রীড়া পর্যটন সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচিতির লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত এই আলোচনার অবতারণা। এতে ক্রীড়া পর্যটন কী, কোথায় এর উৎপত্তি, প্রকারভেদ এবং আধুনিক যুগে পর্যটন শিল্পের বিকাশে ক্রীড়া পর্যটনের গুরুত্ব এবং সবশেষে বাংলাদেশে ক্রীড়া পর্যটনের আর্থিক সম্ভাবনার ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে।

সাধারণত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কেন্দ্রিক পর্যটনই ক্রীড়া পর্যটন। কোনো ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, তা গেমস বা চ্যাম্পিয়ানশিপ যা-ই হোক, এতে লোক সমাগম হয়। তাঁদের মধ্যে খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, সংগঠক, স্বেচ্ছাসেবক, দর্শক, ভ্রমণকারী প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত। জাতিসংঘের অঙ্গীভূত বিশ্ব পর্যটন সংস্থার (ইউএন ডব্লিউটিও) বিশ্লেষণে ক্রীড়া পর্যটন একটি দ্রুত বর্ধনশীল ব্যবসায়িক খাত। বর্তমানে পর্যটন ব্যবসায় বা শিল্পে বিনিয়োগের ১০ শতাংশ ক্রীড়া পর্যটনে বিনিয়োগ হয়। এই বিনিয়োগ হার ২০২৩-৩০ মুদ্দতে ক্রীড়া পর্যটনে প্রাক্কলিত বিনিয়োগ গোটা পর্যটন খাতের বিনিয়োগের আনুমানিক ১৭ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত হবে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি আয়োজিত গ্রীষ্ম ও শীতকালীন অলিম্পিক গেমস ও যুব অলিম্পিক গেমসসহ আইওসি অনুমোদিত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক গেমসের পরিসর বৃদ্ধি ক্রীড়া পর্যটনের উন্নয়নে অবদান রাখছে। এ ছাড়া ফিফাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ফেডারেশন/ কাউন্সিল/ ইউনিয়ন/ বোর্ড ও অ্যাসোসিয়েশনের নিয়ন্ত্রণাধীন আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার ক্রম- সম্প্রসারণ ও ক্রীড়া পর্যটনের বিকাশে ভূমিকা পালন করছে। বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রসার ক্রীড়া পর্যটনের ক্ষেত্র ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত করছে। একই সঙ্গে ক্রীড়াসামগ্রী উৎপাদন সংস্থাগুলোর ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। উল্লেখ্য, উন্নয়নশীল বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। জনবহুল ও ক্রীড়াপ্রেমী বাংলাদেশে ক্রীড়া পর্যটনের সমূহ সম্ভাবনার বিপরীতে ক্রীড়াসামগ্রী উৎপাদন ব্যবসাও বিকাশশীল।

বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় উদ্ঘাটিত হয়েছে যে ক্রীড়া পর্যটনের উদ্ভব গ্রিসের অলিম্পিয়ায় ৭৭৬ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ হতে অনুষ্ঠিত প্রাচীন অলিম্পিক গেমস থেকে। প্রতিটি অলিম্পিকে অলিম্পিয়ায় প্রায় ৫০ হাজার দর্শক ও ৩০০ অ্যাথলেটের সমাবেশ ঘটত বিভিন্ন নগর রাষ্ট্র (পোলিস) থেকে। অলিম্পিক গেমস শুরুর কিছুদিন আগে থেকে প্রতিযোগিতা সমাপ্তি পর্যন্ত শান্তি চুক্তি (ইকেচেরিয়া) বলবৎ হতো, যাতে খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, দর্শক ও অলিম্পিক উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আগত জনসাধারণ নির্বিঘ্নে অলিম্পিয়ায় আগমন ও অলিম্পিক গেমস শেষে নিজ নিজ গন্তব্যে প্রত্যাবর্তিত হতে পারেন। প্রথম অবস্থায় শুধু সীমিত দূরত্বের দৌড় (স্টেডরেস) প্রতিযোগিতা হতো। পরে ক্রমান্বয়ে প্রাচীন অলিম্পিকে রেসলিং, বক্সিং, ডিসকাস থ্রো, পানক্রেশান, জেভেলিন থ্রো, হর্সরেস, চ্যারিয়ট রেস অন্তর্ভুক্ত হয়। এলিসের অলিম্পিকের পাশাপাশি ডেলফিতে ৫৯০ খ্রি. পূর্বাব্দে চতুর্বার্ষিক পাইথিয়ান গেমস, করিন্থে ৫৮০ (খ্রি.পূ.) দ্বিবার্ষিক ইসথামিয়ান গেমস এবং ৫৭৩ (খ্রি. পূ.) নিমিয়ায় দ্বিবার্ষিক নিমিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হতো। এগুলোতেও অলিম্পিয়ার ন্যায় লোকসমাগম ঘটত। প্রচীন গ্রিসের এই 'প্যান হেলেনিক' গেমসগুলোকে কেন্দ্র করেই ক্রীড়া পর্যটনের সূত্রপাত ঘটে মর্মে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের গবেষকদের গবেষণায় প্রকাশ। উদাহরণস্বরূপ, ফিনলে এবং প্লেকেট ১৯৭৬, কানাডার অটোয়াস্থ ক্রীড়া পর্যটন আন্তর্জাতিক কাউন্সিলের তদানীন্তন যুগ্ম পরিচালক ড. জন জওহর ২০০৪ এর গবেষণাপত্রে ক্রীড়া পর্যটনের সূত্রপাত প্রাচীন অলিম্পিকস ও অন্যান্য প্যান হেলেনিক গেমসকে কেন্দ্র করে হয় মর্মে উল্লেখ করেন। ডইড অ্যান্ড বুল ২০০৯ এবং হাডসন অ্যান্ড হাডসন তাঁদের ২০১০-এর গবেষণাপত্রে ক্রীড়া পর্যটনের সূচনার একই সূত্রের উল্লেখ করেন।

আধুনিক বিশ্বে ক্রীড়া পর্যটনের সূচনা ও বিকাশে ফরাসি শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও আদর্শবাদী চিন্তক ব্যারণ পিয়ের দ্য কুবার্ত কর্তৃক ১৮৯৬ সনে প্রবর্তিত আধুনিক অলিম্পিক গেমস সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মজার ব্যাপার হলো বলতে গেলে আধুনিক অলিম্পিকের শুরু পর্যটন দিয়ে। দ্য কুবার্ত ১৮৯৪ সালে আইওসি প্রতিষ্ঠার পূর্বে একাধিক বার ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা ও প্রাচীন অলিম্পিকের জন্মস্থান গ্রিস পরিভ্রমণ করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে ফ্রাঞ্চের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী সক্রিয় সহযোগিতা করেন। ইংল্যান্ড ভ্রমণকালে তিনি ড. ইডলিয়াম ব্রুক কর্তৃক অলিম্পিক গেমস পুনরুজ্জীবিত করতে অনুপ্রাণিত হন। ড. ব্রুক সর্পশায়ারে ওয়েনলেক অলিম্পিয়ান গেমস চালু করেন, যা প্রাচীন অলিম্পিকের স্থানীয় অনুকৃতি। আরেক ফরাসি ক্রীড়া সংগঠক ১৯২১-৫৪ পর্যন্ত ফিফা প্রেসিডেন্ট জুলে রিমের উদ্যোগে ১৯৩০ সালে প্রচলিত ফুটবল বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা, যা ১৯৭০ পর্যন্ত জুলে রিমে ট্রফি নামে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি অলিম্পিয়াডে একবার অনুষ্ঠিত গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমস, অলিম্পিক শীতকালীন গেমস ও যুব অলিম্পিক গেমসসহ আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি আয়োজিত ও অনুমোদিত অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক গেমস শিল্প হিসেবে ক্রীড়া পর্যটনের ক্রমবর্ধিষ্ণু বিকাশ ত্বরান্বিত করছে। অধুনা প্রচলনকৃত বিচ গেমসও ক্রীড়া পর্যটনের অধিক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত লাভজনক সংযোজন। দর্শক এবং পর্যটক আকর্ষণের সামর্থ্যের দৃষ্টিকোণে বিশেষজ্ঞরা ক্রীড়া পর্যটনের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। গ্যামন ও রবিনসন ক্রীড়া পর্যটনকে হার্ড ও সফট এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। দর্শক-পর্যটক আকৃষ্ট করার সক্ষমতা বিচারে ফিফা বিশ্বকাপ ও অলিম্পিক গেমসকেন্দ্রিক ভ্রমণ বা পর্যটন হার্ড স্পোর্ট ট্যুরিজমের অভিধায় অভিষিক্ত। অধুনা বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতাও এই পর্যায়ভুক্ত। আর, যেসব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে অপেক্ষাকৃত কম দর্শক-পর্যটক সমাগম ঘটে, সেগুলো সফট। গীবসম ক্রীড়া পর্যটনের শ্রেণীকরণ করেছেন হার্ড, সফট ও নষ্টালজিক (স্মৃতি কাতর) হিসেবে। নষ্টালজিক স্পোর্ট ট্যুরিজমের অন্তর্ভুক্ত হলো সুপ্রসিদ্ধ স্টেডিয়াম পরিদর্শন, প্রসিদ্ধ ক্রীড়াবিদদের সম্মানে প্রতিষ্ঠিত 'হল অব ফেম' দর্শন, ক্রীড়াবিষয়ক বা ক্রীড়ানুষ্ঠান কেন্দ্রিক অবকাশ যাপন। উদাহরণত: যেকোনো ক্রিকেট খেলোয়াড়ের কাছে ইংল্যান্ড ভ্রমণকালীন লর্ডস

ক্রিকেট গ্রাউন্ড বা টেনিস খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে উইমবলডেন টেনিস কমপ্লেক্স পরিদর্শন বহুলাংশে স্মৃতিকাতরতা বা নষ্টালজিক। অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণরত কোনো ক্রিকেটার, ক্রিকেট কর্মকর্তা ও সংগঠক স্যার ব্রাডমানের প্রতি স্মৃতিবিধুর হয়ে তাঁর স্মৃতি স্মারক পরিদর্শনে আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে পেলের স্মৃতি ফুটবল সংশ্লিষ্ট কাউকে ব্রাজিল ভ্রমণে উদ্বুদ্ধ ও পেলের স্মৃতিচিহ্ন ও মারাকানা স্টেডিয়াম ভ্রমণে স্মৃতিবিধুর করা স্বাভাবিক। আর্জেন্টিনার দিয়েগো ম্যারাডোনার ক্ষেত্রেও স্মৃতিবিধুর পর্যটনে তাঁর অনুরাগীদের আকৃষ্ট করা স্বাভাবিক।

শিল্পায়ন ও দেশের আর্থিক প্রবৃদ্ধিতে ক্রীড়া পর্যটন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বাগতিক দেশের আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও শিল্প এবং বাণিজ্যিক প্রবৃদ্ধিতে এ পর্যটন খাতের গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান। আর্থসামাজিক উন্নয়নে ক্রীড়া পর্যটনের গুরুত্ব অনুধাবন করে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ও জাতিসংঘ পর্যটন উন্নয়ন সংস্থা (ইউএন ডব্লিউটিও) ২০০১ সনের ২২-২৩ ফেব্রুয়ারি ১ম বিশ্ব স্পোর্টস ট্যুরিজম সম্মেলন আয়োজন করে। স্পেনের পর্যটক প্রিয় বার্সেলোনায় এ সম্মেলন হয়। এ ছাড়াও ইউএন ডব্লিউটিও নিয়মিত বিশ্ব স্পোর্টস ট্যুরিজম কংগ্রেস আয়োজন করে। জাতিসংঘ ও দক্ষিণ আফ্রিকার যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত ট্যুরিজম, স্পোর্টস ও মেগা ইভেন্ট শীর্ষক শীর্ষ সম্মেলন ক্রীড়া পর্যটনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এ ক্ষেত্রে আইওসি, ফিফা, আইসিসি সহ বিশ্ব ক্রীড়া সংস্থাসমূহ সম্মিলিত উদ্যোগে কাজ করছে। যেকোনো দেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অন্যতম উপাদান ক্রীড়া পর্যটনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কতিপয় প্রতিবন্ধকতা নিরসিত হওয়া আবশ্যক। এগুলোর মধ্যে ক্রীড়া সামগ্রীর আপর্যাপ্ততা, বিনোদন উপকরণের অভাব, নিয়ত পরিবর্তশীল আবহাওয়া, প্রলম্বিত গ্রীষ্ম বা শীতকাল, অপর্যাপ্ত প্রচারণা, স্বাস্থ্যসেবার মান, অপর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, আন্তঃসংস্থা সহযোগিতার অভাব অন্যতম। কোন দেশের আর্থিক উন্নয়নে ক্রীড়া পর্যটনের প্রসারকল্পে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত পাহাড়িয়া এলাকা, সমুদ্রসৈকত ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ইত্যাদিতে ভ্রমণের অনুকূল পরিবেশ, সুষ্ঠু যোগাযোগব্যবস্থা ও নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক। ক্রীড়া পর্যটনের উন্নয়নে দেশ বিশেষের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও সম্পর্কিত। যেকোনো দেশের আর্থিক উন্নয়ন ও জিডিপিতে ক্রীড়া পর্যটনের ক্রমবর্ধমান অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনেকগুলো শহর বৃহৎ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (মেগা স্পোর্টস ইভেন্ট) আয়োজন করে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি দেশ ও শহরের নাম উল্লেখ করা করা হলো :

স্পেন	বার্সেলোনা
যুক্তরাজ্য	লন্ডন
ভারত	হারিয়ানা
জাপান	টোকিও
যুক্তরাষ্ট্র	নিউইয়র্ক
ব্রাজিল	রিওডিজেনেরিও/ সাউপাওলো।

স্পোর্টস ট্যুরিজম বিকাশে আয়োজক দেশের জনসংখ্যা এবং জনপ্রিয় বা দর্শকনন্দিত খেলা বিশেষ অবদান রাখে। যেমন:-

ভারত	ক্রিকেট
চীন	বাস্কেটবল
যুক্তরাষ্ট্র	আমেরিকান ফুটবল
ইন্দোনেশিয়া	সকার
পাকিস্তান	ক্রিকেট
নাইজেরিয়া	ফুটবল
ব্রাজিল	ফুটবল
বাংলাদেশ	ক্রিকেট।

অনেক সময় ভৌগোলিক আয়তন ও জনসংখ্যায় ছোট অনেক দেশ ক্রীড়া পর্যটনের সুবিধা নিয়ে থাকে। যেমন- ছোট্ট দেশ কাতার ২০২২ এর ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করে। প্রতিযোগী ও দর্শক সংখ্যার নিরিখে সকার/ফুটবল, বাস্কেটবল, ক্রিকেট, টেনিস ও ফিল্ড হকি বর্তমান বিশ্বের প্রসিদ্ধ খেলা।

ক্রীড়া পর্যটনের আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে এই পর্যটন খাত অবশ্যই টেকসই (সাসটেইনেবল) হতে হবে। বিশ্ব পর্যটন সংস্থার মতে যে পর্যটন ব্যবস্থায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের আর্থসামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব পর্যটকদের প্রয়োজন ও পর্যটন শিল্পের চাহিদা পূর্তির অনুকূল এবং প্রতিযোগিতার স্বাগতিক দেশ, শহর ও সমাজের ওপর ইতিবাচক প্রভাব প্রতিফলিত হয় তাই টেকসই। স্থানীয় পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জলবায়ুর ওপর প্রতিকূল প্রভাব সৃজনকারী ক্রীড়া পর্যটন টেকসই নয়। বিশ্ব পর্যটন সংস্থা টেকসই ক্রীড়া পর্যটনের ১২টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এগুলো হচ্ছে আর্থিক সফলতা, স্থানীয় উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের গুণগত মান, সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা, দর্শক চাহিদাপূর্তি, স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ, স্থানীয় জনসাধারণের কল্যাণ, সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা, প্রাকৃতিক অখণ্ডতা, জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা ও পরিবেশগত বিশুদ্ধতা। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা ২০৩০ এর ৮.৯-এর লক্ষ্য হলো ওই সময়ের মধ্যে টেকসই পর্যটন উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। যাতে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানসহ সংস্কৃতি ও উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়। উক্ত লক্ষ্যমাত্রার ১২ নং লক্ষ্য হলো টেকসই পর্যটন উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে টেকসই পর্যটনের আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ভারসাম্য রক্ষা করা। ক্রীড়া পর্যটনের এসব বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অলিম্পিক গেমস, অলিম্পিক শীতকালীন গেমস, যুব গেমস আয়োজন টেকসই করার জন্য আইওসি জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির প্রত্যক্ষ সহায়তায় প্রতিটি গেমস পরিবেশবান্ধব তথা টেকসই করার প্রচেষ্টা ক্রমান্বয়ে জোরদার করছে। এ জন্য আইওসির সাসটেইনেবিলিটি ও লিগ্যাসি কমিশন ইউএনইপি, অলিম্পিক গেমস সাংগঠনিক কমিটিসমূহ, বিশ্ববিখ্যাত কর্পোরেট সংস্থা 'ডো'র (যুক্তরাষ্ট্র) সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। ক্রীড়া পর্যটনের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনার সমাপ্তিপর্বে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে ক্রীড়া পর্যটনের সমূহ সম্ভাবনা আছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অধিক্ষেত্রে কয়েক শতাব্দী প্রাচীন মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয় ও অন্যান্য স্থাপত্য শিল্পের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অনেক। এগুলোর মধ্যে লালবাগ দুর্গ, আহসান মঞ্জিল, বাংলার প্রাক্তন রাজধানী সোনারগাঁও, ষাটগম্বুজ মসজিদ, ময়নামতি, পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, মহাস্থানগড়, সোনা মসজিদ, ক্যান্তজির মন্দিরের নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে বিওএ ও বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনের আয়োজিত জাতীয় ও আন্তজাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন উপলক্ষে উপর্যুক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনাগুলোয় ভ্রমণ সহজসাধ্য ও নিরাপদ করে পর্যটক আকৃষ্ট করা যায়। বিশ্বের বৃহত্তম 'ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট' সুন্দর বন, ভাটি অঞ্চলের হাওর-বাঁওড়-বিলসমূহ, দৃষ্টিনন্দন ও আবহাওয়াসমৃদ্ধ চরাঞ্চলে প্রতিযোগিতামূলক ও সৌখিন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া পর্যটনে অবদান রাখার সম্ভাবনা সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম প্রাকৃতিক সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার। এটি ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ। কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে সুর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উভয়ই দৃশ্যমান। বিশ্বব্যাপী সমুদ্রসৈকতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতামূলক ও বিনোদন কেন্দ্রিক বিচ গেমস ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। উদাহরণ, জাতীয় অলিম্পিক কমিটিসমূহের সমন্বয়ক সংস্থা অ্যানক আয়োজিত বিশ্ব বিচ গেমস ও এশিয়ান অলিম্পিক কাউন্সিলসহ অন্যান্য সংস্থা আয়োজিত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক এ বিচ গেমস স্বার্থান্বেষী ও বিনোদনপ্রেমী ক্রীড়া পর্যটকদের সমাবেশ ঘটিয়ে এই খাতের আর্থিক উন্নয়ন নিশ্চিত করছে। বাংলাদেশের জনসাধারণ ক্রীড়ামোদি। তুলনামূলকভাবে অনেক স্বল্প অবকাঠামোগত ব্যয়ে আয়োজন সম্ভব বিধায় বিশ্বব্যাপী বিচ গেমস ক্রীড়া পর্যটনের উন্নয়নে ক্রমবর্ধমান হারে জনপ্রিয়। বাংলাদেশে কক্সবাজার ও কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত এবং প্রধান প্রধান নদীর সমতল ও বিস্তৃত চরাঞ্চলে ক্রীড়া পর্যটনের প্রসার ঘটিয়ে এই ক্রম বিকাশমান ব্যবসায়িক ও আর্থিক খাতের অগ্রগতি আয়তনের তুলনায় জনবহুল বাংলাদেশে অবশ্যই সম্ভব। এ ব্যাপারে বৃহৎ ও দর্শকনন্দিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজক ক্রীড়া সংগঠন ও বাংলাদেশ পর্যটন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যৌথ উদ্যোগ করা যেতে পারে। এ উদ্যোগে দেশের বিকাশমান বেসরকারি পর্যটন সংস্থাসমূহকেও শামিল হতে হবে।

লেখক : পরিচালক, এনওএ, বিওএ

শব্দজট-৬১১

আ	ল	আ	মি	ন			নি	দা
র্জে						রি		
ন		লা	মি	নে	ই	য়া	মা	ল
টি		ও		ট		ল		কি
না		তা	স		রু	মা	না	
		রো		লি		দ্রি		
সা	ল	মা			খা	দ	কা	
		র্তি					ভি	
	হ্যা	জ	ল	উ	ড		সা	না

শব্দজট-৬১৩

১								২
৩								
৪							৫	
৬								৭
	৮							

শব্দজট-৬১১ বিজয়ী

স্বপ্না নাহা ঘোষ
অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ানবাজার
কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম।

শব্দজট-৬১১ বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আগামী ১০ অক্টোবর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

শব্দজট-৬১১-এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ, প্রযত্নে- ওবায়েদ উল হক ভবন, (২য় তলা), গ্রাম- জামালপুর, বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম-৪৩২৬; ২। মো. আবুল হাসেম, বাড়ি-২১, সড়ক-৮, সেক্টর- ৩, উত্তরা-ঢাকা; ৩। মো. ইয়াছিন আরাফাত, ২ কামাল উদ্দিন লেন, কায়েম খান রোড, খুলনা; ৪। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৫। সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা; ৬। সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা; ৭। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা; ৮। ফাহিম, বাড়ি- ২১, রোড-৮, সেক্টর- ৩, উত্তরা ঢাকা-১২৩০; ৯। মো. মোশাররফ হোসেন, ২ আখতার চেম্বার, ৮১ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ১০। মো. আবুল হোসেন, বাঘমারা, মেইন রোড, নিরালা, খুলনা; ১১। মো. কিশোয়ার হাসান, গ্রাম+ডাক- চৌমুহনী, থানা- কাটাখালী, জেলা-রাজশাহী -৬০০০; ১২। শবনম খান, ১৬ শের-এ-বাংলা রোড, (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ১৩। স্বপ্না নাহা ঘোষ, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ানবাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ১৪। মোহাম্মদ রাসেদুল আলম, আলম মঞ্জিল, আমতলী, কালাম উল্লাহ বাড়ি, মাইজভান্ডার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম; ১৫। অমিত দস্তিদার মন, মেডি কর্নার, ৪১৮, জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ পাড়, দোস্ত কলোনী মসজিদ, কোতোয়ালী চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৬। প্রত্যয়ী রায়, রূপন টেলিকম, ৪৮ আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৭। শ্রী মুক্তা রাণী, রূপন টেলিকম, ৪৮, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৮। রূবি দস্তিদার, মেডি কর্নার, ৪১৮, জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ পাড়, দোস্ত কলোনী মসজিদ, কোতোয়ালী চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৯। সোমা দস্তিদার, দোয়েল আহমেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আসকার দিঘীর পাড়, চট্টগ্রাম; ২০। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

শব্দজট-৬১১ বিজয়ী
মো. জাকির উল্লাহ (পাতা)

শব্দজট ৬১৩-এর সূত্র

সূত্র : পাশাপাশি

১.আইপিএল ২০২৪-এ অংশ নেওয়া একমাত্র বাংলাদেশি ক্রিকেটার; ৩. বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ডানহাতি ফাস্ট মিডিয়াম বোলার; ৪. ইংলিশ ডানহাতি লেগব্রেক বোলার; ৫. ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক; ৬. বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অন্যতম অলরাউন্ডার; ৮. ঘরের মাঠে অজিদের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করা নারী ক্রিকেটার।

সূত্র : উপর-নিচ

১. বাংলাদেশ দলের স্পিন বোলিং কোচ; ৩. আফগান অলরাউন্ডার; ৭. ইংলিশ কিপার কাম ব্যাটার-এর নামের একাংশ।

ডা. তারেক আহমেদ
টি.এফ ক্যাসেল, কালীবাড়ি রোড, বরিশাল।

গত ১০ সেপ্টেম্বর সিলেটের আবুল মাল আব্দুল মুহিত ক্রীড়া কমপ্লেক্সে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি ২০২৪-২৫ এর আওতায় সিলেট জেলা ক্রীড়া অফিসের ব্যবস্থাপনায় সিলেট জেলায় (অনূর্ধ্ব-১৬) কাবাডি ও দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দাবা ইভেন্টে বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন সিলেট ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী রোনিকা রানী মৌমীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মো. শামীম হোসাইন। সিলেটের জেলা ক্রীড়া অফিসার ও সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাডহক কমিটির সদস্য সচিব মো. নুর হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন সিলেট জেলা কাবাডি কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সমর চৌধুরী, ইউনিসেফ সিলেটের সিপিসিএম মো. শফিকুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন কাবাডি রেফারি হাসানুজ্জামান মিলন, গিয়াস উদ্দিন, দাবা প্রতিযোগিতার প্রধান আরবিটর সনাতন জাহিদ, দাবা সংগঠক আসাদুজ্জামান আহাদ। সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সিলেট বিভাগীয় ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার অফিস সেক্রেটারি বিপুল চন্দ্র তালুকদার। মো. মিজানুর রহমান

এ ছবি কার-৫৮৮-এর সঠিক উত্তর
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
(ক্রীড়া উপদেষ্টা)

‘এ ছবি কার’-৫৮৮ বিজয়ী

আজাহারুল ইসলাম কচি
অবঃ কর্মকর্তা, অগ্রণী ব্যাংক লি.
আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০০।

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ অক্টোবর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

এ ছবি কার-৫৮৮ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মো. রেহ্তামুল হক, মিরপুর-১, মিরপুর-১, আনসার ক্যাম্প, ঢাকা; ২। সাবিকুন নাহার ঐশী, প্রযত্নে- মোহাম্মদী মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ, বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম-৪৩২৬; ৩। সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ৪। সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা; ৫। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ৬। মো. ইয়াছিন আরাফাত, ২ কামাল উদ্দিন লেন, কাদের খান রোড, খুলনা; ৭। মো. আবুল হাসেম, হাউস-২১, সড়ক- ৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ৮। ফাহিম, হাউস-২১, সড়ক- ৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ৯। মো. মোশাররফ হোসেন, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ১০। মো. আবুল হোসেন, বাঘমারা মেইন রোড, নিরালা, খুলনা; ১১। আজাহারুল ইসলাম কচি, অবঃ কর্মকর্তা, অগ্রণী ব্যাংক লি. আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০০; ১২। মো. কিশোয়ার হাসান, গ্রাম+ডাক- চৌমহনী, থানা- কাটাখালী, জেলা- রাজশাহী; ১৩। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১৪। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১৫। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭; ১৬। অমিত দস্তিদার (মন), মেডি কর্নার, ৪১৮, জামাল খান বাই লেন, দোস্ত কলোনী মসজিদ, আসকার দিঘীর পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৭। প্রত্যয়ী রায়, ডিবি ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৮। রুবি দস্তিদার, মেডি কর্নার, ৪১৮, জামাল খান লেন, দোস্ত কলোনী মসজিদ, আসকার দিঘীর পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৯। শবনম খান, ১৬ শের-এ বাংলা রোড, (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ২০। মো. রাসেদুল আলম, কামাল উল্লাহ বাড়ি, আমতলী, মাইজভান্ডার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম; ২১। স্বপ্না নাহা ঘোষ, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ানবাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ২২। শ্রী মুক্তা রাণী, রূপন টেলিকম, ৪৮ আসকারদিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ২৩। সোমা দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ আসকার দিঘীর পাড়, জামাল খান, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ২৪। জাকির উল্লাহ (পাতা), সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম, ঢাকা; ২৫। একেএম মকবুল হোসাইন, বেনী চাকীলেন, দক্ষিণ কাটনার পাড়া, বগুড়া-৫৮০০।

এ ছবি কার?-৫৯০

এ ছবি কার? বিভাগে ক্রীড়াবিদের আংশিক, উল্টা-পাল্টা কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড ছবি ছাপা হবে। পাঠকদের বলতে হবে ছবিটি কার। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। তবে প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। ‘এ ছবি কার’ বিভাগে অংশ নিতে হলে শুধু নিচের কূপনটি পূরণ করে কেটে আগামী ২৫ অক্টোবর ২০২৪-এর মধ্যে আমাদের দফতরে (ক্রীড়াজগত, ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০) পৌঁছাতে হবে। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে ‘এ ছবি কার’। -সম্পাদক

ছবিটির নাম .....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা .....

.....

.....

মোবাইল :.....

‘লিজেন্ড অব এআইপিএস এশিয়া অ্যাওয়ার্ড’-এ ভূষিত হওয়ায় ‘ক্রীড়াজগত’ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদ হোসেন খান দুলালকে ‘ক্রীড়াজগত’ শাখার পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন সহকর্মীরা

ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা

● মো. নূর হোসেন (মাসুম) ●

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ১৯৬৬
দৈনিক পাকিস্তান ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬
ফায়ার সার্ভিসের বিরুদ্ধে মোহামেডানের ৯ গোলে জয়লাভ।

ঢাকা মোহামেডান-৯ ফায়ার সার্ভিস-০
(মুসা-৬, আবদুল্লাহ-১, কামাল-১, বশির-১)

অপরাজিত মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব গতকল্য বৃহস্পতিবার প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় ফায়ার সার্ভিস দলকে ৯-০ গোলে পরাজিত করিয়া তাহাদের জয়যাত্রা অব্যাহত রাখে। মোহামেডান দলের লেফট আউট মুসা হ্যাট্রিকসহ ৬টি গোল করেন। প্রথমার্দ্ধে ঢাকা মোহামেডান দল ৩-০ গোলে অগ্রগামী ছিল। রাইট আউট আবদুল্লাহ, সেন্টার ফরোয়ার্ড কামাল ও লেফট ইন বশির ১টি করিয়া গোল করেন।

ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব : হাশেম দীন, জহীর, গোলাম কাদের, আসলাম, পিন্টু, গফুর, প্রতাপ, আবদুল্লাহ, কামাল, বশির, মুসা।

ফায়ার সার্ভিস : সীতাংশু, মজিবর, গাউস, জলিল, আহসান, সামাদ, আবুল হাসান, আবুল হোসেন, শরফুদ্দিন, শাহাবুদ্দিন, আশরাফ, তসলিম।

রেফারী : ঈসা খান।

দৈনিক পাকিস্তান ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬
ওয়ারীর নিকট পুলিশ দল পরাজিত
ওয়ারী ক্লাব-৫ ঢাকা পুলিশ এসি-২
(নিশীথ-৪, জামিল-১) (মোবিন-২)

গতকল্য শুক্রবার ঢাকা স্টেডিয়ামে ওয়ারী ও পুলিশ দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথমে বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় ওয়ারী ক্লাব অতি সহজেই পুলিশ দলকে ৫-২ গোলে পরাজিত করিয়া পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করে। ওয়ারী ক্লাবের নিশীথ হ্যাট্রিকসহ ৪টি গোল করেন। নিশীথ তথা ওয়ারী দলের এই মৌসুমে ইহাই প্রথম হ্যাট্রিক। ওয়ারীর লেফট ইন জামিল অপর গোলটি করেন। বিজিত দলের লেফট ইন মোবিন ২টি গোল পরিশোধ করেন। লীগের প্রথম রাউন্ডের খেলায় ওয়ারী দল ২-০ গোলে জয়লাভ করিয়াছিল।

ওয়ারী ক্লাব : তপন, নুরুল আমিন, ইলিয়াস, নুরুল ইসলাম, আলী আহমদ বদরুল, তপন চৌধুরী, আজিজ, নিশীথ, জামিল, পান্না।

ঢাকা পুলিশ এসি : রাজ্জাক, আয়নুল, নবী চৌধুরী, আখতারুজ্জামান, হাফেজ, কায়েস, এরশাদ, রহিম, সাত্তার, মোবিন, মোহাম্মদ আলী।

রেফারী : মাসুদুর রহমান।

দৈনিক আজাদ ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬
ফায়ার সার্ভিসের সহিত ড্র
ওয়ান্ডারার্স দলের একটি মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-১ ফায়ার সার্ভিস-১
(ইউসুফ) (সরফুদ্দিন)

গতকাল শনিবার স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় ওয়ান্ডারার্স ও ফায়ার সার্ভিস দলের মধ্যে খেলাটি ১-১ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হইয়াছে। লীগের প্রথম খেলায় ওয়ান্ডারার্স দল চার গোলে জয়লাভ করিয়াছিল। খেলা শুরু হইবার পূর্বে অবিরাম বৃষ্টিপাতের দরুন মাঠে বৃষ্টির পানি জমিয়া থাকায় খেলোয়াড়েরা স্বাভাবিক খেলা প্রদর্শন করিতে অক্ষম হন। খেলা শুরু হইবার ৮ মিনিট পর ওয়ান্ডারার্স দলের লেফট আউট রহমত উল্লার একটি কর্ণার শট বিপক্ষ দলের গোলমুখে রাইট ইন ইউসুফ বলটি আয়ত্তে আনিয়া চমৎকার ভাবে দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ১৩ মিনিটের সময় ফায়ার ফায়ার সার্ভিস দলের রাইট আউট ওহাব চমৎকার ভাবে একটি বল লব করিলে লেফট ইন সরফুদ্দিন চমৎকার এক শটের সাহায্যে গোলটি পরিশোধ করেন (১-১)। খেলার ১৬ মিনিটের সময় রেফারীর একটি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এক শ্রেণীর দর্শক মাঠে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করায় এক মিনিটকাল খেলা বন্ধ থাকে।

পর্যাপ্ত আলোর অভাব

খেলা শেষ হইবার ৫ মিনিট পূর্ব হইতে মাঠে পর্যাপ্ত আলোর অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব : হাকিম, দেবীনাশ, হাসান, খামিশা আসলাম হাফিজ উদ্দিন, ইউসুফ, হাফিজ, ওমর, আব্বাস, রহমত উল্লাহ।

ফায়ার সার্ভিস : মোতালেব, মুজিবর গাউস, জলিল, আবুল হাসান, সামাদ, ওহাব, আশরাফ, শাহাবুদ্দিন, সরফুদ্দিন, তসলিম।

রেফারী : ননী বসাক

খেলা পরিত্যক্ত

মুষলধারে বৃষ্টিপাতের দরুন গতকাল শনিবার প্রথম বিভাগ ফিরতি লীগের ভিক্টোরিয়া ও রহমতগঞ্জ দলের নির্দ্ধারিত খেলাটি পরিত্যক্ত হয়।

দৈনিক আজাদ ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬
পিডব্লিউডি দলের সহিত মোহামেডানের গোলশূন্য ভাবে খেলা শেষ।
ঢাকা মোহামেডান-০ পাকিস্তান পিডব্লিউডি কাব-০

স্টেডিয়ামে গতকাল রবিবার মোহামেডান স্পোর্টি ক্লাব ও পাকিস্তান পিডব্লিউডি দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলাটি গোলশূন্য অমীমাংসিত ভাবে শেষ হওয়ায় ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব আরও একটি পয়েন্ট নষ্ট করিয়াছে। লীগের প্রথম খেলায় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৩-০ গোলে পিডব্লিউডি দলকে পরাজিত করিয়াছিল

মুষলধারে কয়েক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় মাঠে বৃষ্টির পানি জমিয়া থাকে। বর্ষণশিক্ত পিচ্ছিল মাঠে খেলোয়াড়েরা ভারসাম্য বজায় রাখিতে না পারায় খেলার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। মোহামেডান স্পোর্টিং দলে আলোচ্য দিনের খেলায় নিয়মিত সেন্টার ফরোয়ার্ড শামসুর পরিবর্তে এ, এন, খান কে খেলিতে দেখা যায়।

খেলার বিবরণ

খেলার ১১ মিনিটের সময় পিডব্লিউডি দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড মালাং ফাকা গোল পোষ্ট পাইয়াও বলটিকে গোলে প্রবেশ করাইতে না পারায় একটি নিশ্চিত সুযোগের অপব্যবহার করেন।

ইস্টক বর্ষণ

খেলার ৩৩ মিনিটের সময় রেফারীর সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হইয়া গ্যালারীর পশ্চিম-দক্ষিণ কোনার এক শ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল দর্শক মাঠে ইষ্টক বর্ষণ করায় এক মিনিটকাল খেলা বন্ধ থাকে।

নিশ্চিত গোল নষ্ট

দ্বিতীয়ার্দ্ধের ১২ মিনিটের সময় পিডব্লিউডি দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড মোহামেডান দলের স্টপার তোরাব আলীকে ডজ দিয়া গোল করিবার নিশ্চিত সুযোগ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইলেও গোলমুখে কাদা থাকায় বলটির গতি ঘুরিয়া যায় এবং একটি নিশ্চিত গোলের সুযোগ নষ্ট হয়। খেলা শেষ হইবার ২ মিনিট পূর্বে এ. এন. খানের একটি লব মুসা হেড করিলে পিডব্লিউডি দলের গোলরক্ষক মতিন দর্শনীয়ভাবে রক্ষা করেন।

ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব : হাশেম দীন, জহীর, তোরাব আলী, আসলাম, পিন্টু, গফুর, প্রতাপ, আবদুল্লাহ, এ, এন, খান, বশির, মুসা।

পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব : মতিন, হামিদ, সালেই, কানু, লাল মোহাম্মদ, ওয়াহেদ, সুজা, গণি, মালাং, জানি, মঞ্জুর।

রেফারী : ঈসাখান।

সেন্ট্রাল স্টেশনারী দলের মূল্যবান পয়েন্ট লাভ।

সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-১ (কাম্বিল) **ইপিজি প্রেস-১ (মাহমুদ)**

পূর্ব পাকিস্তান গবর্নমেন্ট প্রেস ও সেন্টাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের অপর খেলাটি ১-১ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হওয়ায় উভয় দল পয়েন্ট বন্টন করিয়া লইয়াছে। স্টেশনারী দলের পক্ষে রাইট আউট কাম্বিল প্রথম গোলটি করেন। প্রেস দলের লেফক আউট মাহমুদ পরে গোলটি পরিশোধ করেন।

দৈনিক আজাদ ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬

ওয়ান্ডারার্সের নৈরাশ্যজনক ক্রীড়া প্রদর্শন

ইপিআইডিসির ৪-১ গোলে জয়লাভ।

ইপিআইডিসি-৪ (হাবিব, টুলু, জব্বার, হাশেম) **ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-১ (আসলাম)**

গতকাল সোমবার স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় ইপিআইডিসি দল অপেক্ষাকৃত উন্নত খেলা প্রদর্শন করিয়া ৪-১ গোলে শক্তিশালী ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবকে পরাজিত করিয়া মুল্যবান দুইটি পয়েন্ট সংগ্রহ করায় রানার্স আপ প্রতিযোগিতায় এক ধাপ অগ্রগামী হইয়াছে। লীগের প্রথম খেলাটি ১-১ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হইয়াছিল।

খেলার বিবরন

খেলার প্রথম মিনিটেই ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের রাইট আউট আনসারের একটি সুন্দর লব ওমর আয়ত্তে আনিয়াও গোল করিতে ব্যর্থ হন। খেলার ১০ মিনিটের সময় আনসারের কর্ণার শট ওমর বারের উপর দিয়র মারিয়া দেন। অল্পক্ষণের মধ্যে ইপিআইডিসি দলের লেফট ইন জব্বারের একটি তীব্রশট ওয়ান্ডারার্স দলের গোলরক্ষক হাকিম প্রতিহত করেন। **প্রথম গোল** খেলার ১৬ মিনিটের সময় ইপিআইডিসি দলের রাইট আউট সলিমুল্লার একটি চমৎকার লব হইতে সেন্টার ফরোয়ার্ড হাবিব হেড করিয়া দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)।

দ্বিতীয় গোল

খেলার ২৬ মিনিটের সময় ইপিআইডিসি দলের রাইট ইন হাশেম একটি বল দ্রুততার সহিত আগাইয়া দিলে লেফট আউট টুলু তীব্র এক শটের সাহায্যে দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)। বিরতি পর্য্যন্ত ইপিআইডিসি দল দুই গোলে অগ্রগামী থাকে।

বিরতির পর

দ্বিতীয়ার্দ্ধে ৪ মিনিটের সময় ইপিআইডিসি দলের রাইট আউট সলিমুল্লার কর্নার শট হইতে লেফট ইন জব্বার দর্শনীয় এক হেডের সাহায্যে স্বীয় দলের পক্ষে তৃতীয় গোলটি করেন। দর্শনীয় পাঞ্চ

দ্বিতীয়ার্দ্ধের ১৯ মিনিটের সময় ওয়ান্ডারার্স দলের আসলামের একটি তীব্র শট বিজয়ী দলের গোলরক্ষক স্বপন দর্শনীয়ভাবে পাঞ্চ করিয়া একটি নিশ্চিত গোল রক্ষা করেন। বিরতের ২৪ মিনিট পর ইপিআইডিসি দলের নিষিদ্ধ এলাকায় হাত দিয়া বলটি আটকাইলে রেফারী পেনালটির নির্দেশ দেন। ওয়ান্ডারার্স দলের আসলাম পেনালটি হইতে একটি গোল পরিশোধ করেন (৩-১)। অল্পক্ষণের মধ্যে ইপিআইডিসি দলের রাইট ইন হাশেম স্বীয় প্রচেষ্টায় চতুর্থ গোলটি করেন (৪-১)। গোলটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ওয়ান্ডারার্স দলের স্টপার হাসান একটি শট করিলে বলটি স্বীয় দলের গোল সীমানার মধ্যে বিপক্ষ দলের রাইট ইন হাশেম আয়ত্তে আনেন এবং গোল করেন। আইনানুযায়ী দেখা যায়, গোল সীমানার মধ্যে থাকিয়া কোন দলেরই কোন খেলোয়াড় বল লইতে পারেন না। রেফারীকে এই শটটি পুনরায় করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল।

আলোর অভাব

খেলার শেষ মুহূর্তে পর্য্যপ্ত আলো না থাকায় ওয়ান্ডারার্স দলের খেলোয়াড়রা খেলিতে আপত্তি জানান এবং যাহার ফলে আরও কিছুক্ষণ সময় নষ্ট হয়। খেলা শেষে রেফারীকে সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে এই মুহূর্তে জানানো সম্ভবপর নয় বলিয়া জানান।

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব : হাকিম, দেবীনাশ, হাসান, খামিশা, হাফিজ, আসলাম, আনসার, ইউসুফ, ওমর, আব্বাস, রহমত উল্লাহ।

ইপিআইডিসি : স্বপন, আমিন, গফুর, সাইফুদ্দিন, আবদুল্লাহ আকবর, মুসা, সলিমুল্লাহ, হাশেম, হাবিব, জব্বার, টুলু।

রেফারী : মাসুদুর রহমান।

আজাদ স্পোর্টিং দলের পরাজয় বরণ।

ফায়ার সার্ভিস-২ (শোভা, আশরাফ) **আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-১ (নাসিম)**

প্রথম বিভাগ ফুটবল ফিরতি লীগের গতকাল অপর খেলায় ফায়ার সার্ভিস দল ২-১ গোলে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করিয়াছে। প্রথমার্ধেই ফায়ার সার্ভিস দল স্বীয় দলের পক্ষে গোল দুইটি করে। বিরতির পর আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব একটি গোল পরিশোধ করে। বিজয়ী দলের শোভা ১টি ও আশরাফ ১টি গোল করেন। পক্ষান্তরে বিজিত দলের নাসিম ১টি গোল পরিশোধ করেন।

দৈনিক পাকিস্তান ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬

পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ

পাক পিডব্লিউডি ওয়ারীর নিকট ২-৩ গোলে পরাজিত।

পাক পিডব্লিউ।

ওয়ারী ক্লাব-৩ পাকিস্তান (বদরুল-৩) **পিডব্লিউডি ক্লাব-২ (গণি, জানি)**

গতকল্য মঙ্গলবার ঢাকা স্টেডিয়ামে ওয়ারী ক্লাব পাক পিডব্লিউডি দলকে ৩-২ গোলে পরাজিত করিয়া পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। বিজয়ী দলের লেফট আউট বদরুল পর পর ৩টি গোল করিয়া হ্যাট্রিক করার সম্মান অর্জন করেন। পাক পিডব্লিউডি দলের রাইট ইন গণি ও লেফট ইন জানি একটি করিয়া গোল পরিশোধ করেন। লীগের প্রথম রাউন্ডের খেলায় পাক পিডব্লিউডি দল ওয়ারীর বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে জয়লাভের করিয়াছিল।

শুরু হইতে পাক পিডব্লিউডি দলের খেলোয়ারগণ চমৎকার সমঝোতার মধ্যে ওয়ারী দলের গোলমুখে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ রচনা করে। ওয়ারী দল প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া ধীরে ধীরে মাঠে প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকে। ২৩ মিনিটের সময় ওয়ারীর লেফট আউট বদরুল সেন্টার ফরোয়ার্ড নিশীথের নিকট হইতে পাস পাইয়া গোল করেন (১-০)। বিরতির ৬ মিনিটের সময় লেফট ইন হাফিজ একটি বল বদরুলকে দিলে বদরুল অত্যন্ত তৎপরতার সাথে দ্বিতীয় গোল করেন (২-০)। ৯ মিনিটের সময় ওয়ারীর রাইট আউট তপন বদরুলকে একটি বল দিলে বদরুল তৃতীয় গোল করিয়া হ্যাট্রিক পূর্ণ করেন (৩-০)। পর মিনিটে পাক পিডব্লিউডি দল গোল পরিশোধের জন্য মরিয়া হইয়া খেলিতে থাকে। এই সময় সেন্টার ফরোয়ার্ড সুজার নিকট হইতে পাস পাইয়া পাক পিডব্লিউডি দলের লেফট ইন জানি প্রথম গোল পরিশোধ কারেন (৩-১)। ১২ মিনিটের সময় পাক পিডব্লিউডি দলের রাইট আউট শামসুদ্দিন রাইট ইন গণিকে বল দিলে গনি আরও একটি গোল পরিশোধ করেন (৩-২)।

ওয়ারী ক্লাব : তপন, নুরুল ইসলাম, মোহাম্মদ হোসেন, ইলিয়াস, মহসিন, ফাইজু, তপন চৌধুরী, জামিল, নিশীথ, আজিজ, বদরুল।

পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব : ইলিয়াস, হামিদ, মোহাম্মদ আলী, কানু, লাল মোহাম্মদ, মালাং, শামসুদ্দিন, গণি, সুজা, জানি, মঞ্জুর।

রেফারী : মীর কবির উদ্দিন।

রহমতগঞ্জ দলের সাফল্য

রহমতগঞ্জ এমএফএস-৪ (টিপু-২, সুলতান-১, নয়া-১) **পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ে-১ (ওয়াসী)**

রহমতগঞ্জ ও রেলওয়ে দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের অপর খেলায় রহমতগঞ্জ দল ৪-১ গোলে জয়লাভ করে। রহমতগঞ্জের সেন্টার ফরোয়ার্ড সুলতান ২টি, রাইট আউট টিপু ২টি ও লেফট আউট নয়া ১টি গোল করেন। বিজিত দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড ওয়াসী একাটি গোল করেন। ***(চলবে)***

ক্রীড়াঙ্গনে তৃণমূলের নায়করা

● মো. জোবায়ের হোসেন ●

রাজধানী ঢাকা থেকে খুব বেশি দূরের জেলা নয় জামালপুর। জাতীয় খেলা কাবাডির নারী-পুরুষ অনেক খেলোয়াড় উঠে এসেছে এই জামালপুর থেকেই। শুধু কাবাডি নয়, এক সময় জাতীয় ক্রিকেট দলের স্পিনার জুবায়ের লিখনও এই জেলার সন্তান। জেলা পর্যায়ে খেলাধুলা আয়োজন ও খেলোয়াড় তুলে আনার কাজ নিরলসভাবে করছেন নিবেদিপ্রাণ কয়েকজন ব্যক্তি।

জামালপুর ক্রীড়াঙ্গনে অন্যতম এক নাম রেজা খান। ১৯৭৯-৮৩ পর্যন্ত জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। জামালপুরের ক্রীড়াঙ্গনের গতিশীলতা ও আধুনিকতা তার হাত ধরেই। তিনি সংসদ সদস্যও ছিলেন। সংসদ সদস্য থাকাবস্থায় জেলা ক্রীড়াঙ্গনে আরো বিশেষভাবে কাজ করেছিলেন। ১৯৮৩-৯২ পর্যন্ত জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক থাকা ইকরাম উদ দৌলাহ'ও ছিলেন রেজা খানেরই উত্তরসূরি।

জামালপুর জেলা ক্রীড়াঙ্গনে বিশিষ্ট সংগঠক আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদোয়ান। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক রেজা খানের অবদান সম্পর্কে বলেন, 'তিনি জামালপুরের ক্রীড়াঙ্গনের জন্য কাজ করেছেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হলেও ক্রীড়াঙ্গনকে বিশেষভাবে ভাবতেন ও কাজ করতেন।'

গত দুই দশক জাতীয় পর্যায়ে জামালপুর মানেই আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদোয়ান। একাধিকবার ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। জেলার গণ্ডি পেরিয়ে ময়মনসিংহ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থারও সম্পাদক ছিলেন। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক ছিলেন ২০০৮-১২। তৃণমূলের সংগঠক হিসেবে বিভিন্ন ফেডারেশন ও ক্রীড়াঙ্গনে জাতীয় পর্যায়ে বিচরণ অনেক।

জামালপুরে শিল্প-কলকারখানা থাকলেও খেলাধুলায় পৃষ্ঠপোষকতার বেশ সংকট। সংগঠকদের জন্য সেটা খুবই প্রতিবন্ধকতা। এ নিয়ে আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদোয়ান বলেন, 'অন্য অনেক জেলার মতো জামালপুরেও সংগঠকরা নিজেরাই কষ্ট করে খেলাধুলা পরিচালনা করে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অনুদান ছাড়া তেমন কোনো আয় নেই ক্রীড়া সংস্থার। ফলে সেক্রেটারি যিনি থাকেন তাকেই মূলত সংস্থার কর্মকাণ্ড টানতে হয়।'

জামালপুর ঢাকার নিকটবর্তী জেলা হলেও দেশের দুই মূল খেলা ফুটবল-ক্রিকেটে উল্লেখযোগ্য তারকা খুব বেশি নেই। সত্তর দশকে দুই কিংবদন্তি ফুটবলার শামসুল আলম মঞ্জু ও মনোয়ার হোসেন নান্নু দুই ভাই

জামালপুর

জামালপুরের হলেও তাদের বেড়ে উঠা মূলত ঢাকাতেই। এরপর আমিন রানা, ভুট্টু, যুবরাজ ছাড়া তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য নাম নেই জামালপুরের। ক্রিকেটে রকিবুল হাসান জুনিয়র, জুবায়ের হোসেন লিখন জাতীয় দলে খেলেছেন। যদিও সময়কাল খুব স্বল্প।

জামালপুর থেকে আশাব্যঞ্জক খেলোয়াড় উঠে না আসার কারণ সম্পর্কে রেদোয়ান বলেন, '২০০৮ সাল থেকে বাফুফে জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আলাদা করেছে। ২০০৮-১২ পর্যন্ত আমি ক্রিকেট বোর্ডে ছিলাম। ঐ সময় মূলত ক্রিকেটে জামালপুরের অনেকে উঠে এসেছে। ফুটবল, ক্রিকেট দু'টি মূল খেলা নিয়মিত হয়নি জামালপুরে। যার ফলে খেলোয়াড় সৃষ্টি হয়নি সেভাবে।'

নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে নারী ক্রিকেটাররা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সফলতা এনে দিচ্ছে দেশকে। নারী ক্রিকেট নিয়ে ক্রিকেট বোর্ডে জোরদারভাবে কাজ শুরু করেন জামালপুরের ক্রিকেট সংগঠক রেদোয়ান। ২০০৮-১২ ক্রিকেট বোর্ডে পরিচালক থাকাবস্থায় রেদোয়ান নারী উইংয়ের প্রধান ছিলেন। ২০১০ গুয়াংজু এশিয়ান গেমসে নারী দলের রৌপ্য জয় তারই সময়। নারী ক্রিকেটারদের বেতনে আনা ও অন্যান্য পদক্ষেপের যাত্রা ঐ সময়ই।

ফুটবল, ক্রিকেটে কাঙ্ক্ষিতমাত্রায় মাত্রায় জামালপুর থেকে জাতীয় পর্যায়ে খেলোয়াড় সরবরাহ না হলেও জাতীয় খেলা কাবাডিতে সংখ্যাটি অনেক। জামালপুরে কাবাডির কারিগর রজব আলী। তিনি নারী-পুরুষ অসংখ্য কাবাডি খেলোয়াড় তৈরি করেছেন। জাতীয় দলে খেলোয়াড় সরবরাহ ছাড়াও জামালপুরে অনেক পরিবারের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন রজব। কাবাডি খেলার মাধ্যমে অনেকেই সার্ভিসেস সংস্থায় চাকরি পেয়েছেন। অনেক পরিবার স্বচ্ছলতা অর্জন করেছে। কোচিংয়ের পাশাপাশি সংগঠক হিসেবেও ভূমিকা আছে রজবের। রেনেসা ক্রীড়া চক্রের সাধারণ সম্পাদক এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাহী সদস্য ছিলেন। ক্রীড়া সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক রেদোয়ান রজবের বিশেষ অবদান নিয়ে বলেন, 'তিনি আমার খুবই ঘনিষ্ঠ একজন। শুধু কাবাডি নয় হ্যান্ডবলেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। জামালপুর ছাড়াও পুরো ময়মনসিংহ বিভাগের মধ্যে কাবাডি ও হ্যান্ডবল খেলোয়াড় তৈরি ও খেলা আয়োজনে রজব অনন্য।'

রেজা খান

আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদোয়ান

রজব আলী

Google Certified

minister® androidtv

WHERE VIEWING EXPERIENCE MEETS REALITY WITH

QLED

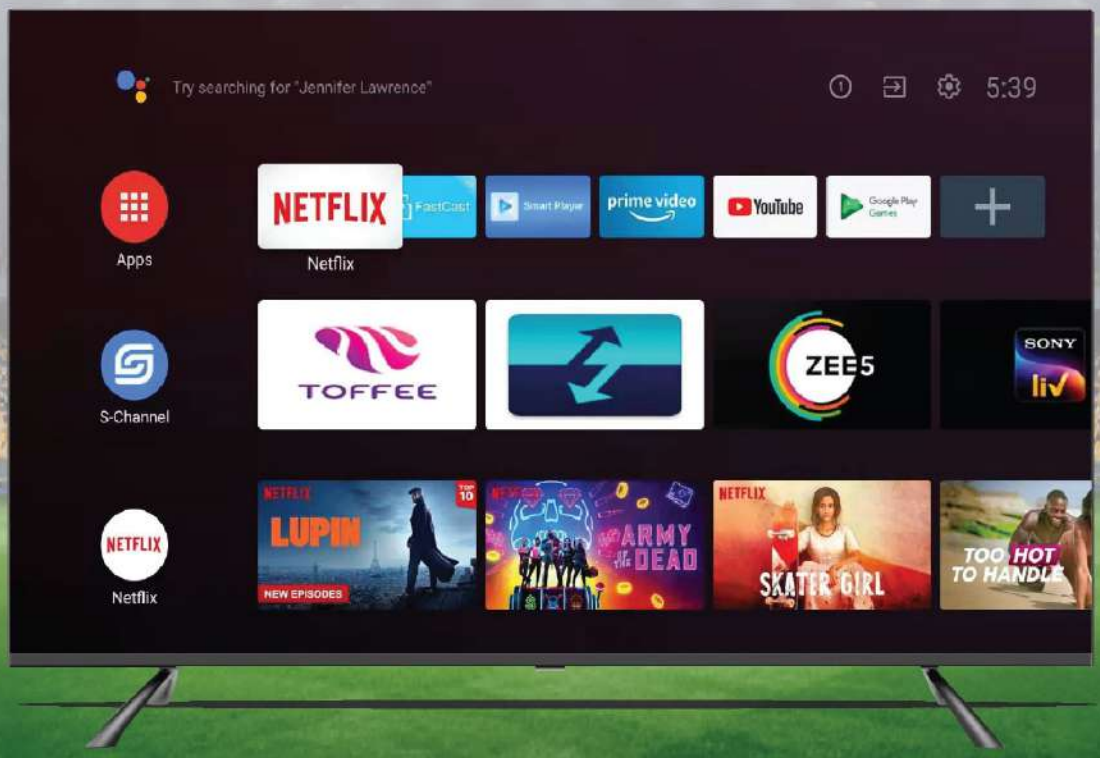

10 YEARS WARRANTY | Eye Protective চোখের ক্ষতি করে না | 4K ULTRA HD | 5 YEARS PANEL GUARANTEE | Voice Control

Minister.Bangladesh www.ministerbd.com 09606700700 *শর্ত প্রযোজ্য

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদার হার ৬০০ টাকা মাত্র।

গ্রাহক হলে শুধুমাত্র 'ক্রীড়াজগত' -এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি অর্ডার, বিকাশ অথবা নগদে পরিশোধযোগ্য।

সম্পাদক, ক্রীড়াজগত

৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৪১০৫০৫৩৭

E-mail : krirajagat@gmail.com

krirajagat@yahoo.com

KRIRAJAGAT (A Bengali Sports Fortnightly) Reg. No. DA-422. TK. 20.00

Editor: Mahmud Hossain Khan Dulal, Published by Secretary, National Sports Council, 62/3 Purana Palton, Dhaka-1000, Bangladesh